শান্তিলতা।

উপন্যাস।

'স্নেহলতা' 'প্রেমলতা' রচয়িত্রী প্রণীত।

কলিকাতা, ৪১ নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

 মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

কলিকাতা, উইলিয়ম্‌স্‌ লেন, ৪ নং ভবনস্থ
দাস যন্ত্রে,
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

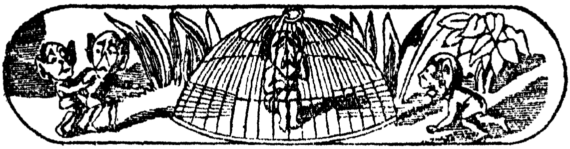
সংসার-নিপীড়িত মানব-হৃদয়ে বাল্যস্মৃতি বড়ই মধুর স্নিগ্ধকর ও প্রীতিপ্রদ। বাল্যের সেই সামান্য বস্তুতে সরল প্রাণের কতই সাদর ভালবাসা অর্পিত হয়। মা আমার, সেই পুতুল খেলার সঙ্গে সঙ্গে, সুন্দরতম সত্যসার বস্তু তোমায় পাইয়া, প্রাণপূর্ণ করিয়া বড় আদরে বক্ষে ধরিয়াছিলাম, নয়নের মণি করিয়া রাখিয়াছিলাম, অনুপমা সৌন্দর্য্য-শালিনী দেখিয়া বড় সাধেই "লাবণ্যবালা" নাম দিয়াছিলাম। পুতুলের ন্যায় তোমাকেও যে বক্ষচ্যুত করিয়া নয়নের অন্তর করিতে হইবে, হায়! তাহা ত আমি একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই? লাবণ্যময়ি মা আমার, বহু তপোলব্ধ স্বভাব লইয়া এ সংসার উজ্জ্বল করিয়াছিলে। শ্রীহরির চরণ-চ্যুত স্বর্গের প্রসাদিত সৌরভময় পারিজাত কুসুম তুমি। জানি না কোন শাপভ্রষ্টা হইয়া ভূতলে আবির্ভূতা হইয়াছিলে। অথবা বুঝি তোমার যথার্থ মর্য্যাদা কেহ বুঝে নাই—তাই রহিলে না। কোন্ অপরাধে আমার এমন সর্ব্বনাশ হইল?—কে সেই জ্বালাময় ভগ্নহৃদয় শীতলকারী ফুলটী, আমার অস্থিমজ্জা নিস্পেষিত করিয়া অপহরণ করিল? মাগো আনন্দময়ি চাহিয়া দেখ। তোমার অভাবে আমার অন্তর বাহির ঘোর অন্ধকারে আবৃত। বুঝিয়াছি মা, জগতে এমন বস্তু নাই যাহা এ দগ্ধ হৃদয়ে অন্ধকারের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ আলোক প্রদান করে। মায়ের ব্যথা তুমি ছাড়া আর ত কেহ বুঝে না মা! এই অন্ধকারের মধ্যে, তোমার নিরাশায় অবসন্না কাতরা মাকে আশার প্রদীপ হস্তে লইয়া পথ দেখাও। আর আমার সেই প্রাণ জুড়ান মধুময় স্বরে 'মা' বলিয়া একটী বার ডাক!

ধর মা, সেই অনুপম কোমলতম হাতখানি পাতিয়া লও। জানি তুমি যে স্থান বাসিনী হইয়াছ, সেস্থানের উপযোগী বস্তু এ জগতে নাই। কিন্তু মা, আমি যে তোমার মা! আমার সকলই তোমার মিষ্ট লাগিত! তুমি যত্ন করিয়া আমার এই আশারাণীকে সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছ। তাই শান্তিদেবীর প্রেমময় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, আশালতাকে তোমার পবিত্র হস্তে অর্পণ করিলাম। ইতি।

তোমার মা।



প্রথম খণ্ড।



শান্তিলতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বালিকা।

গোষ্ঠদাসের গৃহিণী হরিমতি রন্ধন চড়াইয়াছে। কিঞ্চিদ্দূরে তাহার ছয় বৎসরের শিশু কন্যা বসুমতী কতকগুলি মাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঁড় ও হাঁড়ী কলসীর পরিত্যক্ত ভগ্নাংশ লইয়া, উঠানের এক পার্শ্বে বসিয়া, খেলাঘর বাঁধিয়া একমনে খেলা করিতেছে। নিকটস্থ বন হইতে লতা, পাতা, ফুল এবং কোন স্থান হইতে বা ধূলা, বালি, কাদা লইয়া আসিয়া আপন গৃহের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। পার্শ্বে একটা কুকুর শুইয়া লোল জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতেছে ও মাঝে মাঝে ঈষৎ উন্মীলিত নেত্রে বালিকার প্রতি বঙ্কিম দৃষ্টি করিতেছে। একটা মাছি অনবরত তাহার অপরিষ্কার চক্ষে মুখে ও কাণের কাছে ভ্যান্ ভ্যান্ করিয়া বেড়াইতেছে। কুকুরটা মহা বিরক্ত হইয়া সম্মুখের পদদ্বারা মক্ষিকাকে আপন প্রশস্ত মুখ-গহ্বরে আনিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু বারম্বার অকৃতকার্য্য হইয়া মুদিতনয়নে লম্বিত-বদন নত করিতেছে।

বালিকা বসুমতী স্বরচিত, অর্থহীন গীত, গুন্ গুন্ স্বরে গাহিতেছে,

ও ভাঙ্গা হাঁড়ীর খোলা বঁটি করিয়া আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাঙ্গুষ্ঠে আট্‌কাইয়া, বহু মনোযোগের সহিত আহরিত লতা পাতা কুটিয়া অন্য একটা ভাঙ্গা খোলায় রাখিতেছে। এক এক বার কি মনে করিয়া পার্শ্বস্থিত কুকুরটার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে।

গোষ্ঠদাস চাষী কৈবর্ত্ত। শিবপুরের রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রজা। গোষ্ঠদাসের বাড়ী জাহ্নবীর তীরে। বাড়ীতে চারি খানি উলুখড়ে ঘর। একখানি শয়নের বড় ঘর; একখানি ঘরের অর্দ্ধেকে রন্ধন হয় ও বেড়া দেওয়া অপর অর্দ্ধেকে ঢেঁকি থাকে; আর এক খানিতে গোরু থাকে। তদ্ভিন্ন ধান্যের গোলা আছে। গোষ্ঠের বাড়ীতে জমি অনেক—আম, জাম, নারিকেল, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষে পরিপূর্ণ; কিছু দূরে ধান্যের জমিও আছে। গোষ্ঠদাস সেই সকল জমিতে কৃষক লইয়া হাল চাষ করে। চারিটা হেলে গোরু ও একটা দুগ্ধের গাই আছে।

পরিবারের মধ্যে স্ত্রী এবং কন্যা বসুমতী, আর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আছে। ভগ্নী প্রায়ই তাহার শ্বশুরালয়ে থাকে।

বৈশাখ মাস, প্রচণ্ড রৌদ্র। হু হু শব্দে উত্তপ্ত বায়ু, বৃক্ষাদি দোলাইয়া, ধূলারাশি উড়াইয়া, অবিরত বহিতেছে। গোষ্ঠদাসের বাগান-মধ্যস্থ বৃহৎ বকুলবৃক্ষ হইতে চারিদিক গন্ধে মাতাইয়া, ঝুর্ ঝুর্ করিয়া, ফুটন্ত ফুলগুলি বৃক্ষতলস্থ ছোট গাছগুলির উপর পড়িয়া যাইতেছে। পার্শ্বস্থ একটা বড় অশ্বত্থবৃক্ষের উপর বসিয়া একটা কোকিল ও একটা "বউ কথা কও" ক্রমান্বয়ে একের পর এক মধুরস্বরে ডাকিতেছে।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর। হরিমতির রন্ধন প্রায় শেষ হইল। তিন চারি বার ডাকিবার পর ধূলাকাদামাখা বসুমতী, মাতা হরিমতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। "খাবার সময় হয় না?" বলিয়া রন্ধন শেষ করিয়া, হরিমতি বসুমতীর গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিল, এবং তৎপরে

কলসী কক্ষে লইয়া ক্রন্দননিরতা বালিকার হস্ত ধরিয়া পুষ্করিণীতে ধোয়াইতে লইয়া গেল। বালিকার ক্রন্দন শুনিয়া নিকটস্থ জঙ্গল হইতে এক কোঁচড় বকুল, চাঁপা এবং নানাবিধ বনফুল লইয়া, উন্মুক্ত কেশরাশি দোলাইতে দোলাইতে, ফুল্ল ফুলদলের মত একটী বালিকা দৌড়িয়া হরিমতি ও বসুমতীর মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। বসুমতী বালিকাকে দেখিবামাত্র মায়ের হাত ছাড়াইয়া উক্ত বালিকার হাত ধরিয়া হাসিয়া ফেলিল। বালিকা হরিমতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল, "বৌ, তুমি বসিকে রোজ রোজ কাঁদাও; আমি গোষ্ঠদাদাকে বলে দেব। আয় বসি, আয় আমরা বলে দিই গে।"

বালিকা বসুমতীর হাত ধরিয়া "গোষ্ঠদা" "গোষ্ঠদা" বলিয়া গোষ্ঠদাসের গৃহে উপস্থিত হইল। এমন সময় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, অপ্রশস্ত বস্ত্রপরিহিত বলিষ্ঠকায় গোষ্ঠদাস, গোরু হাল প্রভৃতি লইয়া পরিশ্রান্ত দেহে বাড়ির উঠানে গোরু ছাড়িয়া, হাল যথাস্থানে রাখিয়া, বালিকার প্রতি সহাস্যবদনে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইল। বালিকা গোষ্ঠদাদাকে দেখিয়াই দ্রুত সুকোমল বাহুলতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিল। গোষ্ঠদাসও সাদরে বক্ষে তুলিয়া লইল। গোষ্ঠদাসের ক্ষুদ্র বালিকাও আসিয়া আধ আধ স্বরে কহিল, "বাবা মা আমায় বড় মারে আর কাঁদায়!" "বটে কাঁদায়?" এই বলিয়া গোষ্ঠ বালিকার প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। তখন পূর্ব্ব বালিকা কোল হইতে নামিয়া, গম্ভীর বদনে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "দেখ গোষ্ঠদা, সত্যি সত্যি বৌটা ওকে বড় কাঁদায়।"

গোষ্ঠদাস কহিল, "বটে? তবে সত্যিই বৌটাকে একটা কিল মার্‌তে হ'ল।" বৌ নিকটেই তামাকু সাজিয়া হুকাহস্তে দাঁড়াইয়াছিল। বৌর হস্ত হইতে হুক্কা লইয়া হাসিতে হাসিতে কৃত্রিম ক্রোধের সহিত গোষ্ঠদাস বৌর পৃষ্ঠে একটী মুষ্ট্যাঘাত করিল।

বসুমতী ভীতা হইয়া ম্লানবদনে কহিল, "আর মেরনা বাবা, মার লাগ্‌বে!"

হরিমতি তৈল, গামছা ও একখানি মাদুর উঠানের এক পার্শ্বে আম্র-বৃক্ষতলে বিছাইয়া দিল। গোষ্ঠদাস তাহাতে বসিয়া তামাকু টানিতে লাগিল। বালিকাদ্বয় পার্শ্বে বসিল।

গোষ্ঠ বড় বালিকাটীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল, "আশাদিদি, তোমার কাপড়ে ও কি?"

আশালতা বলিল, "ফুল; তোমাকেও আজ একছড়া মালা গেঁথে দেব এখন। আজ অনেক ফুল কুড়িয়েছি। আজ পাঁচ ছড়া মালা গাঁথ্‌তে হবে। শশীদা'কে, বিনোদ দা'কে, ইন্দুকে, সুমতিকে, আর তোমাকে দেব। আর করুণাদিদিও একছড়া চেয়েছেন, আমি আর কত গাঁথব বল দিকি?"

গোষ্ঠ হাসিয়া কহিল, "তাইত তুমি আর কত গাঁথ্‌বে? তা থাক্ দিদি আমার জন্যে আর তোমার কষ্ট করে কাজ নেই। আমরা গরীব মানুষ আমরা কেবল খাটি; ফুলের মালা নিয়ে কি ক'র্‌ব দিদি?"

গোষ্ঠের কথায় আশালতার মুখ শুকাইয়া গেল। সে দুঃখিতস্বরে কহিল, "কেন গোষ্ঠদা, তোমার এত কষ্ট? তাইত তোমার সারা দিন কত কাজ ক'রতে হয়!"

গোষ্ঠ বলিল, "কষ্ট না কর্‌লে গরীব মানুষ আমরা খাব কি দিদি?"

আশালতা পুনর্ব্বার কহিল, "আচ্ছা, বাবাকে তোমায় টাকা দিতে ব'লব; তুমি তাই দিয়ে সব জিনিষ কিনে এন। আর এত কষ্ট ক'র না। আহা, দুপর বেজে গেছে এখনও নাওনি? তোমার গায় কত ঘাম পড়ছে!"

বালিকা আশা নিজের সেই কচি কচি হাত দুইখানির দ্বারা গোষ্ঠের ঘর্ম্মাক্ত দেহ যত্নে মুছাইতে উদ্যত হইল। বালিকার স্বর্গীয় সরলতাময়

ব্যবহারে পরিশ্রান্ত কৃষক গোষ্ঠের চক্ষে জল আসিল : নয়নজল সম্বরণ পূর্ব্বক, বালিকার কোমল হাত দুটী ধরিয়া কহিল, "দিদি আমার, তুমি চিরজীবি হও ; রাজ্যেশ্বরী হ'য়ে চিরদিন দুঃখীর উপর এই রকম দয়া-কর ; আমাদের কি কষ্ট দিদি ? কাজ ক'রে খাওয়াইত ভাল ! বাবা ত আমাদের কতই দেন, তাঁরইত খাচ্চি। তুমি বাবাকে আর কিছু ব'ল না দিদি ! তোমার যখন রাজার ছেলের সঙ্গে বে হ'বে তখন তুমি নিজেই আমাদের কত দেবে !" গোষ্ঠ এক মুখ হাসিয়া আশালতার মুখের প্রতি চাহিল।

"না, না, গোষ্ঠদা, আমি বে ক'র্‌ব না। দত্তদের গোলাপ বে করেছে, তাকে শ্বশুর বাড়ী নিয়ে যায় ! আর সে বলেছে তাকে ঘর থেকে মোটে বেরুতে দেয় না,—আহা সে কত কাঁদে !"

গোষ্ঠ হাসিয়া আশালতার চিবুক ধরিয়া কহিল, "বে ক'রবে বই কি ! কেমন সুন্দর বর আস্‌বে ! বে ক'রতে হয় !"

আশালতা মাথা নাড়িয়া কহিল, "আমি সুন্দর বর চাইনি। যদি বে ক'রতে হয় তবে তোমায় বে ক'র্‌ব !"

গোষ্ঠ উচ্চরবে হাসিয়া কহিল, "পাগ্‌লী দিদি, কি বলছিস্ ?—ছিঃ দাদা হই, ওকথা বল্‌তে নেই ! কত সুন্দর রাজার ছেলে তোমার বর হবে !"

হাস্যময়ী বালিকা ম্লানমুখে কহিল, "আমি কোন রাজার ছেলে-টেলেকে কখনো বে ক'রব না। আমি তবে মাকে বে ক'র্‌ব !"

গোষ্ঠদাস পুনরায় আশাকে কোলে লইয়া হাসিতে লাগিল। হরিমতি হাস্য বদনে—"যাও, নাইতে যাও ; পাগলী দিদির কথা এখন রেখে দাও, বেলা অনেক হয়েছে" ;—এই কথা বলিয়া গোষ্ঠদাসের খাবার আয়োজন করিতে গেল।

আশালতা কহিল, "হ্যাঁ গোষ্ঠদা, তুমি নাইতে যাও। আমি ততক্ষ তোমার জন্যে এক ছড়া মালা গেঁথে রাখি "

"আচ্ছা দিদি, তবে তুমি মালা গাঁথ," এই বলিয়া গোষ্ঠ তেল মাখিয়া তামাক টানিয়া, গামছা লইয়া স্নানে গেল।

হরিমতি রান্নাঘরের এক পার্শ্ব পরিষ্কার করিয়া, পিঁড়া পাতিয়া এক ঘটি জল রাখিল। গোষ্ঠদাস স্নানান্তে আসিয়া সেই পিঁড়ির উপর আহারে বসিলে, হরিমতি কলায়ের ডাল, খেতের পটলভাজা, ও পুকুরের মোরল্লা মাছের টক্ দিয়া যত্নের সহিত গোষ্ঠদাসের কোলের কাছে ভাতের পাথর ধরিয়া দিল।

বালিকা আশা সহাস্য-বদনে গোষ্ঠের সম্মুখে বসিয়া বকুল ফুলের মালা গাঁথিতে লাগিল।

আশা অপেক্ষা বড় আর একটী বালিকা আসিয়া কহিল, "আশা তুমি এখনও এখানে? মেশো মশায় যে তোমায় খুঁজ্‌ছেন! তাঁর খাওয়া হচ্ছে না, তুমি শিগ্গির এস।"

আশা হস্তস্থিত মালা গোষ্ঠের গলায় ফেলিয়া দিয়া নিমেষ মধ্যে অদৃশ্যা হইল।

শেষোক্ত বালিকা বলিল, "দেখেছ গোষ্ঠদা! আশা যেন পাখী! আর কোথাও না গিয়ে বাড়ী গেলেই বাঁচি।" এই বলিয়া সত্বর পদে প্রস্থান করিল।

এই বালিকাটীর নাম—করুণাবালা, আশালতার মাসতুতো বোন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যোগিনী।

আজ বড়ই গ্রীষ্ম। বৈশাখ মাস; বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে তবু প্রখর সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপের লাঘব অনুভব হইতেছে না; বৃক্ষাদি নিশ্চল। শাখাপত্র কিছুমাত্র আন্দোলিত হইতেছে না। কোকিল, পাপিয়া, বউ কথাকও, দয়েল প্রভৃতি পাখী সকল বৃক্ষ শাখা পল্লবে বসিয়া, পত্রাবরণে আচ্ছাদিত হইয়া, যেন ক্লান্তিযুক্তস্বরে, ঘন ঘন ডাকিতেছে। সমুদয় জীবকুল,—কখন সন্ধ্যাদেবী সমীরণ সহ শীতলতা লইয়া, কোমল পদে, জগতে পদার্পণ করিবেন,—আকুল-প্রাণে তাহারি প্রতীক্ষা করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে পাঁচটা বাজিয়া গেল। শিবপুর জাহ্নবীতীরস্থ রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের নানাবিধ ফলের বহুবিস্তৃত উদ্যানে, কতকগুলি বালকবালিকা হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে আসিয়া, একটী অত্যুন্নত, বিস্তৃত, শাখাপল্লবযুক্ত, বটবৃক্ষতল মনোনীত করিয়া, সকলে মিলিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিল। বালকবালিকাগুলি কাল এই বৃক্ষমূলে বনভোজন করিবে। স্থান পরিষ্কার হইল। ক্রমে বেলা অবসানে সন্ধ্যা আগত, এবং তৎসঙ্গে নীলাকাশসমুদ্রে খণ্ড খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ ভাসিতে দেখিয়া, কেহ "সন্ধ্যা হ'ল ঘরে যাই," কেহ "মেঘ হয়েছে বৃষ্টি হবে এই বেলা বাড়ী যাই," কেহবা "মা মার্‌বেন আর থাকব না ঘরে যাই ভাই"—ইত্যাদি বলিয়া ধূলাকাদামাখা বালকবালিকাগণ গৃহাভিমুখে ছুটিল।

কেবল একটী বালক ও একটী বালিকা গৃহে না গিয়া, উভয়ের হস্ত উভয়ে ধরিয়া জাহ্নবীকূলে আসিয়া দাঁড়াইল।

বালক কহিল, "ভাই আশা, অন্ধকার হয়ে এল; চল আমরা বাড়ী যাই। তোমার মা বাবা হয়ত এ সময় তোমায় না দেখে কত ব্যস্ত হচ্ছেন।"

আশা বালকের কথার কিছুমাত্র উত্তর না দিয়া তাহার হাত খানি ছাড়িয়া দিল। বালক অনেক কথা বলিল, কিন্তু তাহার নিকট হইতে একটী বাক্যেরও প্রত্যুত্তর পাইল না। সে আশার স্বভাব জানিত; এখন আর কথা কহা বৃথা বুঝিয়া, ফুল দেখিলে হয়ত আনন্দে কথা বলিবে ভাবিয়া, রায় মহাশয়দিগের নিকটস্থ পুষ্পোদ্যান হইতে ফুল আনিতে চলিয়া গেল।

বালিকা আশার অদ্ভুত স্বভাব! এই এতক্ষণ হাসিয়া আকুল হইতে ছিল,—আপনার মনে কত প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতেছিল; কিন্তু ইহারি মধ্যে স্থির ধীর নীরব! কোন আগন্তুক নদীতীরস্থ এখনকার এই মূর্ত্তি দেখিলে নিশ্চয়ই শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি বলিয়া অনুভব করিবে।

নদীতীরস্থ মনোহর বন্যলতাগুল্মপরিশোভিত, নিকুঞ্জবনসদৃশ, একটী ঝোপের নিকটে ধীরে ধীরে আসিয়া আশা স্থির-নয়নে জাহ্নবীর প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইল।

ভাগীরথী এখন সম্পূর্ণ স্থির;—দুই চারি খানি তরণী বক্ষে করিয়া নীরবে বহিয়া যাইতেছে। নৌকাস্থিত কোন কোন মুসলমান মাঝি দস্তানির্ম্মিত বদনাস্থিত জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক স্ব স্ব উত্তরীয় বিছাইয়া পশ্চিম মুখে, নেমাজ পড়িতে বসিয়াছে। একখানি ষ্টীমার ভাগীরথীবক্ষ আন্দোলিত করিয়া ঝপ্ ঝপ্ শব্দে পরপারে

চলিয়া গেল। নানাবিধ পক্ষীগুলি আকাশে পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক নানাবিধস্বরে, সন্ধ্যাদেবীকে সম্ভাষণ করিয়া আপন আপন কুলায় প্রবিষ্ট হইল। একদল কোকিল প্রথমে ঝঙ্কার করিয়া শেষে পঞ্চমে সুধার স্বরলহরী ছড়াইল। পরক্ষণেই অদূরে বাঁশঝাড় নিম্নে একদল শৃগাল ভীষণরবে ডাকিয়া উঠিল। বালিকা আশা সচকিতে একবার সেই দিকে দৃষ্টি করিল। আবার পরক্ষণেই ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, প্রশান্ত অসীম আকাশসমুদ্রে অনেকগুলি নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং মাঝে মাঝে মহাসাগরমধ্যস্থ অর্ণবপোতসদৃশ এক একখানি কৃষ্ণমেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে এক দুই করিয়া অনেক গুলি মেঘমালা ক্রমে ঘনরূপে পশ্চিম দিকে আশ্রয় গ্রহণ করিল; কৃষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত কচি শিশুর মত শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ার চন্দ্রমা উঁকি মারিতে লাগিল; আশালতা অনিমেষে শিশু চাঁদকে দেখিয়া কি ভাবিয়া কচিমুখে মৃদু মধুর হাসিল। একখানি ক্ষুদ্র তরণী গঙ্গাবক্ষ দিয়া ধীরে ধীরে তীরাভিমুখে আসিতেছে; তরণীর দাঁড়ি মাঝি উভয়ই রমণী। তরণী ক্রমে তীরে আসিয়া লাগিল; রমণীদ্বয় তীরে উত্তীর্ণা হইয়া তীরস্থ বৃক্ষমূলে তরণী বাঁধিলেন। এক রমণী অঙ্গুলী সঙ্কেতে আকাশ দেখাইলেন। দ্বিতীয়া রমণী কহিলেন, "তাইত, বড় বৃষ্টি আস্‌ছে, এখনি ঝড় উঠ্‌বে।"

প্রথমা রমণী কহিলেন "দেবি, আপনি এই থানে একটু অপেক্ষা করুন; আমি আশ্রয় দেখে আসি। ঝড় বৃষ্টি না থামলে আর নৌকায় ওঠা হবে না।"

দ্বিতীয়া কহিলেন "আচ্ছা যাও, শীঘ্র এস!"

প্রথমা রমণী চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয়া রমণী "এই সেই মধুর বাল্য স্থান," মৃদু কণ্ঠে এই কহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। পরে

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, অনুপমলাবণ্যময়ী বালিকা আশালতাকে দেখিয়া চমকিত-অন্তরে দুই এক পদ পশ্চাৎ হটিয়া পড়িলেন, কিন্তু পরক্ষণেই নিকটস্থ হইয়া আশার ক্ষুদ্র হাতখানি ধরিলেন। আশা সচকিতে বিদ্যুতালোকে চাহিয়া দেখিল সম্মুখে অপূর্ব্ব যোগিনীমূর্ত্তি! যোগিনীর উন্নতকায় গৈরিকবসনে আবৃত। লম্বিত জটা, স্কন্ধ পৃষ্ঠ ও বক্ষদেশ আবৃত করিয়া চরণ চুম্বন করিতেছে। যোগিনীর আকর্ণ নয়নে ও শান্তিময় পবিত্র মুখজ্যোতিতে সেই আঁধার বনস্থলী আলোকিত হইয়াছে। বালিকা অতৃপ্ত আঁখিতে দেখিল যোগিনী অপূর্ব্ব সুন্দরী!

যোগিনী আশার চন্দ্রবদন প্রতি স্নেহমাখা দৃষ্টিতে চাহিয়া, সুমিষ্ট-বচনে কহিলেন, "বালিকা এই ভয়পূর্ণ স্থানে, এমন সময়ে একাকিনী কি করছ?"

নির্ভীক-হৃদয়া বালিকা আশা যোগিনীর প্রতি চাহিয়া, বিস্ময় সহকারে কহিল "তুমি এমন সময় এখানে কে? তোমার কথাগুলি ত বেশ মিষ্টি!"

যোগিনী। আমি পথিক, আমার সময় অসময় নেই; এই রূপেই ঘুরে বেড়াই। তুমি কে? এমন সময় এখানে কেন? তোমার কি ভয় করে না?

আশা। কৈ, আমাকে ত কেউ ভয় দেখায় নি?

যোগিনী। তোমার কি এই মেঘ বৃষ্টির রাত্রে, বন জঙ্গলের মধ্যে, অন্ধকারে, একেলা ভয় করে না? তোমার কি বাপ, মা কেউ নেই? তাঁরা তোমায় এমন সময় একলা ছেড়ে দেছেন! বালিকা, খুব সাহস তোমার ত?

আশা। তুমি পথে একলা ঘুরে বেড়াও কিসের জন্যে, তোমারও কি কেউ নেই?

যোগিনী একটু হাসিয়া কহিলেন, "বালিকা, আমার ঠাকুর ভিন্ন কেউ নেই! আমি আমার ঠাকুরের নাম করে তাঁরই দেশে ঘুরে বেড়াই। আমার আবার একলা কি?"

আশা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা, তোমার ঠাকুরের নাম কি? তিনি কেমন ধারা,—কোথায় থাকেন?"

যোগিনী। তাঁর নাম শ্রীহরি! তাঁর রূপের তুলনা নেই—তিনি অসীম সুন্দর, অনন্তরূপী, পরম দয়াময়, সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা আছেন।

আশা। আমার বাবাও এই হরিঠাকুরের কথা কত বলেন! আহা, তুমি ত বেশ! আমার ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে যেতে, কিন্তু আমার বাবা মা যে কাঁদবেন! তাঁদের জন্যে আমার মন কেমন কর্‌ছে। কিন্তু তুমি বড় ভাল, আমি তোমায় প্রণাম করি!

আশা যোগিনীর পদধূলী লইয়া ভক্তিভাবে মস্তকে দিল।

যোগিনী আশার স্বভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সাদরে তাহাকে বক্ষে গ্রহণ করিয়া প্রীতিভরে চুম্বন করিলেন। পরে প্রেমপূর্ণ বচনে কহিলেন, "বালিকা, তোমার পিতার নাম কি? তোমাদের বাড়ী কি এই খানেই?"

আশা বলিল, "হ্যাঁ, আমাদের এখানেই খুব কাছে বাড়ী; দিন হ'লে দেখা যেত। আমার বাবার নাম রামচন্দ্র রায়।"

"কি বল্‌লে রামচন্দ্র রায়?" যোগিনী যেন কোন দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তি যত্নে সংযত করিয়া কিঞ্চিৎ পরে পুনর্ব্বার কহিলেন "কি বল্‌লে, রামচন্দ্র রায়?"

আশা উত্তর করিল, "হ্যাঁ; আমার বাবা কত ভাল! তুমি আমাদের বাড়ী যাবে?"

যোগিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আরও ভাই বোন আছে?"

আশা বলিল, "না আমার ভাই বোন নেই; কিন্তু আমার অনেক দাদা দিদি আছে! শুনবে? করুণা দিদি আছে, বিনোদ দাদা, প্রকাশ দাদা,—আরও কত আছে। আমরা কত খেলি, ফুল তুলি, মালা গাঁথি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে? তোমায় কত ফুল তুলে মালা গেঁথে দেব। যাবে ত?"

যোগিনী একটু হাসিয়া আশার গ্রীবা ধরিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বিয়ে হয়েছে?"

আশা বলিল—"না, আমার বিয়ে হয়নি। আমি বিয়ে ক'রব না। তা হ'লে আমায় নিয়ে যাবে আমি কাঁদব।"

যোগিনী বলিলেন, "ঠিক বলেছ বড় কাঁদায়! বিয়ে ক'রনা। বল ক'র্‌বে না,—প্রতিজ্ঞা কর ক'র্‌বে না?" সহসা যোগিনীর সেই মধুর মমতাময়ী মূর্ত্তি ভয়-প্রদায়িনী শক্তিময়ী মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া উঠিল। স্নেহমাখা, কোমল অমিয় বচনের পরিবর্ত্তে কঠোর তেজোময়ী ভাষা নির্গত হইতে লাগিল। ননীর পুত্তলী আশালতার ক্ষুদ্র পুষ্পহস্ত আপন হস্ত মধ্যে লইয়া যোগিনী পুনর্ব্বার কহিলেন, "বল, প্রতিজ্ঞা কর বিয়ে ক'র্‌বে না?"

কড়্ কড়্ রবে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। বালিকা আশা সচকিতে বিদ্যুতালোকে দেখিল যোগিনীর আকর্ণবিস্ফারিত লোচনদ্বয় ঘুরিতেছে! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে, যে করুণাময়ী মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া বালিকা মুগ্ধ হইয়াছিল এখন আর তাহা নাই! এখনকার এ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া সরল-হৃদয়া বালিকা সচকিতে, ভয়বিহ্বল-প্রাণে, মৃদুবচনে কহিল "না, বিয়ে ক'রব না।" আবার গভীরনাদে, মেঘ ডাকিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে, হু হু

শব্দে ঝড় উঠিল। উন্নত বৃক্ষ সকল, মত্ত মাতঙ্গের মত, ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। গঙ্গাদেবী যেন প্রলয় কালে সকল গ্রাস করিতে, এক সঙ্গে, শত শত উত্তালতরঙ্গরূপ বিশাল বাহু বিস্তার করিলেন।

"ঐ দেখ, দেবতারাও আমার সঙ্গে এক বাক্যে, নিষেধ ক'র্‌ছেন।—বিয়ে ক'র না,—ক'রলে সর্ব্বনাশ হবে। হেসে খেলে হরিনাম নিয়ে মনের সুখে বেড়িও।"

যোগিনীর কথা শেষ হইতে না হইতে পূর্ব্বোক্ত বালকটী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আশার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বালকের সঙ্গে সঙ্গে, লণ্ঠনধারী ভৃত্য সহ স্বয়ং রামচন্দ্র রায় মহাশয়ও তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

"বাবা, এই এঁর সঙ্গে আমি এতক্ষণ কথা ব'লছিলেম।" এই বলিয়া আশা পার্শ্বস্থিতা যোগিনীকে দেখাইতে গিয়া দেখিল যোগিনী নাই! বালিকা আশার আপাদমস্তক সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। আশা পিতার অঙ্গে হেলিয়া পড়িল। পিতা মনে করিলেন, আশা অন্ধকারে কি দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। গোষ্ঠদাস সঙ্গে আসিয়াছিল, শীঘ্র আশাকে বক্ষে তুলিয়া অতি দ্রুত গৃহাভিমুখে ছুটিল। রায় মহাশয়ও গৃহাভিমুখে চলিলেন। বড় বড় ফোঁটায় ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নৌকায়।

নির্জ্জন নদীবক্ষ আন্দোলিত করিয়া একখানি ক্ষুদ্র তরণী, অসংখ্য বীচিমালা ভেদ করিয়া, স্রোতমুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। নৌকামধ্যে দুইটী রমণী; দুইজনই আমাদের পরিচিতা। একজন যোগিনী, অপরা তাঁহার সেই সঙ্গিনী। যোগিনী পদ্মাসনে উপবিষ্টা। তাঁহার আকর্ণ, ও স্থির নয়নদ্বয় পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের প্রতি স্থাপিত; আলুলায়িত লম্বিত জটাভার স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও বক্ষ আবৃত করিয়া চতুষ্পার্শ্বে পড়িয়া আছে এবং এক একবার মৃদু-বায়ু-হিল্লোলে ফণীর ন্যায় ফণা তুলিতেছে। নদীতীরস্থ বন হইতে একদল শৃগাল ভীষণ রবে ডাকিয়া উঠিল; পরক্ষণেই বৃক্ষ-শাখাস্থিত একদল কোকিল সুমধুর পঞ্চস্বরে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল; কঠিনে কোমল আবৃত হইল। বড়ই সুন্দর সময় সমুপস্থিত। তীরস্থিত সমুদয় শ্যামল বৃক্ষপত্র বায়ুভরে ঈষৎ কম্পিত হইয়া চন্দ্রকিরণে ঝিক্ ঝিক্ করত নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে; জ্যোৎস্নালোকে হীনপ্রভ হইয়া অসংখ্য তারকাপুঞ্জ ক্ষীণরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে; শ্বেত মেঘমালা স্তরে স্তরে দিক হইতে দিগন্তরে আকাশ-সাগরে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে; মাঝে মাঝে মেঘান্তরাল হইতে সুধাকর প্রমুক্ত হওয়ায় জ্যোৎস্নালোক সমধিক মধুর বোধ হইতেছে; দুইটী চকোর চন্দ্রমার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, প্রাণ ভরিয়া, চাঁদের সুধাপান করিয়া মাতোয়ারা হইতেছে। পৃথিবী গভীর নিস্তব্ধ; দুই একটা নিশাচর পক্ষী আহারান্বেষণে মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল।

যোগিনী এই ভাবে কতক্ষণ উপবিষ্টা জানি না। দেখিতে দেখিতে

যোগিনীর সেই উন্মীলিত নীলপদ্মসদৃশ নয়ন দুইটী হইতে অশ্রুধারা, আরক্তিম গণ্ড বাহিয়া উন্নতবক্ষ সিক্ত করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর যোগিনী আরাধ্য ইষ্টদেবের চরণতলে প্রণাম পূর্ব্বক ধীরে ধীরে মস্তক তুলিয়া পার্শ্বোপবিষ্টা রমণীর প্রতি দৃষ্টি করিলেন।

রমণী সময় বুঝিয়া ধীর কোমল বচনে বলিলেন, "মা, এক উদয় অস্ত ছেড়ে এখন যে ক্রমে উদয় অস্ত পুনরায় আরম্ভ ক'রলে! সেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বসেছ, আর এখন রজনী দ্বিতীয় প্রহর আগত। এখন উঠে হাতমুখ ধুয়ে কিছু মুখে দাও।"

এই বলিয়া জলপূর্ণ একটী পাত্র এবং সুস্বাদু ফল যোগিনীর সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

যোগিনী স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে রমণীর প্রতি চাহিয়া মমতাময় স্বরে কহিলেন, "আহা, মা আমার জন্য তুই কত কষ্টই পাচ্ছিস্। আমার জন্যে তোর কি হ'বে মা? চল্ তোকে শান্তিপুরে রেখে আসি। এখনও তোকে পেলে তাঁরা যত্নে রাখ্‌বেন।"

রমণী। প্রাণদায়িনি জননি, আমি তোমার চরণে কি অপরাধ কর'লেম? বার বার ঐ কথা? এখনও কি তোমার মন বুঝ্‌তে বাকি আছে? আমি যদি তোমার এইই আপদ বালাই হয়ে থাকি তবে এখনি এই গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিচ্ছি।

যোগিনী। এত অভিমান তোমার? তোমার কষ্ট দেখেই বার বার বলে থাকি। আহা, এই নবীন বয়সে, ছয় বৎসর অবধি এ অভাগিনীর সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর কত ক্লেশই পেলে। তা ক্লেশই যদি তোমার সুখ হয়, তবে থাক। বঙ্গদেশের নিকট চিরবিদায় হয়ে চলেছি, আর বাঙ্গালা দেশে আস্‌ব না।

রমণী একটু হাসিয়া কহিলেন,—"আবার পরীক্ষা হচ্ছে? বাঙ্গা-

নীতে,—বাঙ্গালা দেশে আর মমতা নেই। আমার আর কোন ইচ্ছা নেই। তোমার যা ইচ্ছা তাই-ই আমার বশে জানি।"

যোগিনী। তবে থাক, শ্রীহরি তোমার মঙ্গল করুন। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে। গুরুদেব জানেন, এই ছয় বৎসর পর্য্যন্ত যত কাজ দিয়েছেন, সকল কাজেই আমি তাঁর কৃপায় জয়যুক্ত হয়েছি; এখন তোমাদের কষ্ট উপস্থিত।

রমণী। আচ্ছা মা, তোমায় কতদিন জিজ্ঞাসা করেছি, বলনি; আজ তাঁর বিষয় ব'ল্‌তে হবে। তাঁর নাম কি,—কোথায় থাকেন,—দেশই বা কোথায়, কি ক'রে কত দিন তোমার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে,—আজ সব বল।

যোগিনী। সকল দেশই তাঁর দেশ। একস্থানে তিনি থাকেন না। সম্প্রতি গয়ায় আছেন, আমরা এখন সেইখানেই যাচ্ছি। সেখানে যেতে আমাদের আরও দুই দিন লাগবে। এই বার বৎসর হ'ল তাঁর শ্রীচরণ দর্শন পেয়েছি এবং তাঁরই অসীম দয়ায় অমূল্য ইষ্টমন্ত্র পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি। তাঁরই করুণানির্দ্দেশে সুপথে পদক্ষেপ কর্‌তে শিখেছি।

রমণী। আচ্ছা মা, সেদিন ঝড় বৃষ্টির ঘোর অন্ধকার রাত্রে, তুমি অমন দিশাহারার মত ছুটেছিলে কেন? আমি সেই রাত্রিতে কৃষকের বাড়ী কিছুক্ষণ থাক্‌বার জন্য ঠিক করে, তোমায় ডাক্‌তে এসে দেখি, যেখানে তুমি ছিলে সেখানে নেই। তার পরে কিছুদূর গিয়ে দেখি, তুমি জ্ঞানহারার ন্যায় অতি দ্রুত চলেছ। গঙ্গার এত নিকট দিয়ে যাচ্ছিলে, আমার বোধ হয়, আমি না ধ'র্‌লে তুমি তখনি পড়ে যেতে। তুমি সবেগে নৌকায় উঠ্‌লে আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে উঠলেম। সেই ভীষণ তুফানেই এই ক্ষুদ্র তরী ছেড়ে দিলে! তখনকার তোমার অবস্থা দেখে আমার চক্ষুস্থির হয়েছিল। তার পর সে রজনী তোমার কাছে

ভয়ে ভয়েই কাটিয়েছিলেম, কোন কথাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে সাহস পাইনি। আর একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেম বটে, কিন্তু তাতে তোমার মুখে ভাবের পরিবর্ত্তন দেখে, আর কিছুই ব'ল্‌তে ইচ্ছে হ'ল না, আর তুমিও সে কথার কোন উত্তর দিলে না!—আজ প্রসন্ন হ'য়ে সেই তামসী নিশার অভ্যন্তরে কি রহস্য নিহিত ছিল, প্রকাশ করে বল মা।

রমণীর প্রশ্নে যোগিনী শিহ্‌রিয়া উঠিলেন! দেখিতে দেখিতে যোগিনীর বদনমণ্ডলের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, নয়নদ্বয় যেন লক্ষভ্রষ্ট হইল! কিছুক্ষণ এই ভাবের পর যোগিনী স্থিরনয়নে আকাশ প্রতি চাহিয়া, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষাদময় স্বরে কহিলেন, "উঃ কি কর্‌লেম! বৃদ্ধ বৃদ্ধার শেষ আশালতাটুকুরও মূলচ্ছেদ কর্‌লেম! আমি কি জানি, গুরুদেব যা করাও তাই করি। দেব! তাঁদের কৃপা কর। আমি আর কি ব'ল্‌ব তাঁরা পুণ্যাত্মা অবশ্যই তাঁদের ভাল হবে। আমিত স্বেচ্ছায় কিছুই করিনি, তবে পরিতাপ। কিসের পরিতাপ? যা করেছি বেশ করেছি! যাকে পাব, তাকেই এই মন্ত্রের দীক্ষা দিব। আশালতা ছিন্ন করিনি, সযত্নে রোপণ করেছি।" যোগিনী দেবী নীরব হইলে রমণী আপন কৌতুকপূর্ণ মনোভাব গোপন রাখিয়া কহিলেন, "যে কথায় ব্যথা পাও,—থাক্‌ মা, সে কথা আর শুন্‌তে চাইনি। ঐ দেখ মধ্যাকাশের চন্দ্রমা পশ্চিমে গিয়েছে, এখন হাত মুখ ধুয়ে, কিছু মুখে দাও মা।"

যোগিনী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া কিছু ফলমূল আহার করিয়া প্রসন্ন বদনে কহিলেন, "মা, দাঁড় ধর, গুরু দর্শনের জন্য মন বড় ব্যাকুল হয়েছে, কতদিন তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করিনি।"

রমণী দ্বিরুক্তি না করিয়া যোগিনী দেবীর আদেশ পালন করিলেন। সেই গভীর সুন্দর রজনীতে দেবীদ্বয় নদীবক্ষ আন্দোলিত করিয়া, ক্ষুদ্র

তরণী ধীরে ধীরে, সুমন্দ পবন-ভরে, বাহিয়া চলিলেন;—এবং সেই মহানির্জ্জন প্রদেশ কাঁপাইয়া উভয়ে বিভোর-প্রাণে, মধুর বেহাগ তানে, মহিমাময় মহেশ্বরের জয়-গীতি আরম্ভ করিলেন।

জয় জয় শিব সুন্দর, নমো নাথ বিশ্বম্ভর।
হৃদি-চকোর, সুধাকর, গুণাতীত ত্রিগুণেশ্বর॥
কাল প্রবাহি পুরাতন
শোভা শান্তি সদন
লীলা বিহারী মনোরম দেবেন্দ্র হে॥
কৃপানাথ কর পার,
যাচি চরণ বার বার,
ত্বংহি দীন জন গতি আশ্রিত ভয় দুঃখহর॥

বায়ুর সহিত অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া ত্রিদিবালয়ে দেবতাদিগের স্তুতি গীতির সহিত বুঝিবা এ গীত মিশিয়া গেল!



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাতৃবক্ষে।

"কি হয়েছে মা কেন অমন ক'রে নিশ্বাস ফেল্‌ছ?"

আশার জননী কমলাদেবী পালঙ্কের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যায়, উপাধানে অঙ্গ ঈষৎ হেলাইয়া, নয়নের মণি, প্রাণাধিকা ননীর পুত্তলী, আশালতাকে আপন বক্ষে চাপিয়া আব্দার কহিলেন, "কি হয়েছে মা, কেন অমন ক'রে নিশ্বাস ফেল্‌ছ?"

আশা। মা বিয়েটা কি এতই মন্দ?—হাঁ, তাইত, তা না হ'লে কুমুদ অত কাঁদে কেন? সে কিছুতেই যাদের বিয়ে ক'রেছে, তাদের বাড়ী যেতে চায় না। ছিঃ বিয়ে বড় মন্দ!

কমলা। না মা বিয়ে মন্দ হবে কেন? বিয়ে সবারই হ'য়ে থাকে। মন্দ হ'লে কি তা হ'ত? কুমুদ এখন ছোট ব'লে তাই কাঁদে। বড় হ'লে আর কাঁদবে না। যাকে বিয়ে করেছে সেই বরকেই ভাল বাস্‌বে, সেই বরের বাড়ীই তখন তার বাড়ী হবে। এর পর সেখান থেকে আর আস্‌তেও চাইবে না।

আশা। না মা, বিয়ে বড় বিশ্রী। বিয়ে কি সবারই ক'র্‌তে হয়? না ক'র্‌লে কোন পাপ হয় না ত?

কমলা। হ্যাঁ, আমাদের বাঙ্গালীর মেয়ে সকলকেই বিয়ে ক'র্‌তে হয়। না ক'র্‌লে পাপ নেই বটে কিন্তু লোকে নিন্দা করে। বিয়েত লোকে সাধ ক'রে করে। বিয়েত মন্দ নয় মা। বিয়ে করা ত ভালই। তোমার কেমন সুন্দর বর আস্‌বে! কত ঘটা, কত আমোদ, কত নাচ গান, তামাসা হবে।

আশা। না মা—না, থাক্ আর ও কথা ব'ল না। আগে মনে ক'র্‌তেম, বিয়ে যদি ক'র্‌তেই হয়, তবে কোন ঘরের লোককে ক'র্‌ব, কিন্তু এখন সেই—আহা, কি সুন্দর সেই যোগিনী দেবী! মা, তিনি কি জানিনি! তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা—ওঃ সেই ভয়ানক প্রতিজ্ঞা!—প্রতিজ্ঞা করেছি বিয়ে কর্‌ব না!—বিয়ে নিশ্চয়ই মন্দ—খুব মন্দ! মা তুমিও প্রতিজ্ঞা কর কখনও আর বিয়ের কথা মুখে আন্‌বে না? চুপ করে রইলে কেন? তোমার পায়ে পড়ি বল না মা।

কমলা। ওমা, অত ব্যস্ত হচ্চ কেন? কে ব'ললে তোমায় বিয়ে করা মন্দ? বিয়ের মত সুখের বিষয়, আনন্দের ব্যাপার জগতে আর কি আছে? ওমা, আবার সেই ছাই 'যোগিনী' 'যোগিনী' কি ব'ল্‌ছ? মা তোর জন্যে আমি কি ক'রব? মা করুণা, বা'র বাড়ী থেকে তোর মেসোমশায়কে একবার ডেকে নিয়ে আয় ত।

করুণাবালা আশার পার্শ্বে বসিয়াছিল, গৃহিণীর আদেশে সত্বর বাহির বাটিতে রায় মহাশয়কে ডাকিতে গেল।

গৃহিণী কমলাদেবী ভীত-অন্তরে স্নেহের পুত্তলী আশালতাকে বক্ষে চাপিয়া, বার বার চুম্বন করিয়া, সস্নেহে কহিলেন, "এই তোমার করুণাদিদির কেমন পাশ করা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। দেখ কত আমোদ আহ্লাদ হবে। তোমার করুণাদিদি ত বিয়ে ক'র্‌বে না বলে না। বিয়ে সবাই করে। বিয়ে না ক'র্‌লে কি সংসার চলে? ও কি কথা পাগ্‌লী? আপনার ঘরের লোককে কি বিয়ে করে? পরকে বিয়ে ক'রে আপনার ক'র্‌তে হয়।"

"না মা, আমি কখনও বিয়ে ক'রব না; যোগিনী দেবীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি। সে ভয়ানক প্রতিজ্ঞা আমি কখনও ভুল্‌ব না।" আশা এই বলিয়া মাতৃবক্ষে অশ্রুসিক্ত মুখপঙ্ক

লুকাইল। ইতিমধ্যে করুণাবালার সঙ্গে রামচন্দ্র রায় মহাশয় আসিয়া কহিলেন,—"কি হয়েছে মা আশা? কাঁদ্‌ছ কেন?"

আশা মাতৃবক্ষ হইতে উঠিয়া, স্নেহময় পিতার কণ্ঠ বেষ্টন পূর্ব্বক ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল। জীবনানন্দদায়িনী আশালতার ক্রন্দনে রায় মহাশয় নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গৃহিণীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "কি হয়েছে, ব্যাপারটা কি?"

গৃহিণী চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "ঐ শোন আবার সেই যোগিনী যোগিনী কর্‌ছে! ব'ল্‌ছে 'ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করেছি বিয়ে ক'র্‌ব না?'—আরও কত কি ব'ল্‌ছে! আমি তখনি তোমায় কত বলে-ছিলেম যে অমন ক'রে যেখানে সেখানে বেড়াতে দিও না তুমি তখন ব'ল্লে 'ওর যা ইচ্ছে ও তাই করুক, যে কদিন ও আছে, ওর কোন কাজে আমি কখনও বাধা দিব না, তাতে কিছু ক্ষতি হ'বে না।' এখন দেখ কি সর্ব্বনাশ! যেখানে সেখানে বেড়াতে দিয়ে কোন ডাকিনী প্রেতিনীতে আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে!" কমলাদেবী কাঁদিতে লাগিলেন।

রায় মহাশয় আশার করুণ মুখখানি চুম্বন করিয়া কহিলেন, "আবার কেন মা যোগিনী যোগিনী ক'র্‌ছ? আমি ত তোমায় বলেছি, ও যোগিনী টোগিনী কিছু নয়! অন্ধকারে ঝড় বৃষ্টির সময় কোন গাছ পালা দেখে তুমি ভয় পেয়েছিলে। আর ও সব কোন কথা মনেও এন না।"

আশা মুখ তুলিয়া কহিল, "বাবা, তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কর না। আমি কখনও কিছু দেখে ভয় পাইনি। আমি সত্যি সত্যি বল্‌ছি আমি সেই যোগিনী দেবীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি বিয়ে ক'র্‌ব না। বাবা, বাবা, তুমি বল কখনও আমায় বিয়ে দেবে না!"

রায় মহাশয় সংসারসর্ব্বস্ব কাতর মুখখানির প্রতি আর চাহিতে পারিলেন না। তাঁহার ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর না দিয়াও আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি ক্ষুদ্র আশার কাছে মমতাময় কঠিন রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া সস্নেহে কহিলেন, "আচ্ছা, মা, তুই যেমন ছিলি তেমনি হ'। প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি তোর অনিচ্ছায় আমি কখনও তোর বিয়ে দিব না! এখন তুই স্থির হ'লি ত?"

রায় মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কমলাদেবীর প্রাণ চমকিয়া উঠিল; তিনি বিষম ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "ও মা, সেকি? ও কি প্রতিজ্ঞা? ঐ রকম ক'রেই তুমি সর্ব্বনাশ ক'রেছ! মেয়ে যা ব'লবে তাই ক'র্‌বে? এই অমন কার্ত্তিকের মত রূপে গুণে কুলে শীলে দুটো পাশ করা ছেলের সঙ্গে বিয়ের ঠিক ক'রে রেখেছি; আর ছ' মাস পরে এগার বছর পূর্ণ হলেই বিয়ে দিব! আর তুমি অমনি না বুঝে এক রত্তি মেয়ের কথায় একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেল্‌লে?"

রায় মহাশয় প্রাণোপমা কন্যার ক্ষুদ্র মুখখানির প্রফুল্লতা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া গৃহিণীকে কহিলেন, "যাকে নিয়ে তোমার সুখশান্তি সে যাতে সুখী হয় তাই কর। ও বেঁচে থাকলে আমরা বিয়ে না-ই দিলেম, ওর ইচ্ছে হ'লে, ও আপনিই বিয়ে ক'রবে। আমি এখন বাইরে যাই। ঐ সব ছেলে মেয়েরা আস্‌ছে, তুমি ওকে ওদের সঙ্গে খেলতে দাও।"

রায় মহাশয় গমনোদ্যত হইলে কমলাদেবী কহিলেন, "পুরুত ঠাকুরের কাছে একজন লোক পাঠিয়ে দাও। সমুদয় আয়োজন ঠিক হয়েছে, শিগ্গির এসে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করুন।"

"আচ্ছা, ডাকতে পাঠাই" এই বলিয়া রায় মহাশয় বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন।

কমলাদেবী সমাগত বালকবালিকাদিগকে কহিলেন, "দেথ্ বাছারা, তোরা আর বাড়ির বা'র হ'স্‌নে। বাড়ীতে বসেই খেলা করিস।"

আশা মাথা নাড়িয়া কহিল, "না মা, আমরা আজ বাগানে বনভোজন ক'র্‌ব। কাল সব ঠিক ক'রে রেখেছি।"

"তা হ'বে না। আবার বাগানে? না বাছারা, তোরা ওর কথা শুনিস্‌নি। আমি বিন্দীকে বল্‌ছি সব ঠিক ক'রে দিতে; তোরা বাড়ীতেই আপনারা আপনারা রেঁধে বনভোজন কর্।"

ছেলে মেয়েরা আশার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল, "আচ্ছা ভাই, তাই ভাল; বাগানে যদি আবার বৃষ্টি আসে?" আশা অনিচ্ছায় তাহাতেই স্বীকৃতা হইল।

কমলাদেবী কন্যার মঙ্গল কামনায় মঙ্গলচণ্ডীর পূজা দিতে, এবং স্বস্ত্যয়নাদি করাইতে চলিয়া গেলেন। কমলা দেবীর বিশ্বাস আশা কোনও উপদেবতা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে।

আশা কহিল, "ভাই, কে রাঁধবে? আমি রাঁধব।"

বিনোদ কহিল, "না ভাই, তোমার হাত পুড়ে যাবে। আমি রাঁধব।"

করুণা কহিল, "না ভাই, পুরুষ মানুষ কেন রাঁধবে? আমি রাঁধব।"

প্রমদা কহিল, "তা কেন ভাই, সবাই একটা একটা রাঁধব।"

সুরেন কহিল, "হ্যাঁ তাই ভাল, আমি খিচুড়ী রাঁধব।"

বিনোদ কহিল, "না তা হ'বে না; খিচুড়ী আমি রাঁধব,—তুমি পার্‌বে না।"

ইন্দুমতী কহিল, "আমি ভাই পটল ভাজব।"

বসুমতী কহিল, "আমি তবে—আমি তবে আলু ভাজ্‌ব।"

সুমতি কহিল, "আমি ভাই অম্বল রাঁধব।"

ইত্যাদি গোলমালে এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল তৎপরে গোলের অগ্রণী বিনোদ, "তোরা ভাই বড় দেরী করিস্" বলিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। পশ্চাতে সকলে দল বাঁধিয়া বনভোজন করিতে চলিয়া গেল।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাল্যক্রীড়া।

পট্টবস্ত্রপরিহিতা রায়গৃহিণী, কমলাদেবী আজ শুদ্ধচিত্তে, পবিত্র-প্রাণে সর্ব্বস্বধন কন্যা আশালতার কল্যাণ হেতু সারাদিন কতই পূজার্চ্চনা করিতেছেন। বাড়ীর সকলেই সানন্দে নানা কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত। তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, এই মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হইল। রায় মহাশয় স্বয়ং রূপার থালে তাম্বুল লইয়া নানালঙ্কারভূষিতা বারাণসীচেলিপরিহিতা প্রাণপ্রতিমা আদরিণী আশালতাকে সঙ্গে করিয়া সকলকে বিনয়-বচনে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। পরিতুষ্ট ব্রাহ্মণগণ, "মা তুমি চিরজীবিনী হ'য়ে সুখে থাক!" বলিয়া আনন্দ বদনে তাম্বুল গ্রহণ করিয়া রায় মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টি পূর্ব্বক কহিলেন, "বাবু বড় গুরুতর আহার হ'য়েছে।"

দলপতি গদাধর চৌধুরী কহিলেন, "বড়লোকদের সঙ্গেই আমার কারবার। যত ধনীলোক সব আমার কুটুম্ব। আমি অনেক স্থানে ঢের খেয়েছি; কিন্তু বল্‌তে কি এমন খাওয়াতে কেউ পার্‌বে না! এ শর্ম্মা না হ'লে কারই কিছু হয় না। সেদিন বেজার মায়ের শ্রাদ্ধে বেজা ছোঁড়াকে ভাল করেই দেখাতেম, জগির রান্না তার পানা পুকুরে ঢালিয়ে তবে ছাড়্‌তেম! তা শুধু এই রায় মহাশয়ের জন্যই পার্‌লেম না। উনি আগেই আঙ্গট কলার পাত পেতে খেতে বসে গেলেন!"

হারাধন বিদ্যানিধি কহিলেন, "আহা! ওঁর দয়ার শরীর; মানুষের বিপদ দেখ্‌তে পারেন না! তা ব্রজনাথের কি দোষ?"

"দয়া কি আমরা কর্‌তে জানি না মশায়? তবে কি জানেন, দাও নিয়ে তবে দয়া কর্‌তে হয়। দোষের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,

তবে শুনুন; দোষটা বড় ছোট খাট নয়! ওর পিস্‌তুত বোনের নন্দাইয়ের মেসো বেহ্মজ্ঞানী হ'য়েছে! একি সামান্য কথা ?"

কালীবিলাস তর্কবাগীশ টিকিসুদ্ধ মস্তক আন্দোলন করিয়া কহিলেন, "সামান্য কথা? আমার বাড়ীর পাশেই বেজ্ঞার বাড়ী; আমি কি না জানি? এই চার কুড়ী বছর বয়েস হ'ল আমার; আমার কাছে লুকোনর চেষ্টা? ছোঁড়া নাকি কালেজের পেঁপের আচার হ'য়েছে! সেখানে সব হিঁদুর ছেলেদের ইংরেজী পড়িয়ে খিষ্টান হ'বার কথা শেখায়! সামান্য আস্পদ্দার কথা ?"

বিনয় চক্রবর্ত্তী একটু হাসিয়া কহিলেন, "ঠাকুরদাদার দৌহিত্র বিজয় দাদাও না প্রফেসারী করেন ?"

তর্কবাগীশ ক্রোধোত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "বিজয় কি সাধে ঐ কাজে গেছে? সাহেবেরা কত খোসামোদ করে ঐ কাজ দিয়েছে। তা সেত আর কল্‌কেতায় ইস্কুলে পড়ায় না? সে হুগলীর ইস্কুলে পড়ায় তা জান? আর সে ছেলেদের শুধু সত্য-নারায়ণের পুঁথী আর গঙ্গার স্তব শেখায়! তার নামে কিছু বল্‌লে ভাল হ'বে না কিন্তু!"

গঙ্গাধর চৌধুরী কহিলেন, "ভাল হ'বে নাই ত! সে আমার ভাগ্নী-জামাই তা জান?"

বিষম কলহ বাধিবার উপক্রম দেখিয়া, রায় মহাশয় অন্য কথা তুলিয়া আসন্ন বিবাদ থামাইয়া দিলেন।

ভরত তর্কচুঞ্চু রায় মহাশয়কে কহিলেন, "বাবু, অনেক ধনী বড়লোক দেখেছি, কিন্তু আপনার মত এমনটি আর দেখিওনি শুনিওনি। বাবু আমাদের সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির!"

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই তর্কবাগীশ বলিয়া উঠিলেন, "তাই ত,

তাই ত, তা বটেই ত! যা বল্‌লে ভায়া! এমনটি আর দেখিওনি, শুনিওনি!—সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির!"

শিবপ্রসাদ ন্যায়রত্ন মহাশয় ধীর গম্ভীর-বচনে কহিলেন, "মহৎ লোকের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করা মহতের পরিচয় সন্দেহ নাই। যদিও রায় মহাশয়ের এরূপ কথায় লাভ বা ক্ষতি কিছুই হ'বার সম্ভব নাই, কিন্তু সাক্ষাতে এরূপ ভাবে প্রশংসা ক'র্‌লে তোষামোদ করার মত বোধ হয়!"

সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ প্রতিভাসম্পন্ন নিষ্ঠাবান হিন্দুচূড়ামণি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাক্যের কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। অন্তরে যাহাই হউক, সকলেই মস্তক অবনত করিলেন।

আশালতা একাগ্র মনে, ব্রাহ্মণদিগের হাবভাব ও বাক্যাবলী দেখিতে ও শুনিতেছিল। সুন্দরী আশাকে আজ আরও সুন্দরী দেখাইতেছে। তাহার ঘনকৃষ্ণকুঞ্চিতকুন্তলবেষ্টিত, চন্দনচর্চ্চিত সুবঙ্কিম ললাটদেশে হোমযজ্ঞের ফোঁটা বড়ই শোভা প্রকাশ করিয়াছে। রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ওষ্ঠে ও ঘনপল্লবযুক্ত আকর্ণ নেত্রদ্বয়ে যেন হাস্যানন্দ উথলিয়া পড়িতেছে। তর্কবাগীশ মহাশয় আশাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "মা, তোমার নাম কি?"

আশা অবনত-বদনে কহিল, "আমার নাম আশালতা।"

তর্কবাগীশ মহাশয় গম্ভীর-বদনে লম্বিত শিখা সমেত মস্তক আন্দোলন করিয়া কহিলেন, "কি ব'ল্‌লে মা? তোমার নাম অসম্ভবা? তা বেশ, বেশ, নামটিও দিব্যি!" আশা তাঁহার ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল।

পঞ্চানন বিদ্যানিধি কহিলেন, "আর দেখেছ হে, মেয়েটীও যেন জনক দুহিতা জানকী! পূর্ণলক্ষ্মীস্বরূপা।" তাঁহার কথায় সকলেই কহিয়া উঠিলেন "তাইত, তাইত!" গদাধর বিদ্যাবাগীশ কহিলেন "আহা কি

রূপ! রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী! রামের মত পতি লাভ হ'ক মা তোমার। বাবু শীঘ্র শীঘ্র উপযুক্ত পাত্রে কন্যার বিবাহ দিন, আমরা আমোদ আহ্লাদ করি।"

রায় মহাশয় কন্যার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি পূর্ব্বক ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন সকলি হবে।"

ব্রাহ্মণেরা ক্রমে ক্রমে অদ্যকার গুরুতর আহারের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে, মিষ্টান্ন-পূর্ণ উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া, অবশ-পদে, ধীরে ধীরে, প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বহির্ব্বাটীর বিস্তৃত উঠানে কাঙ্গালিগণ পাতা লইয়া বসিয়া গেল। হাস্যময়ী আশালতা পিতার হস্ত ধরিয়া আনন্দে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। কাঙ্গালিদিগকে ব্রাহ্মণগণ হইতে কিছুমাত্র অল্প দেওয়া কিম্বা অবজ্ঞা করা হইল না। বরং ইহাদিগের প্রার্থনা সযত্নে পূর্ণ করা হইতে লাগিল। সকলেই অত্যুৎকৃষ্ট লুচী, সন্দেশ, থাজা গজা, মিঠাই, খীর, দধি ইত্যাদি উদর পরিপূর্ণ করিয়া ভোজন করিল। আবার এক এক জন তিন দিনের আহার বাঁধিয়া লইল। তৎপরে রায় মহাশয়ের সম্মুখে নূতন বস্ত্রের স্তূপ আসিয়া পড়িল; একজন কর্ম্মচারী এক থালি দুয়ানি লইয়া উপস্থিত হইল। রায় মহাশয় আশালতাকে কহিলেন, "মা, এখন এদের এই সকল দাও।" আশালতারও দুঃখীদিগকে দান করিতে বড় আনন্দ। আশা সোৎসাহে বিতরণ করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ দিবার পর কাঙ্গালিদিগের উচ্চ কলরব ও ভীড় আর সহিতে পারিল না! ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিল।

"কেন মা, আর পারলে না?" এই বলিয়া রায় মহাশয় কন্যার প্রতি মমতাময় দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিলেন।

অনন্তর ভৃত্য ও কর্ম্মচারীগণ দীন, আতুর প্রভৃতিদিগকে দান করিয়া বিদায় করিল। সকলেই আশালতাকে প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, সন্তোষ-চিত্তে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যা আগত। আশালতা এতক্ষণের পর পিতাকে কহিল, "বাবা, এখন আমি যাব? আমার জন্যে সকলে বাগানে বসে আছে। ঐ দেখ, নলিনী আমায় ডাকতে এসেছে। বাবা, নলিনী কি সুন্দর মেয়ে—না? আচ্ছা বাবা, ওরা আমায় এত ভালবাসে কেন?"

প্রশ্ন করিয়া, উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া, আশালতা একসঙ্গে, অনেকগুলি কথা বলিয়া ফেলিল। রায় মহাশয় হাসিয়া, "পাগলীমা আমার, তোকে ভালবাস্‌বে নাত কাকে বাস্‌বে? যাও মা এখন তুমি" এই বলিয়া আপনিও বিশ্রামার্থ বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন।

বিদ্যুল্লতার ন্যায় আশালতাও নাচিতে নাচিতে, বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যানে, স্বচ্ছসলিলবিশিষ্ট রাজহংসশোভিত ঝিলের নিকট প্রস্তরমণ্ডিত বেদিকা উপরে,—যে স্থানে বালকবালিকাগণ নানাবিধ ফুলরাশি লইয়া, তাঁহার আগমন পথপানে চাহিয়া বসিয়াছিল, শীঘ্রগতিতে সে স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই সানন্দে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বিপিন কহিল, "বিনোদ দা, তোমার সেই গানটা গাও।"

বিনোদলাল গাহিল;—

"আয় আশা চলে আয় হেলিয়ে দুলে।
গেঁথে এনেছি বকুল বেলে।
এইনে চামেলি এনেছি তুলে।"

বিনোদের গীত শেষ হইলে, সকলে মিলিয়া গাহিল;—

"যতন ক'রে এনেছি মোরা
ভরিয়ে ডালা কুসুম তুলে।

আয় সখি, আয় পরিয়ে দি' আজ
মনোসাধে তোর কবরী মূলে।
ফুলরাণী ফুলের বালা
ফুলের মালা দিব তোর গলে;
চাঁদের গলায় তারার মালা
দেখ্‌ব মোরা হেসে খেলে।"

করুণাবালা এতক্ষণ কিয়দ্দূরে, আধ-ফুটন্ত গন্ধরাজগুলি বাছিয়া তুলিতেছিল; গান শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল এবং সাদরে আশার কোমল হাত খানি ধরিয়া, পূর্ব্বোক্ত গীত শেষ হইলে, হাসিভরা মুখে গাহিতে লাগিল;—

"আয়রে আনন্দরাণি, দেখি বিধু বয়ান খানি
ফুল্ল কুসুমের রাশি।
আয়রে আদরিণি মরি কিবা হাসি খানি
আঁখি কোণে উড়িতেছে ভাসি।
তুই মোদের অমূল্য ধন সাগর সেঁচা মানিক যেমন
হীরা মুকুতা রাশি রাশি।
কি দিব তোর তুলনা ত্রিজগতে মেলে না
তুই রে মোদের হৃদয়বাসি।"

করুণাবালার গীত শেষ হইলে সকলে মিলিয়া ফুলরাণী আশালতার ফুল-দেহ নানাবিধ ফুল সাজে সাজাইতে লাগিল।

আশালতা হাসিয়া কহিল, "বাঃ তোমরা ত আজ বড় সুন্দর ক'রে মালা গেঁথেচ! শুধু আমি প'র্‌ব কেন? তোমরাও পর। করুণা দিদি, তোমায় পরিয়ে দিই এস। বিনোদ দা, তুমি নীচু হও

তোমার গলায় এই যুঁয়ের গোড়ে পরিয়ে দিই। এত ফুল! আয় ভাই তোদের সকলকে ভাল করে ফুল পরিয়ে দিই।"

বিনোদলাল মস্তক নত করিল। আশালতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃণাল হাত দুখানি বাড়াইয়া বিনোদের গলায় সেই মনোহর পুষ্পহার দোলাইয়া দিল।

করুণাবালা, "আগে তোমায় পরিয়ে দিই, তার পর আমাদের দিও।" এই বলিয়া আশার সেই ঈষৎ স্থূল, কুসুমকোমল ক্ষুদ্র দেহখানি মনের মতন করিয়া, পুষ্পের অলঙ্কারে সাজাইতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। আজ পূর্ণিমা। নির্ম্মলাকাশে পূর্ণচন্দ্র আজ অনেক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। চাঁদ হাসিয়া হাসিয়া সোণার চাঁদগুলির অঙ্গে, জোৎস্না-সুধা ঢালিয়া দিতে লাগিল। সুশীতল মলয়পবন, পুষ্পগন্ধ বহন পূর্ব্বক, আনন্দোৎক্ষিপ্ত বালক বালিকাদিগের কোমল তনু আলিঙ্গন করিতে লাগিল। আজ বালক বালিকারা অনেকক্ষণ অবধি আনন্দোৎসব উপভোগ করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গৃহপ্রসঙ্গ।

এইবার রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের কথা কিছু বলি। জমিদার রামচন্দ্র রায় মহাশয় অতিশয় সুন্দর পুরুষ। তাঁহার অনতিকৃশ পূর্ণ গৌরবর্ণ বিশিষ্ট উন্নত দেহ। বিশালবক্ষ যজ্ঞসূত্র-শোভিত, বাহুদ্বয় আজানু-লম্বিত, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা সরল ও উন্নত, ঘনপল্লবযুক্ত নয়নদ্বয় আকর্ণবিস্ফারিত। বয়স পঞ্চান্ন ছাপান্ন হইবে;—কিন্তু তাঁহার অবয়বে কিছুমাত্র বার্দ্ধক্য প্রকাশ নাই। কেবল মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রুগুলি অধিকাংশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে; তাহাতে প্রশান্ত সুগম্ভীর মূর্ত্তিখানি শোভান্বিত হইয়া, আর্য্য মহর্ষিদিগের ন্যায় বোধ হয়।

তাঁহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আন্তরিক মাধুর্য্য অতীব অপূর্ব্ব। তিনি জ্ঞানের অগাধ সমুদ্রতীরে সর্ব্বক্ষণ তৃষ্ণার্ত্ত-অন্তরে দণ্ডায়মান; কিছুতেই যেন তাঁহার জ্ঞান পিপাসার পরিতৃপ্তি নাই। বহির্ব্বাটিস্থ একটী নির্জ্জন কক্ষে, দিবারাত্র নানাগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন সন্ন্যাসী এবং পণ্ডিত বেষ্টিত হইয়া, অনেক সময় তাঁহাকে নানাশাস্ত্র, নানাধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে দেখা যায়। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্যের আকর, প্রকৃতিশাস্ত্র-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, সেই তত্ত্ব অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া, পরম শান্তি এবং মহানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তিনি সময় পাইলেই নানা দেশ, ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়া থাকেন। যে স্থানে উন্মুক্ত বায়ু প্রবাহিত না হয়,— যেথানে ফুলফলবিশিষ্ট বৃক্ষরাজি না শোভা পায়,— যে স্থানে বিচিত্র মেঘমালাভূষিত অনন্ত বিস্তৃত আকাশ দৃষ্ট না হয়, —এমন স্থানে তিনি থাকিয়া কদাচ তৃপ্তি পান না। জানি না, তিনি

মহাকাশে কি দেখেন, শত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও অনেক সময় তাঁহার বিশাল নয়ন-যুগল ঐ আকাশ-সমুদ্রেই বিন্যস্ত থাকে।

আবার নির্জ্জন গভীর রজনীযোগে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া যোগ-মার্গাবলম্বনে,—বাহ্যিক সৌন্দর্য্য তত্ত্ব ভুলিয়া,—অতীব নিভৃত হৃদয়-কন্দরস্থিত সৌন্দর্য্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, মহাজ্যোতিতে লীন হন এবং মহাসমাধিস্থ হইয়া কতই শান্তি অনুভব করেন !

তিনি যৌবনের প্রারম্ভে দুই চারিখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকগুলিতে জ্ঞানময়ী প্রতিভা, এবং মনোহর কবিত্ব প্রকাশিত আছে। অনেক রসজ্ঞ পণ্ডিত, তাহা সমাদরে পাঠ করিয়া তৃপ্ত-অন্তরে অনেক প্রশংসা করিয়া আরও লিখিতে তাঁহাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অনেক দিন হইল, তিনি ঐ কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন। এখন স্বলিখিত সেই পুস্তকগুলি দেখিলে, তিনি আপন মনে হাসিয়া থাকেন। সেদিন তাঁহার কোন বন্ধু এ হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "এই সব কবিত্ব দেখ্‌লেই আমার হাসি পায় ! এই অনন্ত সৌন্দর্য্যময় জগতের মহাভাষা ক্ষুদ্র ভাষাদ্বারা প্রকাশ ক'রতে যাওয়া আমার কাছে হাস্যকর আমোদের ব্যাপার ব'লে বোধ হয়। যিনি এই রসময় অন্তর কি বহির্জ্জগতীয় প্রকৃতি সাগরে ডুবেছেন তাঁকেই এ সংসারে জ্বালারহিত সৌভাগ্যবান ব'লে মনে করি। মানুষের ক্ষুদ্র প্রাণভাণ্ডে অনন্তের আর কতটুকুই বা ধরে !—যা ধরে, তাহার কোটী অংশের এক অংশও মানুষ প্রকাশ ক'রতে পারে না। সুতরাং এই লিখিত অংশটুকু পাঠ ক'রে লোকের আর কতটুকুই বা তৃপ্তি জন্মাতে পারে। তাই মানুষকে এই ব্রহ্মাণ্ড পুস্তকের প্রকৃতি কার্য্য পাঠ ক'রতে দেখলে আমার বড়ই আনন্দ হয়।"

রামচন্দ্র রায় মহাশয়কে আর একটী রসময় ব্যাপারে অনেক সময় লিপ্ত দেখা যাইত।—সেটী গীত বাদ্য। তিনি সঙ্গীত বিদ্যাতেও অসাধারণ পণ্ডিত। প্রত্যহ সন্ধ্যার পরবর্ত্তী সময় তাঁহার সুসজ্জিত বিস্তৃত বৈঠকখানা গৃহে বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি বিবিধ গীত বাদ্যের সুস্বরলহরী চতুর্দ্দিক উল্লাসিত করিত।

যাহা জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা,—এই সকল হইতে মহত্তম সেই ধনে আমাদের রায় মহাশয় মহা ধনী। তাহা কি?—সাধন ভজন? জপ তপ? যোগ তপস্যা?—না, এ সকল নহে। এই যোগ তপস্যায় যাহা লাভ হয় সেই স্বভাব। ইনি দয়া, পুণ্য, উদারতা প্রভৃতি সুমিষ্ট গুণনিচয়ে বিভুষিত। মহাপ্রেমে যেন তাঁহার মহোচ্চ প্রাণটী সদাই নিমগ্ন। এক কথায় বলা যায় আমাদের সত্যনিষ্ঠ রায় মহাশয়কে যেন গুণসমষ্টি আশ্রয় করিয়া আছে। জানিনা, কত জন্মজন্মান্তরের মহা তপস্যার ফলে, দয়াময়ী জগজ্জননী মা অন্নপূর্ণার শ্রীহস্ত প্রদত্ত, এমন অমূল্য স্বভাবধনে তিনি ধনবান হইয়াছেন।

শিক্ষা, জ্ঞান ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি কোনরূপ আলোকে আলোকিত নহে। আঁধার পর্ণকুটীরে ঐ যে দীন দুঃখী বাস করে, তুমি ধনী ও জ্ঞানী—তাহাকে সামান্য একটী বাক্যদ্বারাও তৃপ্ত করিতে তোমার ঘৃণার উদয় হয়। কিন্তু তুমি মুর্খ, তুমি জাননা যে ঐ দুঃখী আপন নির্ম্মল প্রকৃতি আলোকে আলোকিত। ঐ কুটীরবাসী দীন ব্যক্তি যে অপূর্ব্ব স্বভাবালঙ্কারে শোভিত—অসীম ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন ধন আছে, যে তাহার বিনিময় করা যায়? এ বনপুষ্পের মর্য্যাদা শুধু সেই বনমালীই বুঝেন!

তাই বলি, আমাদের রায় মহাশয় শুধু পার্থীব ধনে ধনবান নহেন;

কিন্তু জগৎশ্রেষ্ঠ প্রকৃতি ধনে তিনি অতীব ঐশ্বর্য্যশালী। রায় মহাশয়ের প্রজারা ভক্তি শ্রদ্ধায় গদ্গদ হইয়া, এক বাক্যে বলিয়া থাকে, "আমরা রাম রাজত্বে বাস করি! হরিঠাকুর আমাদের প্রভুকে চিরজীবী করুন। আমরা বাচ্ছা কাচ্ছা নিয়ে সুখে কাল কাটাই।" প্রজারা শুধু বাক্যের দ্বারা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না; যাহার বাড়ীতে যে কোন উৎকৃষ্ট ফলটী ফুলটী উৎপন্ন হয়, তাহা আগে হৃষ্টচিত্তে পূজনীয় রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের সম্ভোগের জন্য প্রদান না করিয়া, স্থির থাকিতে পারে না। তিনিও প্রজাবর্গের জনকসদৃশ হইয়া, নিরন্তর কত প্রকার আপদ বিপদ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বাড়ীতে বিজ্ঞ চিকিৎসক ও উৎকৃষ্ট ঔষধাদি আছে, অধিকাংশই পাড়া প্রতিবাসী প্রজা প্রভৃতির ব্যবহারে ব্যয় হইয়া থাকে। আমরা জানি রায় মহাশয়ের শত্রু নাই। পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর সংসারে যদি এক জনের জঘন্য হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি, তাঁহার সুবুদ্ধিযুক্ত নয়ন সম্মুখে পড়ে, তিনি তাঁহার উদার বক্ষে, সেই ঘৃণিত কুৎসিৎ ব্যক্তিকে এমন ভাবে আলিঙ্গন করেন যে, সে ব্যক্তি মজাইতে গিয়া, চির জন্মের মত আপনি মজিয়া যায়। এই স্থানেই রায় মহাশয় "মিত্রতারূপ সুকোমল মাল্যে শত্রুতারূপ খর কৃপাণকে বন্ধন কর"—এই বাক্যের মূল অধিকতর দৃঢ় করিতেন।

এমন সদয় প্রভুকে কে ছাড়িবে? কার্য্যে অক্ষম পুরাতন ভৃত্য কর্ম্মচারীতে বাড়ী পূর্ণ। পেন্‌সন পাইয়াও তাহারা বাড়ী যাইতে ভাল বাসে না। সামান্য ভৃত্য হইতে, সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই আপন প্রাণ দিয়া প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে—"প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন হইল" মনে করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। যদি কোন ভৃত্য কর্ম্মচারী দুর্ব্বুদ্ধির প্ররোচনায় স্থির থাকিতে না পারিয়া কোন

প্রকার অবিশ্বাসের কার্য্য করে, রায় মহাশয় বহু ক্ষমার পর, উপযুক্ত প্রমাণ লইয়া, ন্যায় বিচারান্তে, দুঃখিত অন্তঃকরণে সেই দুর্ভাগাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। মহা অপরাধির, তাঁহার বিচারে এই দণ্ড। তিনি মন্দ লোককে সতত দয়া করেন; কিন্তু নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিতে কখনও ইচ্ছা করেন না। যাহার কার্য্যে সর্ব্বদা বিরক্তি উৎপাদন করে, এমন ব্যক্তি হইতে আপনি দূরে থাকিতে ভাল বাসেন। ঘৃণিতবৃত্তিধারী তোষামোদী মোসাহেবদিগকে কখনও তাঁহার ত্রিসীমায় দেখা যায় না। ন্যায়বান পুরুষ সর্ব্বদা ন্যায় কার্য্য দেখিতে ও শুনিতেই ভাল বাসেন। তাঁহার যে কর্ম্মচারী ন্যায় কথা কহে, ন্যায় কাজ করে, তিনি তাহাকে বহু সমাদরে পারিতোষিক দিয়া উৎসাহ প্রদান করেন।

কেহ কখনও দানের তালিকায় রায় মহাশয়ের নাম দেখেন নাই; কিন্তু আমরা জানি, পিতৃ মাতৃদায়, কন্যাদায় সৎকর্ম্মকল্পী, তীর্থ-যাত্রী, অনাথা বিধবা, বিপদগ্রস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তি,—ইত্যাদি বহুলোক তাঁহার দয়াময় উদার হস্তের নিকট প্রার্থী হইয়া দণ্ডায়িত থাকিত; কেহই বিমুখ হইত না।—সকলকেই হৃষ্ট চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিতে দেখা যাইত। ইহা ব্যতিত অন্ধ, খঞ্জ, অতিথি, ভিখারী প্রভৃতি প্রত্যহ অন্ন পাইত।

ধ্যানপরায়ণ, মহোন্নতহৃদয়, ক্রোধাদি দুর্জ্জয় রিপু কর্ত্তৃক সহজে আক্রান্ত হয় না। দুর্ব্বল কাপুরুষদিগের উপর ইঁহারা বড় বিরক্ত। মহাপুরুষ সর্ব্বদা অপরাজিত অক্ষত মনে আপন মহত্বে, আপনি ঐশ্বর্য্যবান, এবং পরম সুখী। রায় মহাশয়ের মহিমাময় দেবচরিত্র অতুলনীয়।

এইবার রায় গৃহিণী কমলাদেবীর কথা কিছু বলি। কমলাদেবীর

বয়স তেতাল্লিস, চুয়াল্লিস হইবে; কিন্তু, তাঁহার সুন্দর কমনীয় গঠনে তাঁহাকে বয়সাপেক্ষা দশ বৎসর অল্প দেখায়। তাঁহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এক কথায় বলা যায়—যাহার নাম পরমা সুন্দরী। প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁহার পূর্ণ গৌর-কান্তি দেহখানি ঈষৎ স্থূলতায় পরিণত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে বে মানান দেখায় না; বরং তাহাতে তাঁহার গৃহিণীপদের গাম্ভীর্য্য অধিক পরিমাণে প্রকাশ করিতেছে। শ্বশুর শ্বাশুড়ী সাধ করিয়া, 'ঘর উজলা' বউ আনিয়াছিলেন। বস্তুতঃ গৃহিণী ঘর উজ্জ্বলাই বটেন। তাঁহাকে বড় সংসারের কাজ কর্ম্মে ব্যাপৃতা দেখা যায় না। সংসারের কাজকর্ম্ম, গৃহিণীপনা, যা কিছু করিতে হয়, তাহা তাঁহার জয়কালী ও নবীনকালী ঠাকুরঝি প্রভৃতিরা করিয়া থাকেন। তবে অনেক সময় অতিথি, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, দীন, দুঃখী অনাথ ভিখারীকে দান করিতে দেখা যাইত। তদ্ব্যতীত মাঝে মাঝে স্বামী ও প্রাণোপমা কন্যা শ্রীমতী আশালতার কল্যাণের নিমিত্ত, বারব্রত, উপবাস, পূজা, অর্চ্চনায় ব্যাপৃতা দেখা যাইত; আর সময় পাইলেই, কন্যার প্রতি, সংসারের প্রতি, অমনোযোগের কারণ রায় মহাশয়কে অভিমান পূর্ণ দুই চারি কথা শুনাইতে শুনা যাইত। আহা! তাঁহার শোকদগ্ধ মমতাময় হৃদয়খানি সর্ব্বদাই স্বামী কন্যার অমঙ্গল চিন্তায় অভিভূত; অনিন্দ সরলতাময় মুখ খানি সদাই মলিন; আকর্ণ নয়ন-কোণে অশ্রুবিন্দু "কখন কি হয়, কখন কি হয়" এই ভয়ে সর্ব্বক্ষণ ত্রাসিত। তাঁহার ইচ্ছা, জীবন কন্যাকে সর্ব্বদা বক্ষে চাপিয়া রাখেন; কিন্তু চঞ্চলা মেয়ে থাকে না! রায় মহাশয়ের জন্যও তাহা পারিয়া উঠেন না। তিনি যন্ত্রণাদায়ক সংসার জ্বালায় বড় জ্বলিয়াছেন। এখন এক মাত্র নয়নের মণি, হৃদয়পিঞ্জরের শুকপাখী, আশালতাকে লইয়াই তাঁহার আশার ঘর কন্না।

রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহোদর সহোদরা, জনক জননী কেহই নাই। তিনি তাঁহার পিতা ৺নারায়ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। কিন্তু তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকা, দূর সম্পর্কীয়, খুড়া, জেঠা, মেসো, ভাই, ভগ্নি, পিসি, মাসী, প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কেন এমন হয়?

যত দিন আসে যায়, সংসার কার্য্য ক্ষেত্রে, কেবল কার্য্যই আসে যায়। মানব বুঝে না, জানে না, আপনাকে আপনি কর্ত্তা বুঝিয়া, 'আমি করিলাম,' 'আমি করিলাম না,'—ইত্যাদি ভাবিয়া অস্থির হয়। কিন্তু যিনি কর্ত্তা, তিনি যাহাকে দিয়া যাহা করাইবার তাহা অবশ্যই করাই-বেন। সেই নিয়ন্তার দাসত্ব স্বীকার করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ কর, সুকীর্ত্তি ও শান্তি পাইবে। আর 'আমি কর্ত্তা' বোধে কর, কর্ম্মকালে অশান্তি সাগরে ডুবিবে, অধঃপথে যাইবে।—ইহাই জ্ঞানীর উক্তি। তাই বলি খাটিয়াই যদি মর, তবে কর্ত্তার কাজ করিয়াই কেন মরনা!

এক বৎসর গত হইয়া গেল; এই এক বৎসরের মধ্যে রায় মহাশয়ের বাড়ীতে কত পূজা, অর্চ্চনা, আনন্দ উৎসব হইয়া গেল। আবার আদরিণী আশার জন্মোৎসবে, কত আমোদ-আহ্লাদ, দান বিতরণ হইয়া গেল।—আবার কত ঘটা করিয়া, শুভদিনে শুভক্ষণে, বিদ্বান, সুশ্রী সুপাত্রে সুশীলা শ্রীমতী করুণাবালার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

আজ গোষ্ঠদাসের সেই ক্ষুদ্র মেয়েটীর বিবাহ। গোষ্ঠদাসের বাড়ীখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছে। গোষ্ঠদাসের ভগিনী ও অনেক ইষ্ট, কুটুম্ব, প্রতিবেশী আসিয়াছে। হাস্য কৌতুক এবং "আন', 'নেও', 'দাও', 'খাও"—ইত্যাদি শব্দ কতই মঙ্গলোৎসব প্রকাশ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বেলা অবসান হইয়া

আসিল। লেপা পোঁছা পরিষ্কার উঠানে আলিপনা দেওয়া হইল; বরণডালা সাজান হইল; পতি সোহাগিনী দ্বারা 'হাই আমলা' বাটান হইল; তৎপরে বালিকা বসুমতীকে লইয়া কনে সাজাইতে বসিল। বসুমতী মাথাটী হেঁট করিয়া বসিল। সজ্জাকারিণী যুবতী বসুমতীর মাথা আঁচড়াইয়া, ছোট ছোট চুলগুলি টানিয়া, পরচুলাদি দ্বারা একটী খোঁপা বাঁধিয়া দিল; পরে গা মুছাইয়া, নধর গোল মুখখানিতে, কনে চন্দন পরাইয়া দিল। বসুমতীর মা একছড়ি কণ্ঠমালা, একখানি বাজু দুই ছড়ি নারিকেল ফুল, চারিগাছি মল, দুইটী ফুলঝুম্‌কা ও একছড়ি গোট আনিয়া দিল। অলঙ্কারগুলি যাহার যে স্থান তাহা নির্ব্বিবাদে অধিকার করিল। লাল চেলীর সাড়ী পরাইয়া, কাজলনাতা হাতে দিয়া, রমণীগণ কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। বসুমতী সানন্দ-চিত্তে, বালক বালিকা বেষ্টিতা হইয়া, সজ্জিত পুঁতুলের মত, সেই চিত্রিত পিঁড়ির উপর বসিয়া রহিল।

অনেকগুলি বালক বালিকা বেষ্টিতা হইয়া, আনন্দময়ী আশালতা ও করুণাবালা, গোষ্ঠদাসের উৎসবময় বাড়ীতে—যেখানে বসুমতী কনে সাজিয়া হাস্যমুখে বসিয়াছিল, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে প্রফুল্লমুখী আশালতা একমুখ হাসিয়া, "ও আমার সোনার বসি, আজ তোর বিয়ে হবে?" বলিয়া বসুমতীকে জড়াইয়া ধরিল বসুমতী আজ নূতন অলঙ্কার বস্ত্র পরিয়াছে, টিপ চন্দন পরিয়া সাজিয়াছে, পাছে সাজ সজ্জা নষ্ট হইয়া যায়, এই ভাবিয়া আজ আর আশার আলিঙ্গনে বড় সন্তুষ্ট হইল না;—ঈষৎ হাসিয়া আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া পড়িল। আশালতা, করুণা দিদির হাত হইতে, আপনাদিগের আনিত উপহারগুলি গ্রহণ করিয়া বসুমতীকে সাজাইতে লাগিল। বারানসী সাড়ী পরাইয়া তাহার সুগোল হাতে দুইগাছি স্বর্ণময় বালা পরাইয়া দিল।

পুষ্পসাজী হইতে নানাবিধ পুষ্প ও পুষ্পহার লইয়া, যেখানে যেটী দিলে মানায়—সঙ্গীয় বিপিনদাদা, বিনোদদাদা, কুমুদ, ইন্দুবালা ও করুণা-দিদির মত লইয়া সাজাইয়া দিল। তৎপরে বসুমতীর কচি মুখ খানিতে সাদরে একটী চুম্বন করিয়া, গোষ্ঠদাসকে বাহিরের ঘর হইতে ডাকিয়া আনিয়া হর্ষোৎফুল্ল বদনে কহিল, "দেখ গোষ্ঠদাদা তোমার মেনীকে আজ কেমন দেখাচ্ছে।"

গোষ্ঠ সস্নেহে বসুমতীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া হাসিয়া কহিল, "তাইত দিদি, আমার মেনী যে আজ বড় সেজেছে! এত গহনা, এ সুন্দর কাপড় কোথায় পেলি, মেনি?"

বসুমতী কহিল, "সোনামণি দিয়েছে!" (আশালতাকে গোষ্ঠদাস 'সোনামণি,' বলিয়া মাঝে মাঝে ডাকিয়া থাকে।)

আশা কহিল, "না গোষ্ঠদা, আমি মোটে আমার সেই ছেলে-বেলার ছোট বালা দু'গাছি দিয়েছি। আমি আমার ছোট সময়কার আরও গয়না দিতে চেয়েছিলুম; তা মা দিলেন না, শুধু এই দিলেন। বসি আমি তোকে আরও দেব।"

গোষ্ঠদাস প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে আশালতার প্রতি চাহিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "মেনীত তোমারই; বেঁচে থাক সোনার দিদি আমার, আবার মেনীকে কত দেবে!"

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল। "বর আস্‌ছে, বর আস্‌ছে" শব্দ উঠিল। গোষ্টদাস বর এবং বর সমভিব্যাহারী কুটুম্ব ও বরযাত্রী-দিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিতে বহিপ্র্াঙ্গণে চলিয়া গেল। বর আসিয়া যথা স্থানে বসিল; বালক বালিকারা বর দেখিতে ছুটিল। যুবতীরাও উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গোধূলি লগ্ন আসিল; বাড়ীর ভিতরকার উঠানে, শুভ্র আলিপনার মধ্যস্থানে,

বরকে দাঁড় করান হইল।—যথা নিয়মে বরণ করা হইল; বর মৃদু হাস্যে, হেট মুখে, দুই চারিটী কানমলা খাইল। রসিকা রমণী দিক হইতে হাস্য মিশ্রিত দুই চারিটী ঠাট্টা তামাসা ও শুনিয়া লইল। এক গলা ঘোমটা দিয়া, জড় সড় হইয়া, ঘরের দাওয়াতে সেই কাষ্টাসনে বসুমতী বসিয়াছিল। দুইজন পুরুষ পিঁড়িখানি ধরিয়া আনিয়া বরকে মাঝে রাখিয়া যথা নিয়মে, পিঁড়ি সমেত, বসুমতীকে সাত পাক ঘুরাইল। তৎপর বস্ত্রদ্বারা বর ও কন্যাকে আবৃত করিয়া, সকলের দৃষ্টি রহিত করত নাপিত যথানিয়মে গালি পাড়িল। পরে সেই বস্ত্রের মধ্য হইতে বসুমতীর ঘোমটা উঠাইয়া সকলে কহিল, "চাও, মা চাও— এই শুভদৃষ্টির সময় বরকে ভাল ক'রে দেখ্‌তে হয়!" বর বধূর দৃষ্টির আশায় অনেকক্ষণ তাহার কচি মুখখানির প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিল। বসুমতী আজ বউ হইয়াছে, তার আজ বড় লজ্জা! সে কিছুতেই আর বরের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। যাহা হউক যথা নিয়মে স্ত্রীআচার শেষ হইল।

বিবাহ সভায় বরকে লইয়া যাওয়া হইল। তৎপরে উপযুক্ত সময়ে কন্যাকেও লইয়া যাওয়া হইল। পুরোহিত মন্ত্র পড়াইল; গোষ্ঠদাস কন্যা সম্প্রদান করিল। যথাশাস্ত্র বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। গোষ্ঠদাস কন্যার পণ লয় নাই; কন্যাকে দানে বিবাহ দিয়া গৌরী দানের ফল প্রাপ্ত হইল।

আশালতা, করুণাবালা প্রভৃতি বিবাহ দেখিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে, আশা ক্ষুব্ধ-চিত্তে, ক্ষুন্ন-স্বরে করুণাবালাকে কহিল, "ও কি রকম বর দিদি?"

করুণা হাসিয়া বলিল, "ওদের ঐ রকমই বর। আমি যদুদাসের মেয়ে বিনোদিনীর বিয়ে দেখেছি সেও ঐ ধরণের বর।"

অনেকেই কহিল, "আহা, মেয়েটি দিব্বি; কিন্তু মেয়ের বুগ্যি বর হয় নি। বরের বয়স কিছু বেশী ও রং কালো।"

বসুমতীর কিন্তু সে জন্য কিছুই বাধে নাই। তাহার বিবাহে যাহা আনন্দ, তাহা খুবই হইয়াছে। তাহাদের বাড়ীতে কত লোক খাইতেছে, সে রাঙ্গা রাঙ্গা কত নূতন গহনা পরিয়াছে, সোণার ফুল দেওয়া নূতন চক্‌চকে সাড়ী পরিয়াছে, ঘোমটা দিয়া বউ হইয়াছে। কত নূতন পুরাতন লোক আসিয়াছে; কত আমোদ আহ্লাদ হইতেছে; আবার সেই আমোদ আহ্লাদের কারণ আর কেহই নয়;—সে আর তার বর। আর চাই কি? বিয়ে আর কার নাম? বিবাহে ইহার অধিক আর কি সুখ আছে? ইহা হইতে বিবাহের অর্থ ত আর বালিকার কল্পনায় কোন দিনও কিছু আসে নাই। বালিকার মনে কোন দুঃখ ক্লেশ নাই; সে আপনমনে আপনি মহা প্রফুল্লিত ও সুখী।

খাওয়া দাওয়া, বরকে লইয়া বাসর জাগা,—ইত্যাদিতে বিবাহ রজনী কাটিয়া গেল। প্রভাত হইল; দেখিতে দেখিতে নানা কাজে বেলা আটটা বাজিয়া গেল। শীর্ণকায় অশ্বদ্বয়সংযুক্ত, স্খলিতপ্রায় একখানি শকট গোষ্ঠদাসের বাড়ীর সম্মুখে, মেটে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। অশ্বদ্বয় গোষ্ঠদাসের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া, ধারাবাহি নেত্রে, বঙ্কিম ঠামে চাহিতে লাগিল। গাড়োয়ান, "শীগ্গির এস, শীগ্গির এস,! আমার অনেক ভাড়াটে এসে ফিরে গেছে। আমার তেজী ঘোড়া দাঁড়াবে না, শীগ্গির এস!" বলিয়া ডাকিল।

আজ বসুমতীকে তাহার বর লইয়া যাইবে। সে আজ শ্বশুর বাড়ী যাইবে শুনিয়া অবধি প্রাতঃকাল হইতে বড়ই কাঁদিতেছে! মায়ের কথা, বাপের কথা, সোনামণির (আশার) কথা, সুখী বেরালের কথা, মুঙ্গলি গাইয়ের কথা, ভুলো কুকুরের কথা, সমবয়স্কা খেলার সাথীদের

কথা, খেলা ঘরের কথা,—প্রভৃতি তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটুকুর মধ্যে, এই অল্পসময়ের ভিতরে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে বিচ্ছেদ বিধুরা করিল। এক এক বিষয় আসিয়া তাহার মনের মধ্যে উদয় হয়, আর অবিশ্রান্ত অশ্রুধারায় তাহার গাল দুটী বহিয়া, সরল বক্ষ ভাসাইয়া দেয়। তাহার বিবাহের সাধ আহ্লাদ ফুরাইয়া গেল; তখন বিবাহের উপর, বরের উপর রাগ হইল!

ক্রমে বসুমতীর শ্বশুর বাড়ী যাইবার আয়োজন শেষ হইল। বসুমতীর মাতা হরিমতি এখন কাঁদিতে বসিল; বসুমতীর পিসি কাঁদিল; আরও অনেকের চক্ষে জল দেখা দিল। বসুমতী শ্বশুর বাড়ী যাইবে শুনিয়া মমতাময়ী আশালতা সত্বর গোষ্ঠদাসের বাড়ী আসিয়া, বসুমতীকে জড়াইয়া ধরিল; এবং বসুমতীর চক্ষে জলধারা দেখিয়া গোষ্ঠ-দাসকে বিষাদিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "গোষ্ঠদা বসি কাঁদ্‌ছে কেন?"

গোষ্ঠ বলিল "ও বরের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে ব'লে কাঁদ্‌ছে দিদি। কান্না কিরে বসি? চুপ কর্! তোর নবীনদাদা তোর সঙ্গে যাবে। আর মোটে তিন চারিদিন থাক্‌বি বই ত নয়, তার জন্যে কান্না কি? নাও নাও, তোমরা আর দেরী ক'র না; ওকে গাড়ীতে তুলে দাও। অনেক বেলা হ'ল।"

আত্মীয় স্বজন হইতে, স্নেহময় পিতৃমাতৃবক্ষ হইতে, এই চারি দিনের জন্য বিদায়ে, যেন চিরবিদায় হইতেছে, এই ভাবিয়া বসুমতী আরও প্রবল বেগে কাঁদিয়া উঠিল।

বর আগেই গিয়া গাড়ীতে বসিয়াছিল। এখন বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা, রোরুদ্যমানা বসুমতীকে গোষ্ঠদাস গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে গেল; সঙ্গে সঙ্গে রমণীগণ ও বালক বালিকার দল, শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে,

গাড়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বসুমতীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইল; সে বরের পাশে বসিয়া, কচিমুখখানি ঘোমটায় আবৃত করিয়া, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিল। গাড়ীর দড়ী বাঁধা চাকা নড়িল; ক্রমে কোচমান অবিরত মুখে শব্দ করিতে করিতে, লাগাম টানিতে টানিতে, "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" চাবুক মারিতে মারিতে, অশ্বদ্বয়কে অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে, গাড়ীখানি চালাইয়া চলিল। গাড়ী নয়নের বহির্ভূত হইল; রমণীগণ চক্ষু মুছিয়া বাড়ী আসিল। হরিমতির আর কান্না থামে না। সে বাড়ী আসিয়া বড়ই কাঁদিতে লাগিল।

আশা বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিল, "একি হ'ল; কেন এমন হয়?"



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরের হওয়া।

আশা ম্লানমুখে দেখিল, বসুমতী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেল। আশার বড় কান্না আসিল। আশা আর কোথাও না গিয়া পিতার নির্জ্জন কক্ষে—যেখানে তিনি নিমগ্ন চিত্তে, স্বর্ণবর্ণ তপন কিরণচ্ছটা বিভূষিত, অনন্ত নীলাকাশ প্রতি আকর্ণ নেত্রদ্বয় স্থাপন পূর্ব্বক, কে জানে কোন গভীর তত্ত্বালোচনায় নিমগ্ন, সেই স্থানে গিয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া গভীর ধ্যান ভঙ্গ করিল। আশা কান্না পাইলেই পিতার কাছে যায়। আশার কথা, আশার ভাব, আশার ভাষা, আশার পিতাঠাকুর ছাড়া কেহ বুঝেন না! তাই আশা হর্ষ বিষাদের সময় তাঁহার কাছে না গিয়া তৃপ্ত হয় না।

রামচন্দ্র রায় মহাশয় প্রাণের আশাকে বক্ষে জড়াইয়া আদরে চুম্বন করিলেন। পরে কহিলেন, "কি মা? আজ তোমার চোখের কোণে জল কেন?—মুখ খানি মলিন কেন? কি হয়েছে মা?"

আশা কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, "বাবা, কাল বসুমতীর বিয়ে হ'য়েছে, আজ তাকে তার শ্বশুর বাড়ী নিয়ে গেছে; সে কত কাঁদ্‌তে লাগল। তা কাঁদ্‌বেনা বাবা? কোন দিন চেনেনা—পর মানুষের সঙ্গে সে কেন যাবে? আহা, তার কান্না দেখে, আমার বড় কষ্ট হয়েছে; আর গোষ্ঠদাদার উপরও বড় রাগ হ'য়েছে।—সে এই না বসিকে বড় ভালবাসে? তবে কেমন ক'রে, বসি যেতে চায় না—তবু একজন পরের সঙ্গে ওকে যেতে দিলে? আমি আর গোষ্ঠদাবু সঙ্গে

কথা ক’ব না। আর যতদিন বসি না আসে, ততদিন ওদের বাড়ী যাব না!”

রায় মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া কন্যাকে কহিলেন, “ওঃ, এই জন্য তোমার কষ্ট? তা হ’তে পারে! কিন্তু, যার সঙ্গে বিয়ে হয় সে কি মা পর? সেই পরকে দিয়েই ত সব আপনার জিনিষ পাওয়া যায়। এখন ঐ ‘পরের’ মতন আপনার আর এজগতে কেউ নেই! ঐ ‘পরের’ মধ্যে, আপনার সকল বস্তু, ঈশ্বর সুন্দররূপে বিধিমতে সাজিয়ে রেখেছেন। ঐ ‘পর’ নিয়েই ধর্ম্ম কর্ম্ম, ঐ ‘পর’ নিয়েই সংসার। যে সীতা, সাবিত্রী, সতী সাধ্বীদের কথা তুমি পড়েছ,—শ্রীরাম, সত্যবান প্রভৃতির দ্বারাইত তাঁদের এত গৌরব। তাঁরাই ঐ সাধ্বীদিগের অক্ষয় স্বর্গ লাভের একমাত্র কারণ। বিয়ে হ’লে আর পর ভাব্‌তে নেই। বিবাহ কি শোন; মঙ্গলময় পরমেশ্বর চিরদিনের জন্য পুরুষ প্রকৃতি দুটী আত্মা, অতি শক্ত ক’রে মধুর বন্ধনে, বেঁধে দেন। এই দুই আত্মা মিলিত হ’য়ে সংসারে শোভা শান্তি বিধান করে। দেখ, একটা গাছ শুকিয়ে গেলেও তার সঙ্গে জড়িত লতা জীবন দেয় তবু ছাড়ে না। বিবাহও তেমনি জেন। এ পরমেশ্বরের বন্ধন কি না, তাই এত শক্ত! চির জীবনে এর ছাড়াছাড়ি নেই। এখন তুমি বসিকে কাঁদতে দেখলে, কিন্তু, পরে দেখবে ঐ বসি এক দিনও ঐ ‘পরকে’ ছেড়ে থাকতে চাইবে না। তার প্রাণ সর্ব্বদাই ঐ ‘পরের’ সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। এখন বুঝলে মা? ও বসির ‘পর’ নয়—চিরকালের আপনার।”

“বাবা, ‘পর’ যদি এত আপনার, তবে পর কেন এত কষ্ট দেয়? ‘আপনার’ সঙ্গে আপনার এত ঝগড়া বিবাদ কেন? এ কি রকম?” আশা চিন্তাযুক্ত বদনে প্রশ্নোত্তরের আশায় পিতার প্রশান্ত মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

রায় মহাশয়ের গম্ভীর মুখমণ্ডল, ক্ষুদ্র বালিকার প্রশ্নে গম্ভীরতর ভাব ধারণ করিল! তাঁহার জ্ঞানসমুদ্র যেন আলোড়িত হইল। তিনি সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বালিকার চিন্তাযুক্ত ইন্দুমুখ প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "ঐ ত সংসারের ব্যাপার মা! তবে শোন, 'পর'কে আপনার ভাব্‌তে ভাব্‌তে, যদি 'আমি' বলে যে একটা বস্তু আছে, তাকে ঐ 'পরের' কাছে হারিয়ে ফেলা না যায় তা হলেই গোল। 'আমি'—'তুমি' এ দুয়ের স্থান বুঝি এ সংসারে নেই। আমাকে বজায় রেখে 'পরকে আমার' করা যায় না। 'আমি' শব্দ যতদিন পরের মধ্যে লীন না হবে, ততদিন বিবাদ বিসম্বাদ অবশ্য হবে। 'আমি' 'পর' না হ'লে বুঝিবা মানবের পরিত্রাণ নেই। ঐ 'পর আমি'—'আমি পর' এর ভিতরেই বুঝি মানবের মুক্তি নিহিত র'য়েছে! এই-ই ইহজগতের কৌতুকময় রহস্য।"

"আচ্ছা বাবা, তবে কি পরকে বিয়ে না ক'রলে আর মানুষের মুক্তি হবে না? মানুষ বিয়ে না ক'রলে পরমেশ্বরকে পায় না?" আশালতা প্রশ্ন করিয়া ম্লান-মুখে, ত্রাসিত-নয়নে পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

রায় মহাশয় গাম্ভীর্য্যময় বচনে কহিলেন, "হ্যাঁ মা, বিবাহ না ক'রলে মুক্তি নাই! আপনাকে পর না ক'রলে পরিত্রাণ নাই। সম্পর্কশূন্য 'পরের' উপর কোন কামনা থাকে না; নিষ্কামী না হলে মুক্তি হয় না। আপনি 'পর' না হলেও নিষ্কামী হওয়া যায় না। সমুদয় কার্য্য দ্বারা আপনাকে 'পর' কর্‌তে হবে! 'আমি' মুছে গিয়ে যখন 'তুমি' বস্‌বে, তখন বন্ধন মুক্ত ও মুক্তি।"

আশা বলিল, "আচ্ছা বাবা, এই যে আমি তোমার মেয়ে, আরও তোমার কত পরমাত্মীয় আছে—এ সবাইকে কি তুমি পর ভাব?

এ সব আপনার লোককে পর ভাব্তে গেলে যেন বড় কষ্ট হয়।"

রায় মহাশয় বলিলেন, "না মা; আমি তোমাদের 'পর' ভাবতে পারি না—কিন্তু সাধু সজ্জনেরা ভাবেন। আপনার কে মা জগতে? জগজ্জননী জগদীশ্বরী, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে, কতকগুলি কার্য্যভার মানবের মাথায় দিয়ে জগতে পাঠিয়েছেন। যার উপর যে কাজগুলি সমর্পিত আছে, সেই কাজ যিনি যে পরিমাণে সম্পন্ন ক'র্তে পারবেন, তিনি সেই পরিমাণে মুক্তিপথে অগ্রসর হবেন। ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছায়, জীব নিয়ত পৃথিবীতে আসচে যাচ্চে—কিন্তু কেহই চিরস্থায়ী নয়! মোহাচ্ছাদিত হ'য়ে, "আমার প্রিয়জনের বিচ্ছেদ হ'ল"—এই ভেবে, জীব অন্যের বস্তুকে 'আমার আমার' ভাববার অপরাধে ক্লেশ পায়। কিন্তু এ ক্লেশের হেতু আপনি। যাকে সর্ব্বস্ব ভাবা যায়, সেই জীবন সর্ব্বস্ব প্রাণে দারুণ আঘাত ক'রে চ'লে যায়;—'আমার' ব'লে কেউ ধ'রে রাখতে পারে না। বিধির বিধানে, কর্ম্মের ভোগ এড়ান কারও সাধ্য নাই। এই দেখ, আমার নয় যে বস্তু তাকে আমার ভাবায় তার বিচ্ছেদজনিত ঐ অসহ্য ভোগ। মানুষ নিয়তই ঐ রূপ আপন কর্ম্মফল ভোগ ক'রে থাকে। 'আমি' কর্ত্তাকে বিনাশ ক'রে যে ভাগ্যবান্—'মা জননী আমার কিছু নেই; আমি তোমার। তোমারই প্রদত্ত সকল নিয়ে ভোগ করি। তোমার ইচ্ছা আমার ক্ষুদ্র জীবনে পূর্ণ হ'ক,—এইরূপে যে পরিমাণে সেই জগতে পালয়িত্রী পরমেশ্বরীর হ'তে পার্বে, দয়াময়ী সেই পরিমাণে তাঁর নিজের হ'য়ে প্রকাশ পাবেন। আবার সেই ভাগ্যবান মানব অচিরাৎ জগতের সকলের হবে! তখন 'আমি' 'আমার' আর থাকবে না; সকলি 'তুমিতে' লীন হবে। সেই 'তুমিতে' লীন টুকু যে 'আমি,'—সেই নিষ্কামী 'আমি' তখন

'তোমার' অধীন হ'য়ে আত্মপ্রসাদরূপ স্বর্গের সম্পদে পরম সুখী হবেন।"

আশা অশ্রুপ্লুত-লোচনে কাতর কণ্ঠে কহিল, "বাবা, তবে বিয়ে না হ'লে উপায় নেই? কিন্তু কৈ বাবা, যোগিনীদের ত কোন 'পর' স্বামী নেই!"

রায় মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ মা আছে বই কি; কোন কোন যোগী কি যোগিনীরা বিশ্বপতি-সৃজিত নর নারীর সহিত স্ত্রী কিম্বা স্বামী রূপে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে সেবা করেন। আবার কেউ বা পরমেশ্বরকে স্বামী রূপে বরণ ক'রে—দেবদুর্লভ পরমারাধ্য শ্রীহরির শ্রীচরণ সেবা ক'রে কৃতার্থ হন। তুমি যে অর্থে 'আপন পর' বুঝ্‌ছ, আমার কথার অর্থ তা নয় মা। অর্থাৎ আমি যাঁর এ সমুদয় তাঁর,—সেই জগতপতি পরমেশ্বরের সকল। এই যথার্থ কথা অন্তরে ভাব্‌তে পার্‌লে সংসারে কষ্ট কিছুই থাকে না; বরং 'আমার আমার' ভাবা অপেক্ষা অপার শান্তি লাভ করা যায়। আত্মপর ভেদ জ্ঞান যতদিন থাকবে, সে পর্য্যন্ত মানুষের যথার্থ যে সুখ, তা লাভ করা অসম্ভব। আরও শোন, মানুষ যে পরিমাণে মায়া মুক্ত হবে, সেই পরিমাণে অপূর্ব্ব দয়ারত্ন লাভ ক'র্‌বে। দয়াতেই বিশুদ্ধ প্রেমের আবির্ভাব, প্রেমেতেই নির্ম্মলানন্দ এবং তৃপ্তিময় পূর্ণ শান্তি! তোমার ভয় কি মা? জগতপতিকে পতি ক'রে রাজরাজেশ্বরী রূপে, জন্মজন্মান্তরে, চিরদিন সংসার সন্তাপীকে প্রেম বিতরণ ক'রে সুখী হও।"

পাঠক হয়ত ভাবিবেন রায় মহাশয় কি বৃদ্ধাবস্থায় বায়ুরোগগ্রস্ত হইলেন নাকি? নতুবা এতক্ষণ অবধি একাদশ বর্ষীয়া বালিকার সঙ্গে এত তত্ত্ব কথা কেন? কিন্তু রায় মহাশয় ভাবেন, "আশা আমার সব কথা বোঝে।" আশা জানে "বাবা ছাড়া আমার কথা কেউ বোঝে না,

আমায় বোঝাতেও পারে না! পৃথিবীতে বাবার মতন কেউ নেই!"

লক্ষ্মী ঝি আসিয়া কহিল, "দিদিমুনি, মা আপনাকে নাইতে খেতে ডাকচন্—তুমি শীগ্গির এস। বেলা হইচন।"

রায় মহাশয় ও কহিলেন, "চল মা, আমার স্নান আহ্নিকের সময় হয়েছে—বাড়ীর ভিতর যাওয়া যাক্।"

অনন্তর আশার ক্ষুদ্র হাত খানি আপনার প্রশস্ত হস্ত মধ্যে লইয়া, রায় মহাশয় ভিতর বাড়ী গমন করিলেন।



নবম পরিচ্ছেদ।

মহাসভা।

গ্রীষ্মকাল; বেলা অবসান হইয়াছে। সুস্নিগ্ধ সমীরণ সারাদিন উত্তাপ অতীত করিয়া, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া, মধুর সন্ধ্যার আগমন বার্ত্তা জগতে প্রকাশ করিতেছে। সূর্য্যদেব বিদায় কালে বৃক্ষাদি উচ্চ পদার্থকে সম্ভাষণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে, ক্রমে অসীম নীলাকাশে ডুবিয়া যাইতেছেন।

যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বালিকা, সকলে কলসী কক্ষে, গামছা কাঁধে, দলে দলে, রায় মহাশয়ের বাগানের সুবৃহৎ পুষ্করিণীতে, গাত্র ধৌত করিতে, এবং জল লইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘাটের বিস্তৃত চাতালে, মহাসভার অধিবেশন হইল। এ সভার কাছে বিলাতের পার্লিয়ামেন্ট বুঝি হার মানিয়া যায়। ছেলে পিলের অসুখের কথা, কাহার গৃহে কি রন্ধন হইয়াছে, মিত্রদের বৌর খোকা হইয়াছে, হরিদাসের বৌর পাঁচ লক্ষ টাকার নূতন চুড়ি হইয়াছে, দত্তদের মাতাল ছেলে নূতন বৌর গহনা পত্র সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া, পলাইয়াছে; মুখুয্যেদের হরধন, বৌর সঙ্গে এক যোগ হইয়া, তার মাকে একাদশীর পরদিন বেধুম মারিয়াছে;—"আহা, একে মাগী রোগে মরে, তার উপর এই উপোসের পরদিনে এই মার! মাগী শেষে ঘেন্নায় বোসেদের আম বাগানে গলায় দড়ী দিতে গিয়েছিল! ভাগ্গীস্ শ্যামার মা দেখতে পেয়েছিল কত বুঝিয়ে, তবে তার বাড়ী নিয়ে গেল!"—ইত্যাদি বিষয় কমিটীতে আলোচনা হইতে লাগিল।

রামীর মা সুর টানিয়া কহিল, "ও কথা আর ব'ল না বোন্; দেখ্লে

দেখে অবাক্! বাঁড়ুয্যেদের গিন্নী কি বজ্জাত; আহা, দশ বছরের বউটাকে কি মারটাই মারে! অমন সুন্দর টেঁপা টোঁপা বউটাকে মেরে মেরে সর্ব্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে! হাতা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দেয়; কিছুতে বাপের বাড়ী যেতে দেয় না। সব গয়না পত্র কেড়ে নিয়ে কালো নেকড়া পরিয়ে রাখে। আহা, মেয়েটা আর বাঁচবে না, মাগী কি বৌ কাঁট্‌কি। ঐ বৌর হাতে যখন পড়্‌বেন তখন টের পাবেন!"

সারদা ঠাকরুণ কহিল "ওলো ক্ষেন্তি, আর শুনেছিস্ পাড়ার ধন বাঁড়ুয্যের মেয়ে হিমি নাকি বেরিয়ে গিয়েছে! মাগো কি ঘেন্না!"

ক্ষেন্তি মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "তা যাবেনা? ধন বাঁড়ুয্যের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। ষোল বছরের মেয়েকে বিশটা বে করা একটা সত্তর বছুরে বুড়োর সঙ্গে বে দিলে। বুড়ো সেই যে গেছে আর তার দেখা নেই। আছে কি মরেছে কে জানে! তার পর ভাই, ঘরে সুখ থাক্‌লেও হ'ত; তা, একে দুঃখের সংসার, তার উপর ধন বাঁড়ুয্যের যে মুখ; বাপ হয়ে মেয়েকে এত যন্ত্রণা দিতে আর দেখিনি। তা ধন বাঁড়ুয্যের এখন কুল রাখতে গিয়ে কুলের আঁটী বেরিয়ে গেল।"

হরিদাসী মুখ বিকৃতি করিয়া কহিল, "আর ব'লনা বোন্, গলায় দড়ী কুলীনের। পোড়া কুলীনের জালায় হাড় ভাজা ভাজা হ'ল। পোড়া কুলীনের কি কিছুতেই লজ্জা ঘেন্না আছে বোন্? যে জালা পাচ্ছি— মা দুর্গাই জানেন। আমরা অন্নপূর্ন বেঁচে থাক্‌লে কুলের মাথায় ঝাঁটা মারব।—কারও কথায় আর ভুল্‌ব না!"

কাচা কাপড় গামছা কাঁধে, পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে, দুই চারিটী রমণী দুই চারিটী অসংলগ্ন কথা কহিয়া, গৃহ কার্য্যে ব্যস্ততা দেখাইয়া ত্রস্ত চলিয়া গেল। আরও কয়েকটী রমণী কেহ গামছা কাঁধে; বস্ত্র হাতে,

কেহবা ধূলাকাদামাখা উলঙ্গ ক্রন্দনপরায়ণ শিশুর হস্ত ধরিয়া, ঘাটে উপস্থিত হইল। এই সময় ফুল্ল-ফুল-সম কতকগুলি বালক বালিকা হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, ঘাটের নিকট দিয়া পুষ্করিণীর পর পার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যানে চলিয়া গেল। ঘাটস্থিত সকলের কিছু সময়ের জন্য অদৃষ্ট নিন্দা এবং পর নিন্দায় ক্ষান্ত হইয়া সেই চাঁদের মত ছেলে মেয়েগুলির প্রতি অনিমেষে দৃষ্টি করিয়া থাকিতে হইল। ক্রমে তাহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল। রমণীগণ কেহ মুখ বাঁকাইল; কেহ ঠোঁট ফুলাইল—কেহ কাহারও গা টিপিল;—আবার কেহ বা তৃপ্ত মনে আনন্দে সরল হাসি হাসিল।

তারার মা সুর টানিয়া কহিল, "বলি হ্যাঁলা ও বিন্দি! রামবাবুর মেয়ের বে দেবে না? ঐ ধেড়ে মেয়ে, চোখে কি দেখ্‌তে পায় না।"

বিন্দিও সুর হাত নাড়িয়া কহিল, "কি জানি বাছা—বড় ঘরে সবই সাজে; আমাদের মত গরিব হ'লে এতদিন কত কথাই উঠ্‌ত!"

শশীর মা কহিল, "উঠ্‌বে নাই বা কেন বাছা! আমাদের তোমাদের সাত পুরুষেও ঐ রকম বুড়ো মেয়ে বে না দিয়ে কোন দিন রাখেওনি রাখ্‌তে পারবেও না। মাগো, ঘেন্নায় মরি! দেখ্‌লে ত; ঐ বুড়ো মেয়ে, কি ক'রে ছোঁড়াদের সঙ্গে খেলিয়ে বেড়াচ্চে!"

বিনোদিনী কহিল, "ওর বয়স কত হবে লা? দেখ্‌তে ত কত বড় দেখায়!"

শশীর মা আবার কহিল, "হুঁ, বয়স আবার কত! দেখেও টের পাসনি? ষোল সতেরোর বেশী হবে না?"

কুমুদিনীর মা জিব কাটিয়া কহিল, "ওমা তোমরা বল কি গা? আশা আমার কুমোর বয়সী। এই জষ্টিতে ঘাটের এগারো উত্‌রে

বারোতে পড়েছে। বড়মানুষের মেয়ে, ভাল খায় দায়, ভোগেতে দেখতে অত বড় দেখায়।"

শশীর মা কহিল, "তোমারা বাছা যাই বল, যাই কও,—ও কখনও বারো বছরের হ'তে পারে না! ও খোষামুদে কথা রেখে দাও, বাছা।"

তারার মা মুখ বিকৃতি করিয়া কহিল, "তোমরা যে যাই বল বাছা, ঐ বুড়ো মেয়ের আর অমন ক'রে ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে মাঠে মাঠে বেড়ান মোটেই ভাল দেখায় না! ছিঃ ছিঃ অত বড় মেয়ে যেন কচি খুকির মত নেচে বেড়ায়। ধন্যি মা বাপ!—অন্যে হলে, অত বড় আইবড় মেয়ে যার তার দিনে রাতে ঘুম হয় না।"

বিনোদিনী কহিল, "তাইত, এমন কোথায়ও দেখিনি বাপু, বাপ ত ভোলা মহেশ্বর; মা ত মেয়েকে আদর দিয়ে কি ক'রবে কিছু ঠিক পায় না; তা ওর দোষকি? মা বাপের আদরেই ত অমন হয়েছে। বড় মানুষের একটী মেয়ে, সকলের আদরের তা ঠিক; তাই বলেই কি এমনি ক'রে রাখতে হয়।"

বিন্দি কহিল, "ওলো, আর শুনেছিস, মেয়ে নাকি বে ক'রতে চায় না! কত ভাল ভাল পাশ করা বিদ্বান ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছিল, এখনও কত ভাল জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসচে; তা নাকি মেয়ের অমতে বাপ মাও মেয়ের বে দেবে না! মেয়েও পণ করেছে, কিছুতেই বে ক'রবে না!"

সরলা গালে হাত দিয়া কহিলেন, "ওমা সেকি লো? লেখা পড়া শিখে বুঝি মেয়ের ঐ বিদ্যে হ'য়েছে? লেখা পড়া আমাদের চপলাও ত শিখেছে। কৈ, এমন ত কোন মেয়েকে কেউ ক'রতে দেখিনি। অবাক ক'রেছে, ধন্যি মেয়ে যা হ'ক।"

রাঙ্গা বৌ ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, "চুপকর্ বোন, শুনে শুনে আর বাঁচিনি! মেয়ের মত নিয়ে বে দেওয়া—তখন টের পাবেন! বে ক'র্‌বে না ত কি ক'র্‌বে? চিরদিন অমনি ক'রে ছোঁড়াদের সঙ্গে নেচে নেচে বেড়াবে বুঝি?"

বিনোদিনী কহিল, "কিন্তু না বাপু, মেয়ের কোন দোষ নেই। তবে কেমন যেন পাগ্‌লী পাগ্‌লী—তাই অমন ক'রে বেড়ায়। এদিকে দয়া-মায়া খুব।—লেখা পড়াও খুব! ঐ বয়সে কত শাস্‌তোর শিখেছে! কিন্তু যেন কেমন কেমন, বুঝেও যেন বোঝে না!"

কুমোর মা কিছু সাহস পাইয়া কহিল, "ওগো. তোমরা জান না; মেয়ে বড় ভাল! এমন মেয়ে কি আর ব'লব। কি যে দয়া মায়া তা আর ব'লতে পারিনি; গরিবের মা বাপ। দুঃখীর দুঃখ দেখ্‌লে, রোগী শোকীর কান্না দেখ্‌লে, কেঁদে আকুল হয়। বাছার কোন দোষ নেই। ঐ এক—বের নাম শুন্‌লেই কেঁদে কেটে অস্থির হয়। আহা! বলে "বে দিলে আমি বাঁচ্‌ব না!"

মঙ্গলা ঠাকরুণ কহিল, "তাইত, এমন ভাল মেয়ে—অত লেখা পড়া শিখেছে—সব বোঝে—তবে বিয়ের নামে অমন ক'রে কেন? এর মানে কি?"

রাঙ্গা বৌ কহিল, "যাই বল যাই কও বাছা,—অত বড় ধেড়ে মেয়ে ঐ রকম ক'রে ছেলেদের সঙ্গে বেড়ান আর কি ভাল দেখায়! ছিঃ ছিঃ, বড় মানুষের সকলি সাজে! অমন আর দেখিওনি শুনিওনি!"

একটী যুবতী অর্দ্ধঘণ্টা অবধি ঘাটের এক পার্শ্বে বসিয়া একটি পিত্তলের কলসী মাজিতেছিল। রাঙ্গা বৌয়ের বাক্যে যুবতী কিছু অধীর হইয়া হাত ধুইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নাকের নথ একবার ঘুরাইল, পরে হাতের রূপার পৈঁছা খুঁটিতে খুঁটিতে ক্রোধভরে কহিল, "কেন,

আশাদিদি একটু হেসে খেলে বেড়ায়, তা তোমাদের চোখে সয়না কেন? সে ত তোমাদের কারও মন্দে থাকে না!"

রাঙ্গা বৌ কহিল, "কেন, তোর এত গায়ে লাগ্‌ল কেন? খোষামোদ দেখে যে আর বাঁচিনি! কলিকালে ছোটলোকের আস্পর্দ্ধা দেখে দেখেই গেলুম—মাগির রকম দেখ না!"

পূর্ব্বোক্ত রমণী গোষ্ঠদাসের ঘরণী হরিমতি। সে কহিল, "আমরা ছোটলোক খোষামুদে ত আছিই; যার খাই তার গুণ গাই। আমরা চাষা ভুষো লোক—বেইমান নই। তোমরা আমাদের সামনে বাবুদের অমন ক'রে নিন্দে ক'র না।"

"আ মর মাগি, ছোটলোক কোথাকার; খবরদার বল্‌ছি কথা কস্‌নি। এখান থেকে উঠে যা!" রাঙ্গা বৌ সক্রোধে এই বলিয়া পা মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

হরিমতি পুনর্ব্বার কহিল, "তুমি ঠাকরুণ, অত ধমকাও কাকে? তোমার কোন ধার ধারিনি, তোমার যায়গায় নেই যে তোমার কথায় চ'লে যাব। তোমরা এই বাবুদের ঘাট নইলে বাঁচ না—আবার এই খানে ব'সেই বাবুদের নিন্দে কর। তোমরা ঠাকরুণ বেইমান নয় ত কি? তোমরা এই দেশ সুদ্ধ লোক বাবুদের খেয়ে মানুষ; আবার তাঁহাদেরই মন্দ নইলে থাকতে পার না! জানি ঠাকরুণ, তোমাদের সব জানি!"

"চোকখাগি, আবাগি! যত বড় মুখ তত বড় কথা, যা মুখে আসে তাই? আমর মাগি, অহঙ্কার দেখ না! এত তেজ কিসের, লঘু গুরু জ্ঞান নেই? সর্ব্বনাশ হ'ক, গোল্লায় যাও!" রাঙ্গা বৌ হরিমতিকে এইরূপ আশীর্ব্বচন করিতে করিতে আপন গাত্রের বস্ত্রাঞ্চল ঘন ঘন নিংড়াইতে লাগিল।

হরিমতি ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "কেন গা, কিসের জন্যে তুমি অত শাঁপ গাল দিচ্ছ? বিনি অপরাধে এত গাল কেন সইব? যে ব'লে তার সর্ব্বনাশ হ'ক।" হরিমতি কাঁদিয়া ফেলিল। বাবুদের বাড়ীর গোলাপমণি ঝি আসিল—সকল কথা শুনিয়া তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া ফেলিল! রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত বিষম বাগ্‌যুদ্ধের পর ক্রমে ক্রমে এই মহাসভা ভঙ্গ হইল।

হরিমতি কাঁদিতে কাঁদিতে গোলাপমণির সঙ্গে একেবারে রায় বাড়ী গিন্নির নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।



দশম পরিচ্ছেদ।

আমি এখন বড় হয়েছি!

রাত্র এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। কমলাদেবী দ্বিতলস্থ বারাণ্ডায় বসিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপিতেছেন। পার্শ্বে থাকমণি ঝি তাল-বৃন্ত হস্তে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছে। ক্ষান্ত পিসি ও আন্নাদিদি গৃহিণীর পার্শ্বে বসিয়া মালা ঘুরাইতেছেন, এবং একাল সেকালের কথা, বোসেদের গৃহিণীর, মুখুর্য্যেদের বৌয়ের, চাটুর্য্যেদের মেয়ের, দত্তদের ছেলের,—ইত্যাদি নানা বিষয় গল্প করিতেছেন। এমন সময় আনন্দময়ী আশা চঞ্চল চরণে আসিয়া মায়ের কোলে বসিয়া, মাতার গলদেশে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ঝি আসিয়া কহিল, "দেখ মা, দিদিমণি আজ কিছু খেলেন না, সব পড়ে রইল।"

আশা মাতার বক্ষ হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, "না মা, ওর কথা তুমি শু'ননা। আমি চার পাঁচ খানা লুচি খেয়েছি, দুধ খেয়েছি; আমার খুব পেট ভরেছে।"

মাতা কহিলেন, "না মা, তুমি খাবার সময় বড় গোল কর। এখন বড় হয়েছ, ছোট সময়ের মত এখনও কি তেমনি গোল ক'র্‌তে আছে? যাও মা রাত হ'য়েছে, এখন শোও গিয়ে।"

লক্ষ্মী বলিল, "এস দিদিমণি, আজ সেই গল্পটা শেষ ক'র্‌ব এখন।" আশা নিদ্রার্থে মাতার কোল হইতে উঠিয়া লক্ষ্মীর সহিত শয়ন গৃহে চলিয়া গেল।

কমলাদেবী কহিলেন, "দেখেছ আন্নাদিদি, খাওয়া কাপড়ে মেয়েটা

ছুঁয়ে দিলে; কত দিন বারণ করেছি—যে সব সময় যা তা কাপড়ে আমায় ছুঁস্‌নে মা; তা ওসব বিষয়ে ওর হুঁসই নেই! অত বড় মেয়ে হ'ল এখনও কিছু মাত্র বুদ্ধি সুদ্ধি হ'ল না। মা মঙ্গলচণ্ডী যে কবে ওকে বুদ্ধি দেবেন কিছুই জানি না। এখন মালা থাক—আবার কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে আসি তবে জপে ব'সব। এখনও এক হাজার জপ বাকি আছে।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে, "এত তেজ, এত অহঙ্কার!" বলিতে বলিতে, গোষ্ঠদাসের গৃহিণী হরিমতিকে সঙ্গে লইয়া গোলাপ মণি ঝি গৃহিণীর সম্মুখে আসিয়া কহিল, "কেন গা মা! এত সইতে যাব কেন? ও পাড়ার বাঙ্গা বৌর এত তেজ, এত আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে কেন?" গোষ্ঠদাসের বৌ কাঁদিয়া ফেলিল!

কমলাদেবী ব্যস্ততাসহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, হয়েছে কি? কথাটা আগে ভেঙ্গেই বল না?"

গোলাপমণি হাত মুখ নাড়িয়া কহিল, "হ'বে আর কি? এই এ পাড়ার ও পাড়ার যত ঠাকুরুণরা সদর পুকুরে গা ধুতে, জল নিতে, আহ্নিক ক'রতে এসে ঘাটে ব'সে দিদিমণির যত নিন্দে কুচ্ছ! ঐ গোষ্ঠদার বৌ দিদিমণির হ'য়ে দু'কথা ব'লছিল ব'লে, ওকে যাচ্ছে তাই বলে কত গাল মন্দ দিলে! বল কি গা দিদিমনির নিন্দে? এত আস্পর্দ্ধা কি সওয়া যায়?"

কান্ত ঠাকরুণ হরিমতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "কি লা বৌ? কিসের নিন্দে? হয়েছে কি?"

হরিমতি আগাগোড়া সকল কথা কহিল। পরে চক্ষু মুছিয়া কহিল, "আমার সর্ব্বনাশ হবে ব'লে গাল দিলে ঠাকুরুণ,—সেও ত সোয়ামী পুত্তুর নিয়ে ঘর করে। আমায় বিনা দোষে গাল দিলে—ধর্ম্মে কখনো

সইবে না। আশ্চর্য্য! দিদিমণির নামে নিন্দে! দিদিমণির কিছু নিন্দের আছে? আহা দিদিমণি যে সকলের প্রাণ; দিদিমণি আমাদের সকল গরিবের মা বাপ—কোন দোষের কিছু জানে না। তার আবার নিন্দে? মুখে যে কুড়ে কিষ্টি হবে! হা ধর্ম্ম, তুমি এর বিচার ক'র।”

তাহাদের এই সকল গোলমাল শুনিয়া ক্রমে মাসি, পিসি, খুড়ি, জেঠাই, আসিয়া একত্র হইল। সদি ঝি, খাঁদি ঝি, প্রভৃতি আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সমস্বরে গ্রামস্থ পাড়া প্রতিবেশিনীদের যথাযোগ্য গাল মন্দ ও কুৎসাদি করিতে লাগিল।

কমলাদেবী চক্ষু মুছিয়া শান্তভাবে কহিলেন, “থাক্ থাক, তোমরা অমন ক'রে গাল মন্দ দিও না।—কারও দোষ নেই! সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ! পরের বাছাদের গাল দিলে কি হ'বে?”

গোলাপমণি চক্ষু ঘুরাইয়া মুখ বাঁকাইয়া কহিল, “ঐ লাও, শুনলে? এই সব বিচ্ছিরি কথা মিথ্যি মিথ্যি রটালে—আর উনি কিনা বল্লেন গাল দিস্‌নে! রাখ মাঠাকরুণ, তোমাদের দোষেই ত দেশের ছোটলোকদের এত আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে! বষ্টুব ক্রি পিসি মা, শুধু ওঁদের ভয়েতে কিছু পারলুম না! নইলে আছেন উনি বামুন ঠাকরুণ, আজ ঝাঁটা মেরে ওর বিশ ঝেড়ে দিয়ে আস্‌তুম! এই বাড়ীর নিয়ে খেয়ে সব বেঁচে যাচ্ছে—আবার এই বাড়ীরই নিন্দে চর্চ্চা! এও কি সওয়া যায়!”

কমলাদেবী কহিলেন, “যা যা, গোলাপ কাজে যা। সদি যা—বাবুদের খাবার ঠাঁই কর গিয়ে। বৌ, রাত হয়েছে বাড়ী যাও গোষ্ঠকে খাবার দাও গে।—কোন দুঃখ কর না; মানুষের গাল মন্দে কি হ'বে? ভিজে কাপড়ে আর থেক না বাড়ী যাও।”

ঝিয়েরা বকিতে বকিতে যে যার কাজে চলিয়া গেল। হরিমতিও দুঃখিত অন্তঃকরণে বাড়ী গেল।

ক্ষান্ত পিসি জপ শেষ করিয়া, জপমালা গলায় দিয়া ইষ্টদেবকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "মিথ্যে কি? একি সওয়া যায়!—ঐ মেয়ের নামে, যে পৃথিবীর কিছু জানে না—তার নামে এই সকল কথা! কার দোষ দেব বল? দেশের মাথা তোমরা, দেশের রাজা তোমরা, তোমাদের খেয়ে প'রে, তোমাদের দিয়ে মান সম্ভ্রম বজায় রেখে, আবার তোমাদের নামে এই সকল কুচ্ছ গেয়ে বেড়ায়! এত বড় আস্পর্দ্ধা!"

আন্না ঠাকরুণ কহিলেন, "তাত বটেই. বেইমান লোকে বুকে ব'সে খেয়ে গলা টিপে ধরে! মেয়ে যেন পৃথিবীর কিছু বোঝে না; কিন্তু ষাটের যত বয়স হ'ক না হ'ক—দেখ্‌তে ত বড়টি হয়েছে! এখন কি আর পোড়া লোকদের চোখের সামনে অমন ক'রে বেড়াতে দিতে আছে? এখন বে থা দেবার চেষ্টা করা উচিত।—কর্ত্তা যে কি ভাবেন কে জানে!"

গৃহিণীর এখন যত রাগ, যত দুঃখ, কর্ত্তার উপর অভিমানে পরিণত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "তাইত, ওঁর দোষেই ত মেয়ে এমন বোকা হ'য়েছে! মেয়েকে আদর দিলে কি এমনি ক'রে দিতে হয়? কেন, ঘরে বসিয়ে কি আদর হয় না? মেয়ে যা ব'লবে, যা ক'র্‌বে—কিছুতে কোন কথা বল্‌বেন না? ওর বয়সী মেয়েরা সব কত সেয়ানা;—কত বোঝে; আর ওকে একটা গৃহস্থের ভাল মন্দ পর্য্যন্ত কিছু বুঝতে দেবেন না! এতে মেয়ের আর দোষ কি? যত দোষ ওঁর; তাই বা বলি কেন? সকল দোষই আমার অদৃষ্টের! লোকে বল্‌বে না কেন? সকলের যা দেখে শোনে, পৃথিবীর যা হয়ে আস্‌ছে, তাই ব'লে! উনি যে এক সৃষ্টিছাড়া মানুষ তা আর কে বোঝে?

আমার ত আর মরণ নেই! আরো কত দেখ্‌তে শুন্‌তে হ'বে; মর্‌ব কেন দিদি?"

আন্না ঠাকরুণ কহিলেন, "বালাই, ওসব কি কথা? তোমার আপদ বালাই দূর হ'ক! চোখের জল ফেল না—চোখ মোছ। কর্ত্তার কাছে আজ সব ব'ল, যেন আশাকে আর বাড়ীর বার হ'তে না দেন; আর এখন বে দিয়ে ফেলুন। সে কি কথা? বংশের তিলক এক মেয়ে, ষাটের বেঁচে থাক! বে দিয়ে ছেলের মত জামাই এনে সাধ আহ্লাদ করুন। এখনো কি অমন ক'রে রাখা ভাল দেখায়?"

ক্ষান্ত ঠাকরুণ কহিলেন, "হ্যাঁ মা, বেশ ক'রে আজ বুঝিয়ে ব'ল। আমিও আজ যাবার সময় দু'চার কথা ব'লব এখন।"

সদি ঝি আসিয়া সংবাদ দিল বাবুরা আহারে বসিয়াছেন। ক্ষান্ত ঠাকরুণ উঠিয়া বাবুদের আহারের তত্ত্বাবধানে চলিয়া গেলেন।

আহারান্তে কর্ত্তা শয়ন কক্ষে চলিয়া গেলেন। ভোলানাথ খানসামা রৌপ্যময় তাম্বুলাধারে তাম্বুল লইয়া, কর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কর্ত্তা তামাকু সেবন করেন না, তাই ভোলনাথের ব্যস্ত হইবার বড় আবশ্যক নাই। সে ধীর পদে, গজেন্দ্র গমনে, কর্ত্তার শয়ন গৃহে উপস্থিত হইয়া তাম্বুল পাত্র হস্তে দিয়া প্রভুর চরণ সেবায় প্রবৃত্ত হইল। কর্ত্তা শয়ন করিলেন।

গৃহিণী সকলের অনুরোধে সামান্য কিছু আহার করিয়া শয়ন গৃহে বিষণ্ণ বদনে, প্রবেশ করিলেন। গোলাপমণি ঝি রূপার ডিবায় পান দিয়া গেল—খানসামা চলিয়া গেল।

গৃহিণী কর্ত্তার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পদ সেবা করিতে করিতে ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি কি মেয়ের বিষয় কিছুই ক'রবে না?"

রায় মহাশয় কিছু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "কি ব'লছ? মেয়ের বিষয় কি ক'রব?"

অভিমানিনী গৃহিণীর চক্ষে জল আসিল! তিনি অভিমানপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "না সে বিষয় আর কি কিছু ক'রবার ভাববার আছে? রাত দিন যে মাথা মুণ্ডু কি ভাবনা ভাব, তা তুমিই জান। যত জ্বালা আমার—আমার যেমন অদৃষ্ট!" গৃহিণীর নয়নদ্বয় আবার অশ্রুপূর্ণ হইল।

রায় মহাশয় কহিলেন, "ব্যাপার খানা কি? আজ আবার নূতন কি হ'ল—খুলেই বলনা কেন? আশা কি তোমার কথা শোনেনি?"

গৃহিণী চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "আশা আবার কি ক'রবে? তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছ—যেমন ভাবে চলাও সে তেমনি চলে। যত দোষ তোমার। বাছা আমার দোষ কাকে বলে কখনো জানেনা।"

রায় মহাশয় কহিলেন, "আমি দোষী? আচ্ছা তাই ভাল; আমি কি দোষ ক'রেছি, কি মন্দ শিক্ষা দিয়েছি, তাই কেন খুলে বল না?"

গৃহিণী মনোক্ষোভে অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিবেশিনীদের অদ্যকার কুৎসার বিষয় সকলি কহিলেন; এবং আশাকে আর বাড়ীর বাহির হইতে না দেওয়া হয়—যেমন করিয়া হউক যাহাতে তাহার শীঘ্র বিবাহ দেওয়া হয়, তাহার জন্য বারম্বার রায় মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন।

রায় মহাশয় সব শুনিলেন। তাঁহার চিন্তাপূর্ণ সুগম্ভীর বদনে ঈষৎ হাস্যের রেখা দেখা দিল। তিনি ধীর ভাবে গৃহিণীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন "আমার আশা ত কিছু মন্দ নয়? লোকে মন্দ বলে তার জন্য এত কষ্ট কেন? তার মন্দ শুনলে তোমার কষ্ট হয়, আচ্ছা আমি তাকে কালই ব'লে দেব,—লোকে বলে, সে বড় হয়েছে, আর তার বাড়ীর

বাইরে অমন ক'রে বেড়ান ভাল নয়; তা হ'লে সে কখনই আর বাড়ীর বার হ'বে না।—কিন্তু আমি সম্প্রতি তার বিবাহ সম্বন্ধে কোন চেষ্টা ক'র্‌ব না। সে বিষয় তুমি এখন আমায় ব'ল না।"

কমলাদেবীর শোকসন্তপ্ত মমতাময় হৃদয় খানি ভেদ করিয়া আয়ত নয়নদ্বয়ে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তিনি কম্পিত-কণ্ঠে অভিমান-ভরে কহিলেন, "তবে আমি কোন্ আশায়, কি সুখে, সংসারে থাক্‌ব? তোমাদের সংসার নিয়ে তোমরা থাক। আমায় বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দাও;—আমি যে কয়দিন বাঁচ্‌ব, গোবিন্দ দর্শন ক'রে, হরিনাম নিয়ে কাটিয়ে দেব। একটা মেয়ে, তাকেও তুমি সংসারের বা'র ক'র্‌লে।" অশ্রুভারে গৃহিণীর কণ্ঠ অবরোধ হইয়া আসিল।—তিনি নীরব হইলেন।

রায় মহাশয় গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "কমলা, সময়ে সকলি হ'বে; তুমি কেঁদনা। শান্তিকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে কি সাধ আহ্লাদ কর নাই? কিন্তু হায় বিবাহই আমার সৌরভময় ফুল্ল শান্তি কুসুমের কালকীট হ'য়ে বাছাকে অকালে বিনাশ ক'র্‌লে।"

রায় মহাশয়ের বাক্যে কমলাদেবীর অশ্রুধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া, অশান্ত উত্তপ্ত বক্ষ সিক্ত করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর, বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আমি আশাকে কখনই শ্বশুরবাড়ী পাঠাব না। তুমি একটী ভাল ছেলে দেখ, আমি ঘরজামাই ক'রে চিরদিন ঘরে রেখে প্রাণ ভ'রে দেখ্‌ব। তোমার পায় পড়ি; বল আমার কথা রাখ্‌বে কি না?"

"কিছু দিন অপেক্ষা কর, তোমার এ সাধ পূর্ণ হ'বে। তোমার আশা নুপুর বোধে, সাধের লৌহ শিকল আপনা হতেই পায় প'র্‌বে! ভগবান প্রজাপতির নির্দ্দেশে এই স্থানেই মানবের জীবন সংগ্রাম আরম্ভ। যা হ'বার তা হবেই—কার সাধ্য অবহেলা করে। আমি তার কাছে

বলেছি, এ বিষয়ে তাকে কিছু ব'লব না। অনেক রাত হয়েছে—এখন ঘুমাও।" এই বলিয়া রায় মহাশয় নিদ্রার্থ প্রস্তুত হইলেন। গৃহিণীও স্বামীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে, এই আশঙ্কায় নীরবে আপন শয্যায় শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রায় মহাশয় আশালতাকে ডাকিয়া আপন নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রাণাধিকা কন্যাকে পার্শ্বে বসাইলেন। পিতা পুত্রীতে কত দেশের কত রকমের কত কথা হইল। পরে রায় মহাশয় ধীর বচনে কহিলেন, "মা আশা, আজ আমি তোমায় একটী কথা বলি শোন; লোকে বলে তুমি নাকি এখন বড় হ'য়েছ! তোমার মত বড় মেয়ে আর বাহিরে বাহিরে খেলিয়ে বেড়ায় না। তাই আমিও বলি, তুমি আর বাহিরের বাগানে খেল্‌তে যেওনা। গেলে নিন্দুক লোকে শুধু শুধু নিন্দে ক'র্‌বে। তাদের নিন্দে ক'রবার অবসর দেওয়া ভাল নয়। করুণা, প্রমদা, সুমতি, আরও কত মেয়ে তোমার সঙ্গিনী আছে; তাদের সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে কিম্বা খিড়্‌কীর বাগানে যথন ইচ্ছা খেলা ক'র। পুরুষ ছেলেরা বাহির বাড়ী খেল্‌বে, আর তোমরা ভিতর বাড়ী খেল্‌বে। আমার সব কথা বুঝ্‌তে পেরেছ মা?"

আশালতা মাথা নাড়িয়া কহিল, "হ্যাঁ বাবা, আমি সব বুঝেছি। তুমি যা ব'ল্‌লে আমি তাই ক'র্‌ব।"

রায় মহাশয় কহিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার! বেলা হয়েছে, যাও এখন নাও খাও গিয়ে।"

আশা ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে মাতৃ-সন্নিধানে গমন করিলেন। তাঁহার কোমল হৃদয়ে কেবলি জাগিতে লাগিল, "আমি এখন বড় হ'য়েছি।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

খুব ভালবাসি।

প্রায় একমাস হইয়া গেল, আশা সেরূপ ভাবে কথা বলে না,—সেরূপ হাসি হাসেনা। ছেলেরা খেলিতে আসিলে এখন দূরে দূরে থাকে, আর সেরূপ ভাবে মেশেনা, সেরূপ ভাবে তাহাদের সহিত গল্প করে না। মেয়েরা খেলিতে আসিলে, কাছে বসায়, পড়া বলিয়া দেয়, কাহাকেও ভাল বই পড়িয়া শুনায়, নানাদেশের নানা গল্প করে।—কিন্তু আর সেরূপ ভাবে খেলা করে না। খেলিতে পায় না বলিয়া আশার আনন্দময় সংসর্গ হইতে, আমোদ প্রিয় ছেলে মেয়ে গুলি ক্রমে সরিয়া পড়িতে লাগিল। আশালতা এখন অনেক সময় মাতৃদেবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়ায়। সংসারের সকল কাজ কর্ম্মের মধ্যে কোমল হাতখানি বাড়াইয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে তাহার সেই রাশীকৃত হাসির স্তবক সংসার-পবনে শুখাইয়া আসিল। সেই চঞ্চলা বিদ্যুল্লতা এখন স্থির মেঘ-রেখার ন্যায় রায় মহাশয়ের গৃহাকাশে বিদ্যমান হইল। জানিনা গৃহিণী কি ভাবেন। কিন্তু কর্ত্তা রায় মহাশয় প্রীতিময়ী প্রাণ-প্রতিমার এভাবে বুঝি সন্তোষ নহেন; তাই তিনি একদিন নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, "হায়, আমার আশালতার বুঝি সুখের বাল্য জীবন ফুরাইল!"

বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে। আশালতা আপন কক্ষে একখানি চেয়ারে বসিয়া 'সীতার বনবাস' পাঠ করিতেছে। তাহার পার্শ্বে অপর একখানি চেয়ারে বসিয়া করুণাবালা কার্পেটের আসন বুনিতেছেন, এবং আশালতার পাঠ শুনিতেছেন। আশালতা অনেকক্ষণ পড়িয়া পুস্তক

খানি নিকটস্থ টেবিলে রাখিয়া, শয্যায় শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে করুণাবালার দিকে মুখ ফিরাইয়া বিষাদপূর্ণ স্বরে কহিল, "দিদি, মানুষ বড় না হ'লে বেশ হ'ত—না ?"

করুণাবালা সবিস্ময়ে আশার প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "দূর পাগলি, তা হ'লে কি সৃষ্টি রক্ষা হ'ত ?"

আশা বলিল, "তা ত বুঝি; কিন্তু তবু মনে হয় আমি বুঝি বড় না হ'লে বেশ থা'কতেম।"

এমন সময় কমলাদেবী করুণাবালাকে ডাকিলেন। শুনিয়া তিনি আশাকে কহিলেন "সন্ধ্যা হয়ে এল—মাসিমা ডাকৃছেন, আমি তাঁর কথা শুনে শীঘ্রই তোমার কাছে যাব; তুমি ততক্ষণ খিড়কীর বাগানে যাও। সেই গোলাপের কুঁড়িগুলি আজ ফুটেছে কিনা দেখ গিয়ে।" এই বলিয়া করুণাবালা আসন খানি টেবিলের উপর রাখিয়া গৃহিণীর নিকট প্রস্থান করিলেন।

আশাও শয্যা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উদ্যানাভিমুখে গমন করিল। উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, ঘোর কর্ম্মশীল, শ্রান্ত, ক্লান্ত, দিবসের পার্শ্বে, লজ্জাশীলা, অবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যাদেবী সুধীর পাদক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ছায়াময়ী সন্ধ্যার আগমনে জগৎ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন; কিন্তু এখনও অসীম আকাশে, মেঘমালার স্তরে স্তরে, নানাবর্ণের রশ্মি লাগিয়া রহিয়াছে;—তাহাতে গাম্ভীর্য্যে মাধুর্য্যে মিশ্রিত হইয়া আরও মনোহর বোধ হইতেছে। ক্রমে মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিয়া, রশ্মিগুলি ধীরে ধীরে অনন্ত আকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে। দিন এবং সন্ধ্যার শুভ সম্মিলনে জগৎস্থ সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। সুশীতল সমীরণ সন্তর্পণে, ধীরে ধীরে, হরিণ্ময় বৃক্ষশাখা কাঁপাইয়া দিন ও সন্ধ্যার শুভ মিলনোপরি

ব্যজন করিতেছে। পক্ষিগণ আনন্দে কোলাহল করিয়া সন্ধ্যামাতার জয়ধ্বনি পূর্ব্বক আপন কুলায় প্রবিষ্ট হইতেছে। বহুবিধ নানাবর্ণের আনন্দদায়িনী পুষ্পসুন্দরীরা, যেন লজ্জাশীলা বধূর ন্যায়, সারাদিনের পর পতি পার্শ্বে আসীন হইয়া, ধীরে ধীরে মধুর বিম্বাধর খুলিয়া, মধুর হাস্যে, মধুর গন্ধে, পতির মনোপ্রাণ আনন্দে ভাসাইতেছে। দেখিতে দেখিতে দিবস সন্ধ্যাদেবীর অপরিসীম প্রেম-সমুদ্রে ডুবিয়া পড়িলেন। ক্রমে-নীলাম্বর মধ্য হইতে দুই একটী তারাবধূ দেখা দিতে লাগিল। আবার ঘন বৃক্ষশাখা মধ্য হইতে, একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘ ভেদ করিয়া, মনো-মোহন তারাপতি একাদশীর চন্দ্রমা, মনোহর বেশে, হাস্যবদনে, আপন প্রিয়া তারাদেবীদিগের সুবদন নিরীক্ষণ আশায় মস্তক তুলিতে লাগিলেন।

আশা, আজ কয়েক দিনের পর প্রকৃতি মাতার ক্রোড়ে আসিয়া, আবার আনন্দে উৎফুল্ল হইল। একে একে সাধের পুষ্পবৃক্ষ গুলির পার্শ্বে গিয়া তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া, প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণে পরম সুখানুভব করিতে লাগিল; এবং তাহাদের প্রেমোপহার পুষ্পগুলি সুকোমল হস্তে ধারণ করিয়া ঘ্রাণান্তে, পুনর্ব্বার সাদরে ধীরে ধীরে যথাস্থানে রক্ষা করিতে লাগিল। পবিত্র করকমলে মৃত্যুও সুখের;—এই ভাবিয়াই বুঝি গন্ধ-রাণী কামিনী কুসুমগুলি চম্পক-কলিসদৃশ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র আশারাণীর কুসুম-কোমল হস্ত মধ্যে ঝরিয়া পড়িল। আশা পার্শ্বস্থিত লৌহনির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিয়া, নভস্তলে এবং ভূমণ্ডলে দৃষ্টি করিয়া, মুগ্ধ-নেত্রে প্রকৃতি দেবীর অসীম সৌন্দর্য্যচ্ছটা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সুধাংশু-কিরণে ভুবন ভরিয়া গেল।

সহসা আশা চমকিত ভাবে কহিল, "আঃ, বিনোদদা ছেড়ে দাও!"

বিনোদ বিহারী পশ্চাৎ হইতে আশার নেত্রদ্বয় দুই হস্তদ্বারা চাপিয়াছিল,—আশা আপন হস্তদ্বারা তাহার হস্ত ছাড়াইয়া দিল। ঐ "আঃ" শব্দে যেন বিনোদের আনন্দ কমিয়া গেল। বিনোদ আপনা হইতেই ত্রস্ত হাত উঠাইয়া লইয়া কহিল, "না ভাই—আশা, আমি দেখছিলেম, তুমি এখনো আমাদের চিন্‌তে পার কিনা।"

"কেন বিনোদ দাদা, তোমরা নূতন কোন রকম রূপ ধ'রেছ নাকি? চিন্‌তে পার্‌ব না কেন"? এই বলিয়া আশা ঈষৎ হাসিল।

"না ভাই, আমরা যে রকম সেই রকমই আছি; কিন্তু তুমি এখন নূতন হ'য়েছ! তোমার কাছে আস্‌তে বস্‌তে এখন ভয় হয়! কি জানি ভাই তুমি যদি এখন কথাই না কও।" হাস্য মিশ্রিত স্বরে এই বলিয়া, বিনোদ সেই স্থানে দুর্ব্বাদলের উপর বসিয়া পড়িল। তৎপর কহিল "আশা, আজ কয় দিন পর্য্যন্ত তুমি বাইরের বাগানে যাওনি; তোমার সেই বেল, গোলাপ, মল্লিকা, ও যুঁয়ের ছোট ছোট কুড়িগুলি ফুটেছিল; দেখ আমি তোমার জন্যে তুলে এনেছি। বাড়ীর মধ্যে তোমায় দিতে গিয়েছিলেম; করুণা বল্‌লে তুমি এখানে এসেছ, তাই এখানে দিতে এলেম; এই তোমার ফুলগুলি নাও ভাই।" এই বলিয়া বিনোদ পুষ্পপূর্ণ অঞ্জলি বাড়াইয়া আশার সম্মুখে ধরিল।

আশা পুষ্পগুলি গ্রহণ করিয়া কহিল, "বিনোদ দাদা, ফুলগুলি না তুল্‌লেই হ'ত। আমার বোধ হয়, ফুল আপনি ফুটে আপনা হ'তে ঝরে গেলেই বুঝি সুখী হয়। সৌরভ ত সবাইকেই দিয়ে থাকে, তবে ওকে লোকের তুলবার কি দরকার?"

বিনোদ কহিল, "সেকি আশা, তোমার যে সকলি নূতন হয়েছে দেখ্‌ছি। এই এত ফুল তুল্‌তে, মালা গাঁথ্‌তে ভালবাস্‌তে,—এখন আবার কেউ ফুল তুল্‌লে বিরক্ত হও? আচ্ছা আশা, লক্ষ্মী ভাই

বলনা,—হঠাৎ তুমি এমন হ'লে কেন? ভাই, তোমার এই ভাবে, সত্যি সত্যি বড় কষ্ট পাচ্চি।"

আশা বলিল, "কেন বিনোদ দাদা, আমি কি হয়েছি? আমি ত আর কিছুই হই নি,—শুধু বড় হ'য়েছি! বড় হ'লে কি মানুষ ছেলেবেলার মত খেলে বেড়ায়? বিনোদ দাদা, তোমরা সে জন্য দুঃখ ক'র না। আমি এখন বড় হয়েছি;—আর সে রকম তোমাদের সঙ্গে খেলতে পারব না।"

বিনোদ বলিল, "কে বললে তুমি বড় হ'য়েছ আশা? জোর ক'রে বড় হ'লে কি মানুষকে ভাল দেখায়? তুমি বড় হয়েছ মনে করছ ব'লে তোমায় যেন কেমন কেমন দেখাচ্ছে। আমি বুঝেছি ভাই, তুমি আর আমায় ভালবাসনা ব'লে একথা বলছ! কিন্তু আশা তুমি জান না আমি তোমায় কত ভালবাসি! তুমি এই কয় দিন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কওনা, মেশনা, ব'লে আমি কত কষ্ট পাই—তা আর তোমায় কি ক'রে জানাব? আশা, আমায় কি আর তুমি মোটেই ভালবাসনা?"

"সেকি বিনোদ দাদা? ভালবাসিনা?—খুব ভালবাসি!" এই বলিয়া সরলতাময়ী আশাসুন্দরী বিনোদ বিহারীর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অনিন্দনীয় চারুবদনে হাস্য করিলেন।

সে মধুর হাসিতে, সে মধুময় ভাষাতে, বিনোদের মনোপ্রাণ নৃত্য করিয়া উঠিল। বিনোদ আশাভিবিক্ত প্রাণে, আনন্দোচ্ছাসিত কণ্ঠে কহিল, "আশা ভাই, ভুলনা কিন্তু! আর একবার বল এ ভালবাসা চিরদিনের জন্য ত ভাই?"

আশা কহিল, "নিশ্চয়ই।"

করুণাবালা পশ্চাৎ হইতে কহিলেন, "আশা, রাত হ'য়েছে, এই শরতের হিম লাগাচ্ছ কেন? ঘরে চল।"

"দিদি, তোমার আস্‌তে এত দেরি হ'ল কেন? মা তোমায় কেন ডাকৃছিলেন?" এই বলিয়া আশা উঠিয়া করুণাবালার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। করুণাবালা আশার পুষ্পতনু খানি সাদরে ধারণ করিয়া কহিলেন, "আমাদের এই পূজার পরই পশ্চিম যাওয়া হবে, সব স্থির হ'য়ে গিয়েছে! আজ সত্যনারায়ণের সিন্নি হ'বে।—তাই মাসিমা তাঁর সঙ্গে নৈবিদ্দি ক'র্‌তে আমায় ডাকৃছিলেন। এসো সত্যনারায়ণের কথা শুনিগে।"

আশা আনন্দোচ্ছাসিত প্রাণে কহিল, "বেশ হয়েছে, আমরা কত পাহাড়-পর্ব্বত দেখ্‌ব, কত নদ-নদী দেখ্‌ব, কত সাধু সন্ন্যাসিনী দেখ্‌তে পাব, কত দেব-দেবীও দেখ্‌ব! চল দিদি, আগে সত্যনারায়ণের কথা শুনে, তার পর কোথায় কোথায় যাওয়া হ'বে—বাবার কাছে সব শুন্‌বো চল।"

আশা করুণাবালার হস্ত ধরিয়া গমনোদ্যতা হইল। বিনোদও গমনোদ্যত হইয়া কহিল, "আমি আজ যাই আশা।" আশা দূর হইতে বলিল, "আচ্ছা।"

বিনোদবিহারী, রায় মহাশয়ের প্রতিবেশী—নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র। নীলমাধব সামান্য অর্থবিত্ত-যুক্ত গৃহস্থ। কিন্তু সংসারে বার মাসে নিয়মিত ক্রিয়া-কর্ম্মও করিয়া থাকেন; অন্নবস্ত্রের অসংস্থান নাই। বিনোদ পিতার বড় আদুরে ছেলে—দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়। বয়স ষোল সতের হইবে। গত বৎসর এন্‌ট্রেন্স পাশ করিয়াছে;—বিনোদ বুদ্ধিমান, ও চতুর।

বিনোদবিহারী যাইতে যাইতে ভাবিল, "আশা কি সুন্দর! আশা আমায় ভালবাসে, ব'লেছে—"খুব ভালবাসি।"

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেবমন্দিরে।

কাশীধাম। শ্রীশ্রী ৺বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আজ বড় জনতা। একজন বড়লোক সপরিবারে দেবাদিদেবের আরতি দেখিতে আসিতেছেন। পাণ্ডারা মন্দির যথাসম্ভব জনশূন্য রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। দুই পার্শ্বের লোক সরাইয়া পথ প্রশস্ত করিতেছে। দুরন্ত দ্বারবানেরা ও ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন অর্থলোভী পাণ্ডারা সুযোগ বুঝিয়া, নিরীহ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের প্রতি আপন আপন প্রভুত্ব পরিচালনা করিতেছে; কাহাকে অনর্থক কটু কহিতেছে—কাহাকেও বা অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। একটী বৃদ্ধাকে একজন পাণ্ডা সজোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। আহা, বৃদ্ধা ক্ষীণ শরীরে আঘাত পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল! যাঁহার সন্তোষের জন্য পাণ্ডা ঈদৃশ নিষ্ঠুর কাজ করিল—সেই করুণহৃদয় বড়লোকের প্রাণে বুঝি আর সহিল না। তিনি সত্বর বৃদ্ধার নিকটস্থ হইয়া, সযত্নে তাহার হাত ধরিয়া লোকের ভিড় হইতে আপনার নিকট সরাইয়া আনিলেন। তৎপরে পাণ্ডাদিগকে কহিলেন, "মহাশয় আপনারা আর কাহাকেও কষ্ট দিবেন না; দেবতার স্থানে সকলেরই সমান অধিকার। সকলে যদি এত কষ্টে দেবদর্শন করে, তবে আমরাও ক'র্ব।"

পাণ্ডা সে কথায় মনোযোগ না দিয়া কহিল, "আসুন মহাশয় আসুন, আর কোন কষ্ট হ'বে না; পথ বেশ পরিষ্কার হ'য়েছে।"

একটী স্বর্ণপ্রতিমা বালিকা একজন অপরিচিত যুবকের পশ্চাৎ

হইতে কোমল স্বরে কহিলেন, "আপনি একটু পথ দিন, আমি বাবার কাছে যাব।"

যুবক পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন;—দেবীপ্রতিমা সদৃশী একটী বালিকা মূর্ত্তি! মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দীপালোক বালিকার অঙ্গে পড়িয়াছে—সেই সমুজ্জ্বল-দীপালোকে যুবা দেখিলেন বালিকা অনিন্দ্য সুন্দরী। তিনি মুগ্ধনেত্রে বালিকার রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। বালিকা দেখিলেন আকর্ণবিস্ফারিত দুইটী নীলোৎপল নয়ন তাঁহার প্রতি সংলগ্ন রহিয়াছে। তাঁহার সলজ্জ আঁখি দুইটী আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়িল। "তিনি মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন—আপনাকে সেখানে নিয়ে যাই আসুন।" এই বলিয়া যুবক সসম্ভ্রমে বালিকার কোমল করপদ্ম ধারণ করিলেন। যুবকের স্পর্শে সরলা বালিকার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল—সর্ব্বাঙ্গ স্বেদাপ্লুত হইল! তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় যুবার সঙ্গে চলিলেন। যুবক বালিকাকে তাঁহার পিতার নিকট উপনীত করিয়া অবনত মুখে সরিয়া দাঁড়াইলেন। পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে একত্রিত হইয়া সেই বড়লোকের সমীপে দাঁড়াইলেন। আনন্দদায়ক আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল; শতকণ্ঠে "জয় বিশ্বেশ্বরের জয়" ধ্বনিত হইল; মঙ্গল আরতি আরম্ভ হইল।

পাঠক বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন, এ বড়লোক আমাদের রামচন্দ্র রায় মহাশয়—বালিকা তাঁহার কন্যা আদরিণী আশারাণী। রায় মহাশয় কয়েক মাস নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া, তিন দিন হইল কাশীধামে আসিয়াছেন। দশাশ্বমেধের নিকট বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে। এই তিন দিন পর্য্যন্ত তীর্থের কার্য্যাদি করিতেছেন; আজ সপরিবারে বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে আসিয়াছেন।

যথাসময় আরতি শেষ হইল; বাদ্য থামিয়া গেল। সকলে

দেবাদিবের অভয় চরণ স্মরণ পূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। আশালতা এখনও ভক্তি-গদ্গদ-প্রাণে, গলবস্ত্রে, যুক্ত-করে, মহেশ্বরের নিকট জানি না কোন বাঞ্ছিত বরের প্রার্থনায় ব্যাকুলিতা। বর ভিক্ষা করিয়া পবিত্রা সরলা বালা অন্তর্য্যামী দেবতার সমীপে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "শিব শিব, আমার এ বাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে কি প্রভু?"

অমনি জলদগম্ভীরনাদে বামাকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "আশা, আশা, ওকি? ছিঃ প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর।" ঠাকুরের চরণে প্রাণের কামনা বুঝি আর নিবেদন করা হইল না। আশা ত্রাসিত-নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন—সম্মুখে ত্রিশূল হস্তে সেই যোগিনী দণ্ডায়মানা! তাঁহার অপর পার্শ্বে সেই সুন্দর যুবক অনিমেষে তাঁহারই বদনেন্দু প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। আশা চতুর্দ্দিকে ভীতা হরিণীর ন্যায় চঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন—কিন্তু যাঁহাকে খুঁজিলেন তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। যোগিনী মুহূর্ত্তমধ্যে যেন মন্দির অভ্যন্তরে অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন!

আশা কম্পিত হস্তে, পার্শ্বস্থিত আত্মবিস্মৃত পিতার হস্ত ধরিয়া বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, বাবা,—সেই তিনি! সেই যোগিনী! তিনি কোথায় গেলেন?—তিনি অন্তর্য্যামিনী!—উঃ তাঁর কি স্বর!"

রায় মহাশয়ও যোগিনীকে প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া শুনিয়া, এতক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। আশার শীতল করস্পর্শে ও সভয় বাক্যে তাঁহার স্মৃতির উদয় হইল। তিনি ভৃত্যদিগকে যোগিনীর অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। পুরোহিত ও পাণ্ডাদিগকে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন;—ঐ যোগিনীকে কেহ কথনও স্থিরভাবে দেখে নাই, ইনি কোথায় বাস করেন কেহ বলিতে পারেন না,—ইঁহাকে কথন কথন এই কাশীধামে দেখা যায়,—ইঁহার আশ্চর্য্য

দৈবশক্তি, এই শক্তিবলে ইনি ভূত ভবিষ্যৎ সকলি জানিতে পারেন,—ইনি কত বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ্ মুক্ত করিয়াছেন, কত পাপাসক্তকে সুমতি দিয়াছেন,—ইহাঁর অপরিসীম জ্ঞান বলে, কত ধর্ম্মপিপাসু অজ্ঞান-ব্যক্তি যথার্থ ধর্ম্মজ্যোতি অবলোকন করিয়া ধন্য হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই,—গভীর নিশীথে, মন্দির দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও, ইনি বাবা বিশ্বনাথের সহিত কথোপকথন করিয়া থাকেন,—সাধুরা বলিয়া থাকেন ইনি নাকি ভবানীমাতার প্রিয় সহচরী জয়া! ভবানীর আদেশে, ভৈরবী বেশে, দেশে দেশে, পাপীদিগকে দমন করিয়া বেড়ান।

এদিকে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, ননির পুতলী আশালতা পিতার পবিত্র অঙ্গে হেলিয়া পড়িলেন। রায় মহাশয় এতক্ষণ তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ করেন নাই; আশার কোমল স্পর্শে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি কন্যাকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন, "ভয় কি মা, কেন অমন ক'রছ?"

আশা পিতার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। কম্পিত দেহে পিতাকে বেষ্টন করিয়া শূন্য দৃষ্টিতে পিতার বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টিতে রায় মহাশয়ের গাম্ভীর্য্যের বাঁধ সরিয়া গেল। তিনি দেখিলেন আশার মূর্চ্ছা হইবার সম্ভব। তিনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া সাহায্যের আশায় চতুর্দ্দিক চাহিলেন—দেখিলেন সম্মুখে সেই যুবা উৎকণ্ঠার সহিত সাহায্য করিবার জন্যই যেন আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছেন। রায় মহাশয় তাঁহাকে বিনয় বচনে কহিলেন, "মহাশয় মন্দিরের বাহিরে পাল্কীগুলি রয়েছে। আপনি অনুগ্রহ ক'রে যদি এই স্ত্রীলোকদের সেই স্থানে নিয়ে আসেন ত বড়ই উপকার করা হয়। ভৃত্যেরা সকলেই যোগিনীর অনুসন্ধানে গিয়েছে। আমি এই অনুস্থা

বালিকাকে নিয়ে চল্‌লেম।” এই বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া আশাকে বক্ষে লইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

যুবক সবিনয়ে উক্ত মহিলাদিগকে কহিলেন, “আপনারা আমার সঙ্গে আসুন—কোন ভয় ক'র্‌বেন না ; বালিকা একটু ভয় পেয়েছেন মাত্র—এখনি সুস্থ হবেন।”

কমলাদেবী ও করুণাবালা অশ্রুমোচন করিতে করিতে, যুবার অপেক্ষা না করিয়া রায় মহাশয়ের পশ্চাৎ ধাবিতা হইলেন ; অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা যুবার সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা যথাস্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, রায় মহাশয় আশাকে ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া আপন উত্তরীয়-দ্বারা ব্যজন করিতেছেন, এবং ব্যস্ততার সহিত 'জল, 'জল' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। জলের নিমিত্ত লোক ছুটাছুটি করিতেছে—কিন্তু কোথাও জল পাইতেছে না। স্বর্ণলতা আশা নিস্পন্দভাবে, নিমীলিত নয়নে, পিতার ক্রোড়ে শুইয়া আছেন।

যুবা মুহূর্ত্তমধ্যে নিকটস্থ দোকান হইতে জল লইয়া আশার মুখে ও মস্তকে দিতে লাগিলেন। তাঁহার জলসিঞ্চনে আশা অল্পক্ষণ মধ্যে নয়ন উন্মীলন করিলেন। তাঁহাকে চৈতন্যযুক্তা দেখিয়া কমলাদেবীর প্রাণে জীবন সঞ্চার হইল। তিনি অবগুণ্ঠন টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রায় মহাশয় হর্ষোৎফুল্ল নয়নে কন্যাকে কহিলেন, “ছি মা, এমন অধীর হ'তে আছে? আমাদের কাছে তোমার ভয় কি? এই দেখ ইনি আমাদের কত উপকার ক'রলেন।” এই বলিয়া কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে যুবার প্রতি চাহিলেন। আশা পার্শ্বস্থিত যুবকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করিলেন।—পরে ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, “বাবা, বাড়ী চল।”

রায় মহাশয় আশাকে ধীরে ধীরে পাল্কীতে উঠাইয়া দিলেন।—

সকলেই আপন আপন পাল্কীতে উঠিলেন। ইতি মধ্যে ভৃত্যেরা আসিয়া জানাইল—যোগিনীর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। রায় মহাশয় যোগিনীর আশায় নিরাশ হইয়া, জানি না কেন একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, পদব্রজে আশার ধীরগামী পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যাইবার সময় কৃতজ্ঞ বচনে যুবার নিকট বিদায় লইয়া, আপনার বাসার ঠিকানা জানাইয়া, পরদিন একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিলেন। যুবা সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়া যথোচিত শিষ্টাচারের সহিত বিদায় লইলেন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"ইনি খুব ভদ্রলোক।"

করুণাবালার স্বামী কৃপানাথ চট্টোপাধ্যায় আজ কাশীতে রায় মহাশয়ের পরিবারের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইনি বক্সারে একশত টাকা বেতনে একটী চাকরী করেন। কৃপানাথ দেখিতে শুনিতে মন্দ নহেন—বয়স সাতাইশ আটাইশ হইবে। পিতার অবস্থা স্বচ্ছল না হওয়ায়, দুর্ভাগ্যক্রমে বি, এ ফেল হইয়া আর পড়িতে পারেন নাই—বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিতে হইয়াছে। বিবাহের পর করুণাবালাকে সংসার করিতে এখনও লইয়া যান নাই; আরও একটু অবস্থার স্বচ্ছলতা হইলে লইয়া যাইবেন এইরূপ ইচ্ছা। করুণাবালা মাতৃসমা মাসিমা, পিতৃতুল্য মেসমহাশয়ের যত্নে, কন্যানির্ব্বিশেষে মহাদরে লালিতা হইয়াছেন; তিনি রায় সংসারে থাকিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও পিতা মাতা ভগ্নী—প্রভৃতির অভাব অনুভব করেন না। কৃপানাথও এ পর্য্যন্ত একদিনও আপনার শ্বশুর শ্বাশুড়ির অভাব বোধ করেন নাই; তিনি রায় মহাশয়কে পিতার ন্যায়, কমলাদেবীকে মাতার ন্যায় জ্ঞান করেন। রায় মহাশয় তাঁহাদের সহিত দেশভ্রমণ ও তীর্থদর্শনের জন্য, জামাতাকে ছয় মাসের ছুটি করাইয়া আনিয়াছেন। কৃপানাথ আজ প্রাতঃকালে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কৃপানাথ বড় বিনয়ী, বুদ্ধিমান, সৎস্বভাবাপন্ন ও আমোদস্বভাব—তাঁহাকে পাইয়া সকলেই আনন্দিত।

দ্বিতলস্থ একটী গৃহমধ্যে আশালতা ও করুণাবালা বসিয়া আছেন আনন্দোচ্ছ্বাসিত প্রাণে করুণাবালা আজ আশালতাকে কত কথাই

বলিতেছেন, আশাও সহাস্য বদনে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছেন। তথাপি গত রজনীর কথা বুঝি তাঁহার কোমল হৃদয়ে উদয় হইতেছে। যোগিনীর জলদ্‌গম্ভীর বাক্য, এবং সেই অজ্ঞাত যুবকের অনিন্দ্য কান্তি, ও শিষ্ট আচরণ মনে পড়িতেছে—তাই হাস্যজ্যোৎস্নাপূর্ণ চাঁদের মত মুখখানি বিষাদের ঘন জলদ্‌জালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। আবার অল্পক্ষণ মধ্যেই বুদ্ধিমতী করুণাবালার হাসির বাতাসে সে কৃষ্ণমেঘজাল ভাসিয়া যাইতেছে।

বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে। তাঁহারা রাজপথ পার্শ্বস্থ একটী গবাক্ষ সন্নিধানে বসিয়া আছেন। পথের অপর পার্শ্বস্থ একটী দ্বিতল অট্টালিকার প্রতি করুণাবালার দৃষ্টি পড়িল; তিনি বিস্মিত নেত্রে কি যেন দেখিতে লাগিলেন। আশাও "কি দেখছ দিদি?"—বলিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন—একজন রমণীর পার্শ্বে একজন যুবক দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতেছেন। দূরত্ব হেতু তাঁহাদের কোন কথা শ্রুতিগোচর হইতেছে না। কিন্তু কি জানি কেন তাঁহারা সে দিক হইতে শীঘ্র চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সহসা যুবকের দৃষ্টি তাঁহাদের প্রতি পতিত হওয়াতে যুবক পলকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। করুণাবালা বিস্ময়াবিষ্ট নেত্রে আশার প্রতি দৃষ্টি করিলেন; আশাও আশ্চর্য্য ভাবে কহিলেন, "দিদি, এ লোকটী কালকের সেই, তাঁর মতন না? এত নিকটে কি তাঁর বাড়ী?"

করুণা দুঃখমিশ্রিত মৃদুস্বরে কহিলেন, "না, আশা, এ বোধ হয় তাঁদের বাড়ী নয়; আমি শুনেছি এ কোন মন্দ স্ত্রীলোকের বাড়ী। কিন্তু তিনি কেন এ বাড়ীতে আসবেন? আশ্চর্য্য! এ লোকটী কিন্তু ঠিক কালকের সেই বাবুটির মত।"

আশা বলিলেন, "হ্যাঁ দিদি, এ লোকটি দেখ্‌তে ঠিক সেই লোকের

মতন। কিন্তু তুমি বলছ এ তাঁর বাড়ী নয়—এ তবে কোন ঝগড়াটে মেয়ে মানুষের বাড়ী। এ বাড়ীতে তিনি কেন আসবেন? তিনি কাল আমাদের কত উপকার করেছেন; তিনি কখনও ঝগড়া ক'র্‌তে পারেন না।"

আশার কথা শুনিয়া করুণা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। হাসিতে হাসিতে, আশার সরলতাময় মুখের প্রতি চাহিয়া, সাদরে তাঁহার গাল টিপিয়া কহিলেন, "পাগ্‌লি, আমি কি ব'লছি ঐ স্ত্রীলোকটা বড় ঝগড়া করে?"

আশা অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "না তা কেন ব'ল্‌বে? তুমি ব'ল্‌লে যে তুমি শুনেছ ও কোন মন্দ স্ত্রীলোকের বাড়ী। তা যারা ঝগড়া করে তাদেরই ত মন্দ বলে? তবে ও স্ত্রীলোকদের বাড়ী তিনি যাবেন কেন? তবে ও কখনই তিনি নন। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে; আমরা আর কাকে অন্ধকারে তাঁর মত দেখে ভুল ক'রেছি।"

আশার কথা শুনিয়া ও তাহার মুখের ভাব দেখিয়া করুণার করুণ প্রাণে একটু ক্লেশ হইল। তিনি কহিলেন, "তাইত আমিও কিছু ঠিক ক'র্‌তে পারছি না; তবে বোধ হয় তিনি নন—আমাদের ভুল হ'য়ে থাক্‌বে।"

আশা কহিলেন, "আচ্ছা বাবা ব'লেছেন আজ তিনি আমাদের বাড়ী আসবেন—তা হ'লেই বোঝা যাবে।"

"হ্যাঁ ঠিক্ বলেছ; চল আমরা বাইরের ঘরের খড়্‌খড়ির ভিতর দিয়ে দেখে আসি, তিনি এসেছেন কি না।"

এই বলিয়া করুণা, আশার হাত ধরিয়া বাহির বাটিতে গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন,—রায় মহাশয় ও কৃপানাথ বৈঠকখানায় উপবিষ্ট আছেন; নানা সদালোচনা চলিতেছে,—এমন সময় সেই যুবক

সেখানে আসিয়া, সসম্ভ্রমে রায় মহাশয়ের পদধূলি লইয়া মস্তকে দিলেন। রায় মহাশয়ও বিশেষ সমাদরে তাঁহাকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া, কুশল প্রশ্নের পর কহিলেন, "বাবা, কাল তোমার দ্বারা আমি বিশেষ উপকৃত হ'য়েছি—এখনও তোমার পরিচয় জান্‌তে পারি নাই। তোমার নাম কি বাবা?"

যুবক কহিলেন, "আজ্ঞে আমার নাম—শ্রীবিলাসকুমার মুখোপাধ্যায়।"

রায়। বাড়ী কোথায়?

বিলাস। পৈতৃক বাড়ী ঢাকাজিলা বিক্রমপুরে ছিল; আমার পিতাঠাকুর ৺ কালীকান্ত মুখোপাধ্যায় অনেক দিন পর্য্যন্ত শান্তিপুরে বাস করেন—বর্ত্তমান বাড়ী শান্তিপুরে।

রায়। তোমার আত্মীয় স্বজন কে কে বর্ত্তমান আছেন?

বিলাস। এক ভগিনী ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ নাই—এক খুড়া আছেন তিনি সপরিবারে কলিকাতায় থাকেন।

রায়। আহা, এই বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হ'য়েছ? তোমার বাড়ীতে তোমার ভগিনী ভিন্ন আর কেউ থাকেন না?

বিলাস। কুলীন করা ভগিনী, তাঁর সন্তানগুলি নিয়ে বাড়ীতেই থাকেন। তাঁর স্বামীও মাঝে মাঝে এসে থাকেন।

রায়। তোমার এখানে কি উদ্দেশে থাকা হয়?

বিলাস। আজ্ঞে এখানে কাজ করি।

রায়। কি কাজ কর?

বিলাস। এই এক বৎসর হ'ল এখানে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এসেছি।

রায়। তা বেশ বেশ; অনেক কথা তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি—কিছু মনে ক'র না বাবা। বিবাহ হ'য়েছে ত?

বিলাস। আজ্ঞে না।—আপনি যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন; আপনি পিতৃতুল্য।

রায়। এখনও বিবাহ করা হয় নাই কেন? বিবাহ উপযোগী বয়স হ'য়েছে—অবস্থাও মন্দ নয়; তবে এ বিষয় তোমার মত কি—ব'ল্‌তে কোন আপত্তি আছে?

যুবক কি ভাবিয়া অবনত মুখে কহিলেন, "আপনার নিকট কোন কথা ব'ল্‌তে আপত্তি নাই। বিবাহ ক'র্‌তে আমার এখন ইচ্ছা নাই। অবস্থাও বড় স্বচ্ছল নয়। আজ কাল অল্প অর্থে, ভদ্র ভাবে সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করা বড় কঠিন। দু'শ টাকার বেতনে কি হবে,—পিতার কিছু কোম্পানীর কাগজ আছে; তারই সুদে কোন প্রকারে পিতার ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখা হয় এবং ভগিনীর সংসার খরচ নির্ব্বাহ হয়। আমি যা পাই তা আমার খরচ হয়ে আর কিছুই থাকে না। দরিদ্রদের কিছু না দিয়ে থাকা যায় না; আহা, তাদের দুঃখ দেখ্‌লে বড়ই প্রাণে ব্যথা লাগে। আমরা নিজেই দরিদ্র—এদের কতটুকুই বা উপকার ক'রতে পারি।"

রায় মহাশয় প্রীতিপূর্ণ স্বরে কহিলেন,—"তোমার কথা শুনে বড়ই সন্তোষ লাভ করলেম্; এমন সুবুদ্ধিমান্ দয়ালু ছেলে আজকাল মেলা ভার; ভগবান তোমায় দীর্ঘজীবী করে চিরকাল কুশলে রাখুন।"

বিলাসকুমার লজ্জাবনতমুখে বিনয় বচনে কহিলেন, "অনুমতি হ'লে এখন আসি।"

রায় মহাশয় কহিলেন, "এরি মধ্যে যাবে? ইনি আমার জামাতা—নাম কৃপানাথ চট্টোপাধ্যায়; ইনিও তোমার মত অতি সাধু ছেলে—আমার বড়ই প্রিয়; এঁর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লে তুমি সন্তুষ্ট হবে।"

রায় মহাশয়ের কথায় বিলাসকুমার কৃপানাথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া

ঈষৎ হাস্য করিলেন—কৃপানাথও সহাস্য বদনে তাঁহার প্রতি চাহিলেন। এইরূপ হাস্য বিনিময়ে পরস্পরের পরিচয় হইল।

রায় মহাশয় সস্নেহ বচনে বিলাসকুমারকে কহিলেন, "বাসায় আর কেউ নাই; বোধ হয় তোমার একা থাকৃতে কষ্ট বোধ হয়।"

বিলাসকুমার কহিলেন, "আজ্ঞে বাসায় আর কেউ নেই বটে, তবে আমি সর্ব্বদা পড়াশুনা করে থাকি বলে কোন কষ্ট বোধ হয় না। কাছারীর পর বাসায় এসে আর কোথাও যাই না—তবে মধ্যে মধ্যে বিশ্বনাথের আরতি দেখ্‌তে গিয়ে থাকি।"

রায়। শুনে বড় সুখী হলেম; তোমাদের মতন ছেলেদের অধ্যয়নে নিরত থাকাই কর্ত্তব্য। কাল তুমি আমার যে উপকার করেছ তা ভুল্‌বার নয়; আজ আমার আশা বেশ আছে—কালকের সে ভাব কিছুই নাই। বাছা আমার নিতান্ত সরলা। বিবাহের নামে পর্য্যন্ত বাছার ভয়; আজ পর্য্যন্ত পাত্রস্থ করিতে পারিনি। আর ঐ যোগিনী—আশ্চর্য্য যোগিনী! উনি যে বারংবার আমার বাছাকে কেন এমন করেন কিছুই বুঝিনা। ওঁকে দেখলেই বাছা আমার কেমন হয়ে পড়ে। ওঁর বিষয় তুমি কিছু জান?

বিলাস। আজ্ঞে বিশেষ কিছু জানি না।—তবে শুনেছি উনি আশ্চর্য্য লোক। ওঁর তত্ত্ব, গতিবিধি, প্রভৃতি আমি পূর্ব্ব হতেই অনুসন্ধান ক'র্‌ছিলেম—এখন হতে বিশেষ চেষ্টা ক'র্‌ব। আজ তবে আসি।

রায়। কাল রবিবার আছে; কাল মধ্যাহ্নে এখানে আহার ক'র্‌লে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হব—কাল তবে এস বাবা।

বিলাসকুমার সবিনয়ে সম্মতি জানাইয়া, রায় মহাশয়ের পদধূলি লইয়া, কৃপানাথের নিকট হাস্যবদনে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

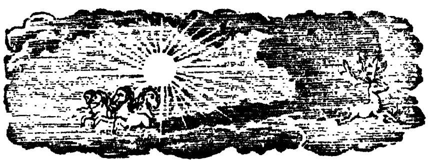
বিলাসকুমার প্রস্থান করিলে, রায় মহাশয় কৃপানাথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ছেলেটি দেখ্‌তে শুন্‌তে, বিদ্যাতে বুদ্ধিতে,—বড়ই ভাল। আজ কালকার দিনে এরূপ ছেলে দেখা যায় না।"

কৃপানাথ নীরবে বসিয়াছিলেন—কোন উত্তর করিলেন না।

করুণাবালা ও আশালতা এতক্ষণ কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিলেন। বিলাসকুমার চলিয়া গেলে আশালতা হর্ষোৎফুল্ল মুখে কহিলেন, "কেমন দিদি, আমাদের কি ভুল?—ইনি কখনই সে লোক নন।"

করুণাবালা ঈষৎ হাসিয়া আশার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "তাই ত, ঠিক ব'লেছ; এখন ঘরে চল। বিলাসকুমার ত চ'লে গেছেন—এখন আর কাকে দেখ্‌বে?"

আশা অন্যমনস্ক ভাবে করুণাদিদির সঙ্গে চলিলেন। যাইতে যাইতে আবার কহিলেন, "দেখ্‌লে দিদি, বাবা কত ভাল বাস্‌লেন? ইনি তিনি কেন হ'বেন?—ইনি খুব ভদ্রলোক।"



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শুভাগমন।

রায় মহাশয় প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত নানা দেশ, নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া, দেবদর্শন ও পিতৃলোকের কার্য্যাদি সমাধা করিয়া, শারদীয়া মহাপূজার পূর্ব্বে, নির্ব্বিঘ্নে দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের শুভাগমনে আত্মীয় স্বজনের, গ্রামস্থ লোকের, এবং ভৃত্য কর্ম্মচারী প্রভৃতির, আনন্দের সীমা নাই। লোক পরম্পরায় শুনা যাইতেছে—আশালতার শুভ বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে।—এই অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে। এ সংবাদে সকলেই মহানন্দে সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

সময়ে সকলি হয়। যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে বিবাহের নাম শুনিলে কাঁদিয়া আকুল হইতেন, সময়ের অনুবর্ত্তিনী হইয়া আমাদের সেই সরলা আশালতা, আপনি বিবাহে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।—পাত্র আমাদের সেই "খুব ভদ্রলোক"—ডিপুটীবাবু বিলাসকুমার। কমলাদেবীর আনন্দ রাখিবার স্থান নাই; তিনি এই শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানে স্ফূর্ত্তিযুক্তা হইয়া যেন নূতন লোক হইয়া গিয়াছেন।

আশালতার বিবাহের নানাবিধ উদ্যোগ হইতেছে। এই শুভবিবাহে আমোদের কোন অঙ্গই হীন হইবে না। গৃহিণী বাড়ী আসিয়া পণ্ডিত দ্বারা, বিবাহের সর্ব্বোত্তম শুভদিন স্থির করিয়াছেন;—আটই অগ্রহায়ণ বিবাহ হইবে।

রায় মহাশয়ের প্রশান্ত হৃদয়-সমুদ্রে সহজে তরঙ্গ উঠে না। বিবাহের

কথা স্থির হইলে তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া কহিয়াছিলেন, "তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

কৃপানাথ কর্ত্তার ইচ্ছায় আপনার চাকরীতে কয়েকদিনের জন্য অন্য লোক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের সঙ্গেই আসিয়াছেন। কৃপানাথকে কর্ত্তা পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন।—এই আনন্দের সময় তিনি কাছে না থাকিলে কি হয়!

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। কৃপানাথ আপন শয়নকক্ষে যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষায় পদচারণা করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে এক ছড়ি শেফালিকা পুষ্পহার হাতে করিয়া, প্রফুল্লমুখী করুণাবালা সহাস্যে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কৃপানাথ সহাস্যবদনে করুণার নধর হাত খানি ধরিয়া, পালঙ্কোপরি বসাইয়া আপনি তৎপার্শ্বে উপবেশন করিলেন; পরে কহিলেন, "সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যাবেলা একবার আমার লুকান অমূল্য ধন দেখতে আসি—তাতেও কি ভাই তোমার এত কৃপণতা? তুমি ভাই বড় কৃপণ।"

করুণাবালা কৃত্রিম অভিমান প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তা বটে, আর তুমি খুব দাতা। আমি ত তোমার কাছে চাই না; কিন্তু তুমি আমার এমনি দাতা যে যা দিই—তার লক্ষ অংশের এক অংশও প্রতিদান ক'রতে পার না।"

কৃপানাথ, করুণাবালাকে বাহুদ্বারা আবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "করুণা, সত্যই বলেছ। তোমার কাছে যে রত্ন পেয়েছি তার প্রতিদান ক'রতে পারি এমন আমার কি আছে? কিন্তু তোমায় না দেখলে থাকতে পারি না—দেখা দিতে এত কৃপণতা ক'র কেন ভাই।"

কৃপানাথ যখন আদরমাখা বচনে এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন করুণাবালা, বিশাল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, স্বীয় সুচারুমুখ খানি স্বামীর

বক্ষে রাখিয়া, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মুখপদ্মের প্রতি অনিমেষে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন, "প্রাণাধিক, জগতে ত এত দেখি কিন্তু কৈ তোমার মত এমনটি ত দেখি না। আমার ত আর কিছু নেই—সকলি ত তোমায় দিয়েছি; কিন্তু তবু তৃপ্ত হ'তে পার্‌ছি না। আর এমন ধন আমি কোথায় পাব যা তোমার এই সৌন্দর্য্যসাগরে নিমজ্জিত ক'রে পরিতৃপ্ত হ'ব?"

করুণাকে এইরূপে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, কৃপানাথ সাদরে তাঁহার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "অমন ক'রে কি দেখ্‌ছ সুন্দরি?"

করুণা কিছু অপ্রতিভ হইয়া সহাস্যে কহিলেন, "কি আর দেখব! —এই দেখ্‌ছিলেম তুমি দেখতে বড় কুশ্রী।"

কৃপানাথ বলিলেন, "তা কুশ্রী ত বটেই—কিন্তু নূতন কুশ্রী কি হ'লেম?"

করুণাবালা মুখ তুলিয়া কহিলেন, "তা হ'য়েছই ত; আগে তোমাকে এত কুশ্রী দেখাত না—যত দিন যাচ্চে ততই আমি তোমায় কুশ্রী দেখছি তা জান?"

"ও ভাই তোমার মিথ্যা কথা। ওর উল্‌টো কথাই কেন ব'লে ফেল না? বল—'প্রিয়তম, তুমি বড় সুশ্রী; দিন দিন তোমার সৌন্দর্য্য উথ্‌লে উঠ্‌ছে; তোমা থেকে আমার নয়ন ফিরাতে ইচ্ছা করে না।'—এই বলিয়া কৃপানাথ সাদরে করুণাবালার মুখে একটী চুম্বন করিলেন।—পরে আনন্দমাখা অতৃপ্ত নেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "সত্যই করুণা, এতক্ষণ তোমায় না দেখে আমার বড়ই কষ্ট হয়—দিনের বেলা দেখা ক'র্‌তে চাওনা কেন? তোমার তাই বড় বেশী লজ্জা। সমস্ত দিন এ কাজ ওকাজ করি বটে; কিন্তু সন্ধ্যাদেবীর আশাপথ চেয়ে থাকি।"

করুণাবালা হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা দেখ দেখি এই আশাটুকু কত সুন্দর! পাই, পাই, পাই না;—দেখি, দেখি, দেখি না। দূর হ'তে

তুমি দেখ আমি দেখি, তুমি হাস আমি হাসি—এটুকু কত মিষ্টি। আমাদের যখন রীতি নেই—তখন এই সামান্য বিষয়ের জন্য গুরুজনের অপ্রিয় কাজ ক'রে লজ্জাহীন হ'বার দরকার কি? আমরা এই দিনের বেলা দেখা করি না ব'লে গুরুজনেরা তোমার কত প্রশংসা করেন—তাতে আমার কত আনন্দ হয়। আর সর্ব্বক্ষণ আমার কাছে থাক না ব'লে তুমি কাজ কর্ম্ম ক'র্‌তে কত সময় পাও—তাতেও আমার কত আনন্দ।”

এই বলিয়া করুণাবালা উঠিয়া একখানি পুস্তকের মধ্য হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া, কৃপানাথের হাতে দিয়া কহিলেন, “এই বিলাসকুমারের আজকের চিঠি পড়ে দেখ।”

কৃপানাথ পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, “আজ দু' মাস পর্য্যন্ত তোমার কাছে প্রায়ই পত্র আস্‌ছে। আমি যতই তার চিঠি পড়ি—যতই তার বিষয় আলোচনা করি—ততই আমার মন খারাপ হ'য়ে পড়ে। যদিও তোমার প্রতি সম্মানের কিছুমাত্র ক্রুটী নাই; তবু প্রত্যেক পত্রের ভাব ভাষা যেন কেমন কেমন বোধ হয়; যেন ভুক্তভোগী পাকা লোকের মত—অবিবাহিত সরল যুবার মত বোধ হয় না। যদিও সরলতা, সাধুতা পত্রে প্রকাশ ক'র্‌তে কিছুমাত্র ভুল হয় না,—কিন্তু জানি না কেন সকলি যেন উপর থেকে উঠে উপরেই ভেসে যায়।”

করুণাবালা ঈষৎ চিন্তার সহিত কহিলেন, “কি জানি, তুমি ত দেখে অবধি কেমন খুঁৎ খুঁৎ কর। আমি ত কিছু বুঝি না।”

কৃপানাথ কহিলেন, “আমি কি সাধে ঐ রকম করি? সত্যই আমার প্রাণে সন্তোষ বোধ হয় না। সচ্চরিত্র যুবার কত উৎসাহ—কত তেজ—কত আনন্দ। কিন্তু তার জ্যোতিহীন মুখমণ্ডলে আমি নির্ম্মলতার লেশমাত্র দেখতে পাই না। পবিত্র যুবকহৃদয়ের প্রফুল্লতা

তুমি কি তার মুখে দেখ্‌তে পাও?—তার প্রভাহীন মুখের আনন্দ-হাসি কেমন বাহিরের বাহিরের বোধ হয় না কি?"

করুণাবালা করুণকণ্ঠে কহিলেন, "আমার ত ভারি ভয় করে; বড় ভাবনা হয়, যদি সে ভাল মানুষ না হয়—তবে কি হবে? আশা স্বর্গের দেবী। সে ত মন্দ বাতাস সইতে পার্‌বে না। আহা, সরলা সমুদয় প্রাণ ঢেলে ভাল বেসেছে। হায়, এখন আর ত কোন উপায় নেই; আশা যদি এখনও অমত করে—মেস মহাশয় তা হ'লে কখনই এ কাজ ক'রবেন না। কিন্তু তাকে ফিরান অসাধ্য।"

কৃপানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তুমি কি কোন দিন তার মন ফিরাবার চেষ্টা ক'রেছিলে?"

করুণাবালা বলিলেন, "হ্যাঁ আমি একদিন বলেছিলেম 'আশা, ভাল ক'রে না জেনে শুনে একজনকে প্রাণ ঢেলে ভালবাস্‌তে নেই। বিলাস-কুমার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে—তুমি তাকে ভালবেস না।' —তাতে সে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে শুষ্কমুখে ব'ল্‌লে 'দিদি, তুমি বুঝি আর তামাসা ক'র্‌বার কথা পেলে না? অমন সাধুলোকের নামে ওরূপ মিথ্যা-কথা দিয়ে তামাসা ক'র্‌তে নেই।—তুমি কি তাঁকে দেখনি—চেন না? আহা তিনি কত ভাল।' আমি তখন কথার ভাব বদলে একটু হেসে বল্‌লেম, 'আচ্ছা ধ'রে নাও আমি যা বল্‌লেম তাই যদি সত্য হয়—তা হ'লে কি তাকে বিয়ে ক'র্‌তে পার? যেমন ভালবেসেছ তেমনি ভাল বাসতে পার?' (তাতে সে একটু হেসে ব'ললে, 'দিদি, আবার ভাল মন্দ বিচার ক'রে কি ভালবাসতে হয়? তা ত আমি জানিনি। আমি ত তোমায় সবই ব'লেছি। তিনি আমার কেউ নন তবু আমি তাঁকে কত ভালবাসি। তিনি ভাল হ'ন মন্দ হ'ন আমি তাঁকে চির-কালই ভালবাসব। তুমি কিছু ভেব না দিদি, আমি জানি তিনি খুব

ভাল লোক।'—শুন্‌লে? পবিত্রা সরলাবালা আপনাকে হারিয়ে ভালবেসেছে। কি জানি এর পরিণামে কি হ'বে!"

কৃপানাথ বলিলেন, "ভগবান্ করুন আমাদের এ আনুমানিক ভয় যেন মিথ্যা হয়। যা হ'বার তা হবে।—বেশ চমৎকার মালা ছড়াটি ত? কে গাঁথলে?"

করুণাবালা মধুর হাস্যে কহিলেন, "এ মালা যত্ন ক'রে আজ আমিই গেঁথেছি; আজ আবার আমার ফুলশয্যা—তা বুঝি জান না?"

কৃপানাথ হাসিয়া কহিলেন, "বটে? কার সঙ্গে ভাই?—বর কে?"

করুণাবালা কহিলেন, "বর একজন চোর—আমার মন চুরি ক'রে নিয়েছে, কাজেই আমি তাকে বর মনোনীত করেছি। সেই নূতন বরকেই মালা পরিয়ে দিলেম।"—এই বলিয়া হাস্যমুখী করুণাবালা মৃণাল হাতখানি বাড়াইয়া কৃপানাথের গলায় পুষ্পহার পরাইয়া দিলেন —কৃপানাথ ও করুণার কোমল হাত দুটি সাদরে ধরিয়া গোলাপ গণ্ডে মধুর চুম্বন প্রতিদান করিলেন।

"ছিঃ! আমায় ছেড়ে দাও; দয়া ক'রে বর ক'রলেম বলে বুঝি? কেন তুমি আমার গায় হাত দিলে?" করুণাবালা মুখ ফিরাইয়া সরিয়া বসিলেন।

"অত রাগ কর কেন ভাই!—তুমি আমায় মালা পরালে কেন?—রাগ কর ত এই মালা তোমার খোপায় পরিয়ে দিই।" এই বলিয়া কৃপানাথ গলদেশ হইতে মালা খুলিয়া করুণাবালার কবরীতে পরাইয়া দিলেন।

করুণাবালা উঠিয়া কহিলেন, "আমি তবে এই রাগ ক'রে চ'ললেম।" করুণাবালা গমনোদ্যতা হইলে কৃপানাথ তাঁহার হাত ধরিয়া কহিলেন,

"তুমি যখন এত রাগ ক'রে চল্‌লে, তখন আমিও রাগ ক'রে একটী চুমো দিলেম।"

"আঃ কি কর"—বলিয়া করুণাবালা হাস্যাননে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। কৃপানাথও প্রফুল্ল-হৃদয়ে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিলেন।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণচন্দ্র আজ বুঝি রাহুতে গ্রাসিল।

অসীম শক্তিস্তম্ভ হিমগিরি আকাশ ভেদ করিয়া, উন্নত শিরে অত্যাশ্চর্য্যরূপে কে জানে কত শত যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান। অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি সুন্দরীর গাম্ভীর্য্যময় ঘন সৌন্দর্য্যসমষ্টি একত্রিত হইয়া, সৃষ্টিকর্ত্তার মহিয়সী শক্তির স্তবে নিরত। এই মহান্ স্তবস্বরে ক্ষুদ্র স্তুতিসুর মিলাইয়া, সংসারবিরাগী কত সাধু সাধ্বিগণ সিদ্ধমনোরথ হইয়া স্বর্গবাসী হইয়াছেন। এ অতুলনীয় দেববাঞ্ছিত স্থানে উপস্থিত হইলে, ক্ষুদ্র ধূলির সংসার কত নিম্নে থাকে। ক্ষুদ্র মানব এস্থান স্পর্শে কত মহৎ হইয়া পড়ে—ক্রমে দেবতা হইবার বাঞ্ছা করে। মর্ত্তের মরণশীল মানব এস্থানে আসিলে যেন অমরত্ব লাভ করে। শক্তিজ্ঞান, পুণ্যপ্রেম, ভক্তি বিশ্বাস, মুক্তি মোক্ষ দানের নিদান ভূমি—যোগী ঋষি দেবদেবিগণের পবিত্রত্বময় আসন—দেবতাত্মা গিরিরাজ! সার্থক তোমার জগতে আগমন; শত ধন্য তুমি, আর সহস্র ধন্য তোমার সৃষ্টিকর্ত্তাকে!

এই সৌন্দর্য্যময় স্তম্ভোপরি, সুবিস্তৃত বিচিত্র উপলখণ্ড উপরে শত সন্ন্যাসিনী সমাসীনা। সৌন্দর্য্য মাঝে সুন্দরী! গাম্ভীর্য্য মাঝে গম্ভীরা! পবিত্রতা মাঝে পবিত্রা!—যোগাসনে যোগিনী। আ মরি মরি কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! মধ্যস্থানে আমাদের সেই পরিচিতা যোগিনী দেবী উপবিষ্টা। সকলেই স্থির ধীর অবিচলিত ভাবে সচ্চিদানন্দ যোগেশ্বর শ্রীহরির ধ্যান-যোগে নিয়োজিতা। সকলেরই বদনারবিন্দে মহানন্দ উদ্ভাসিত।

সন্ধ্যাদেবী আপন কোমলতাময় দ্রব্যগুলি লইয়া দেবীদিগকে সাদরে বরণ করিলেন।

আমাদের পরিচিতা দেবী সহসা শিহরিয়া উঠিলেন!—নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া আপন মনে কহিলেন, "পূর্ণচন্দ্র আজ বুঝি রাহুতে গ্রাসিল!"

যোগিনীর সঙ্গিনী সেই দ্বিতীয়া যোগিনী জানি না কি বুঝিলেন, চমকিত অন্তরে কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তবে কি হবে?"

যোগিনী দেবী ধীরভাবে কহিলেন, "নারায়ণের যাহা ইচ্ছা" এই বলিয়া পুনরায় নয়ন নিমীলিত করিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে আবার প্রতিধ্বনিতে সানুদেশ পূর্ণ করিয়া কহিলেন, "উঃ আশ্চর্য্য দেবের লীলা; পূর্ণচন্দ্র আজ তবে রাহুতে গ্রাসিল!"



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

এক পক্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে; বিলাসকুমারের সহিত আশালতার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রায় মহাশয় যতদূর সম্ভব যৌতুকাদি দিয়া, হীরামুক্তাজড়িত স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া, অমূল্য কন্যারত্ন বিলাসকুমারের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য গৃহিণীর ইচ্ছায় এ বিবাহে আমোদ আহ্লাদ যত প্রকার হইতে পারে—তাহার কিছুই ত্রুটি হয় নাই। দান প্রভৃতি সৎকার্য্যও যথেষ্ট হইয়াছে। আত্মীয় কুটুম্বে এখনও বাড়ী পরিপূর্ণ—সকলেই আনন্দিত। গৃহিণী সকল শোক-তাপ ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্নেহময় অন্তরে আর আনন্দ ধরে না! তাহা আর হইবে না? তাঁহার একমাত্র আশাস্থল, নয়নের মণি, আশারাণী আজ মনোমত পতিপাশে প্রেমভরে সোহাগিনী! কিন্তু রায় মহাশয়ের মহোচ্চ হৃদয়ে এজন্য কিছুমাত্র আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশিত নাই; বরং আশার পূর্ব্বের অবস্থাই যেন কত সুখের ছিল বলিয়া তাঁহার মনে হয়। কৃপানাথ ও করুণাবালাকেও তেমন সন্তোষ দেখা যায় না।

আর আশা? মনোমত পতি পাইয়া তিনি কেমন আছেন? তিনি পূর্ব্বমতই হাসেন খেলেন, আমোদ আহ্লাদ করেন; কিন্তু যেন মনে হয় সৌরভযুক্ত, নিষ্কলঙ্ক, অতি নিভৃত, হৃদয়পদ্মে একটী মসী-রেখা অঙ্কিত হইয়াছে! তাই এত আনন্দের মধ্যেও একটু কেমন কেমন ভাব আসিয়া পড়িয়াছে।

বিলাসকুমার একমাসের বিদায় লইয়া আসিয়াছিলেন—বিদায় ফুরাইয়া আসিয়াছে; কল্য আশালতাকে লইয়া যাইবেন। গৃহিণী, জয়কালী ঠান্‌দির দ্বারা, আশাকে রাখিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন—কিন্তু জামাতা কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না।

আশা আজ লোক চক্ষুর অন্তরে নির্জ্জনে ফিরিতে প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু সকলেই আজ তাঁহাকে চক্ষুর সম্মুখে রাখিতে ইচ্ছুক, তাই তিনি ইচ্ছা সত্বেও নিভৃতে স্থান পাইতেছেন না। আজ তাঁহার ইন্দুবদনখানি বড় ম্লান—আকর্ণ নেত্রদ্বয় আরক্তিম! আশা ধীর পদে পিতার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পিতার শয্যায় শয়ন করিয়া, উপাধানে মুখ লুকাইয়া, গভীর ক্রন্দনে নিরতা হইয়া পড়িলেন।

রায় মহাশয় কোন দিনও এরূপ সময় বাড়ীর ভিতর আসেন না; কিন্তু আজ এমন সময় একবার আশারাণীকে দেখিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল। রায় মহাশয় কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক আশাকে তদবস্থায় দেখিলেন। তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়-সমুদ্রে বুঝি ঈষৎ তরঙ্গ উঠিল। তিনি উদ্বেলিত প্রাণে ঈষৎ উচ্চরবে ডাকিলেন, "মা আশা, এমন সময় শুয়ে কেন?"

"বাবা এসেছ!" দুই হস্তে নয়নদ্বয় মুছিয়া "বাবা এসেছ!" বলিয়া আশালতা উঠিয়া বসিলেন।

রায় মহাশয় আশার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আশা পিতার প্রশান্ত বদনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "বাবা, আজ তুমি এমন সময় বাড়ীর ভিতর এলে যে? তোমার সন্ধ্যা আহ্নিক সব হ'য়ে গেছে কি? এত শীঘ্র কোন দিন ত হয় না?"

রায় মহাশয় দীপালোকে দেখিলেন, আশার বদনে হাসি—কিন্তু রক্তিমাভ নয়ন যুগল এখনও অশ্রুপূর্ণ! রায় মহাশয় আশার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এমন সময় শুয়েছিলে কেন মা?"

"বাবা, এই কয়দিন তোমার বিছানায় মোটে শুইনি—" ভারাক্রান্ত নয়নে ধারা বহিল! আশা অশ্রু সম্বরণের চেষ্টায় সহসা নীরব হইলেন।

রায় মহাশয় স্বর মার্জ্জিত করিয়া কহিলেন, "তুমিত জান মা—আমি কান্না ভাল বাসিনা। তুমি মা আমার হাসির রাণী,—তবে আজ কান্না কিসের? তোমার কিসের দুঃখ মা?"

"না বাবা কান্না কিসের? তোমার মত বাপের দুলালী আমি। দুঃখত কথনো জানিনি—তাই বাবা কথনো কাঁদিনি!" বাষ্পে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, আশা আর বলিতে পারিলেন না! পিতার বক্ষে মুখ লুকাইলেন।

রায় মহাশয়ের বিশাল হৃদয় আন্দোলিত হইল—কিন্তু মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ লাভ করিল। তিনি ধীর ভাবে কহিলেন, "মা উঠে বসে আমার সঙ্গে কথা কও।" আশা পিতৃ আজ্ঞায় উঠিয়া বসিয়া, পিতার স্নেহ বিজড়িত পুণ্যোজ্জ্বল বদনের প্রতি প্রীতি-নয়নে চাহিয়া, তাঁহার আদেশ শ্রবণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রায় মহাশয় কহিলেন, "মা, কাল তুমি এথান থেকে যাবে! বিলাসের ঘরে কেউ নেই; তুমিই গিয়ে গৃহিণী হ'বে। গৃহিণীর কত দায়িত্ব, কত কর্ত্তব্য তা আর তোমায় বেশী বলে দিতে হ'বে না। তুমি মহাভারত প্রভৃতি উপদেশ পূর্ণ মহাগ্রন্থ সকল পড়েছ। শুধু পড় নাই, আমি বেশ জানি, সকল বিষয়ই তুমি ধারণা ক'র্‌তে পার। আপনার সর্ব্বকামনা বিনাশ ক'র্‌তে না পার্‌লে গৃহিণী হওয়া যায় না। ভোগ বিলাস, সুখ স্বার্থ, সঙ্গে নিয়ে যে গৃহিণী সংসারে প্রবেশ করেন, তিনি অল্প কালের মধ্যেই সে গৃহ সংসারে সংহারকারিণী হ'য়ে দাঁড়ান। ঋষিগণ বলেছেন যে সংসার ধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের সাধন প্রণালী—দেবতার চরণে আপনার সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে, মহাসহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক সেবাব্রত গ্রহণ করা, "আপনাকে

পরের করা ; পরকে আপনার করা"—এ যিনি ক'র্‌তে পারেন, তিনিই দেবপ্রসাদ লাভ ক'রে চির সুখী হন। নিষ্কাম কর্ম্ম করাই এই সংসার ব্রতের একমাত্র মোক্ষধর্ম্ম ; ইহাই সার বাক্য। তোমায় আর বেশী বল্‌ব কি মা ? তুমি দেবতার প্রিয় ! মা সর্ব্বমঙ্গলা তোমার এই সংসার ব্রতের সহায় হ'ন।"

আশালতা এতক্ষণ ছল ছল নেত্রে, পিতার ভক্তি দয়া, স্নেহ প্রীতি ও জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিত, প্রশান্ত বদনের প্রতি চাহিয়াছিলেন। পিতার বাক্য সমাপ্ত হইলে, গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বিষাদপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "বাবা, পরকে কি আপনার করা যায় ? পর কি কখন আপনার হয় ?"

তাঁহার বাক্য শেষ না হইতেই কমলাদেবী আসিয়া কহিলেন, "ও মা, এই যে এখানে ! আমি সাত পৃথিবী খুঁজে বেড়াচ্ছি। অনেক রাত হয়েছে,—আয় মা, খাবি আয়।"

"যাও মা, খাও গিয়ে।" এই বলিয়া রায় মহাশয় বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। গৃহিণীও আশালতাকে আহারের স্থানে লইয়া গেলেন।

রজনী প্রভাত হইল। আজ দ্বিপ্রহরের মধ্যে আশালতা স্বামীর আবাসে যাত্রা করিবেন। প্রাতঃকাল হইতে নানা প্রকার আয়োজন হইতেছে।

আশালতা শয্যা হইতে উঠিয়াই করুণাদিদির নিকট গিয়া দেখিলেন, করুণাবালা তখনও আপন গৃহের বাহির হন নাই। ম্লান মুখে, অশ্রুসিক্ত নয়নে আপন শয্যায় বসিয়া আছেন। আশা গৃহে প্রবেশ করিয়া নীরবে করুণাদিদিকে কোমল বাহুপাশে বেষ্টন করিলেন। করুণাও করুণ নয়নে আশার ইন্দুবদনের প্রতি দৃষ্টি করিলেন,— মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার কোমল হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া অজস্র

অশ্রুধারা আশার এবং আপনার দেহ সিক্ত করিতে লাগিলেন। করুণা আজ শত চেষ্টায়ও অশ্রুবেগ সম্বরণে সমর্থা হইলেন না। গৃহিণী কন্যার সন্ধানে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদের তদবস্থায় অবলোকন করিয়া আপনিও অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সন্তপ্তপ্রাণ উথলিয়া উঠিল। তিনি প্রাণ পুত্তলীর পার্শ্বে বসিয়া, শান্ত করিতে গিয়া, আপনি অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে দুই এক করিয়া অনেকে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কেহই শুষ্ক নেত্রে থাকিতে পারিলেন না!

জয়কালী দেবী কহিলেন, "জামাইয়ের সঙ্গে মেয়ে যাবে, এ ত আনন্দের বিষয়। আমরা এই যে পোড়া কুলীনে পড়ে চিরকাল তোমাদের পুড়িয়ে থাচ্ছি—এতে কি তোমাদের সুখ আছে? সাত সতিনের সতিন না হ'লে, সকলেই শ্বশুর বাড়ী যায়। তার আর কান্না কিসের? ওঠ, বৌ ওঠ; সব গোছ হয়েছে কিনা দেখ গিয়ে!"

ক্ষান্ত ঠাকৃরুণ কহিলেন, "তাইত, যাও মা যাও; কাঁদ্‌তে নেই অমঙ্গল হ'য়!"

ক্ষান্ত ঠাকৃরুণের কথায় গৃহিণী চমকিয়া উঠিলেন, "অমঙ্গল হয়?" গৃহিণী সত্বর অশ্রুধারা মুছিয়া ফেলিলেন। রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, "করুণা, চোখের জল শিগ্গির মুছে ফেল মা। যাও, আশাকে ভাল করে সাজিয়ে দাও।" করুণা চক্ষু মুছিয়া আশার হস্ত ধরিয়া সাজাইতে লইয়া গেলেন। গৃহিণীরাও কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

যথা সময় আহারাদি সমাপ্ত হইয়া গেল—সকলি প্রস্তুত। দ্রব্যাদি দুই তিন খানা গাড়ীতে উঠান হইয়াছে। একজন কর্ম্মচারী, একজন দ্বারবান, একজন চাকর, লক্ষ্মী ঝি, আর গোষ্ঠদাস সঙ্গে যাইবে। তাহারা দুই খানা গাড়ীতে দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়া গেল। বিলাসকুমার

ও আশা গমনোদ্যত হইলেন, বাটীস্থ ঝি চাকর পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাদের সমীপে দণ্ডায়মান। সকলেরই বদনে বিষাদের ছায়া! গৃহিণী সে স্থানে ছিলেন না; করুণাবালা উপর হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন। কমলাদেবীর নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ—কিন্তু অমঙ্গলের আশঙ্কায় এখন আর তাহাতে অশ্রু নাই! তিনি একবার তৃষিত নয়নে জামাতা ও কন্যার যুগল-মূর্ত্তি দেখিলেন। কিন্তু শীঘ্রই আবার তাঁহাকে অশ্রুভারাক্রান্ত নয়ন নত করিতে হইল; কারণ যদি চক্ষে জল পড়ে, অমঙ্গল হইবে যে! গৃহিণী অতি কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া আশাকে একবার হৃদয়ে ধরিলেন। রায়মহাশয় পশ্চাৎ হইতে কহিলেন, "আর সময় নাই!" গৃহিণী বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি সুবর্ণ কবচ আশার গলদেশে পরাইয়া, তাঁহার কানে কানে গোপনে কি কহিয়া দিলেন।

পরে আশালতা মাতার পদধূলী লইয়া ভক্তিভরে মাথায় দিলেন। ক্রমে সকল গুরুজনদিগকে যথাযোগ্য প্রণাম করিলেন। সকলেই প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর একবার করুণাদিদির কণ্ঠ বেষ্টন পূর্ব্বক পদ্মমুখে চন্দ্র মুখ রক্ষা করিলেন। করুণাদিদিও সাদরে সোণার শশীমুখে একটী চুম্বন করিলেন। সকলি হইল, কিন্তু পিতার দিকে আশা আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না! কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে, অতি কষ্টে, অগ্রসর হইয়া পিতার চরণ তলে বসিয়া পড়িলেন। মহাত্মা পিতার চরণযুগলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক— কিছুক্ষণ অবধি সেই অবস্থায় থাকিয়া, বুঝি বা সর্ব্বমঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। পিতা বুঝিলেন, তাঁহার পদদ্বয় অশ্রুজলে ধৌত হইতেছে। তিনি হৃদয়-কন্যাকে উত্তোলন পূর্ব্বক শিরে হস্তার্পণ করিয়া অন্তরে অন্তরে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিলাসকুমারও যথা সম্ভব প্রণাম সম্ভাষণ করিলেন। পরে সকলে "দুর্গা-শ্রীহরি" উচ্চারণ করিয়া

তাঁহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। জয়কালী ঠাকুরুণ ও কৃপানাথ রেলে তুলিয়া দিতে তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। করুণাবালা সাশ্রুলোচনে গৃহিণীর হস্ত ধরিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। অন্যান্য সকলেই চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৃহিণীর সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহিণী বদনে বস্ত্রাবৃত করিয়া মৃত্তিকায় শুইয়া পড়িলেন।

রায়মহাশয়ের প্রশান্ত হৃদয়-সমুদ্র আন্দোলিত হইয়া তাহাতে অসংখ্য বিচিমালা খেলিতে লাগিল। তিনি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া "এই স্বর্ণপ্রতিমার অভাবে এ গৃহে প্রকৃতই আজ বিজয়া হ'ল!" ধীরে ধীরে এই কথা বলিয়া মৃদু পদক্ষেপে আপনার নির্জ্জন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কেন এমন হ'ল।

প্রায় তিনমাস অতীত হইল,—গৃহের তৃপ্তিদায়ক আনন্দ-প্রদীপ, আশারাণী, রায় মহাশয়ের সুবৃহৎ ভবন অন্ধকার করিয়া স্বামী সঙ্গে গমন করিয়াছেন। তাই এ গৃহের সকল আনন্দ, সকল শান্তি, আনন্দদায়িনী আশারাণীর সঙ্গে গমন করিয়াছে। আছে কেবল আশালতার মধুর স্মৃতি, এবং তাঁহারই সংক্রান্ত আলোচনা। তাঁহাকে আনিবার জন্য কাশীতে দুইবার লোক পাঠান হইয়াছিল—কিন্তু তাঁহারা বিলাসকুমারের কর্কশ কথা শুনিয়া ম্লান মুখে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আশালতাও গিয়া অবধি কেবল করুণাবালাকে একখানি মাত্র চিঠি লিখিয়াছেন। সে পত্রখানিও কেমন এক প্রকার নূতন ভাব পূর্ণ! তাহার ভাবা করুণাবালা সম্যক্ রূপে ধারণা করিতে না পারিয়া অন্তরে বড়ই ক্লেশ পাইয়াছেন। করুণাবালা নির্জ্জনে অশ্রুমোচন পূর্ব্বক দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কেন এমন হ'ল?"

এই তিন মাস পর্য্যন্ত গৃহিণী সর্ব্বক্ষণই অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, অর্দ্ধাহারে, অর্দ্ধনিদ্রায়, মণিহারা ফণিনীর ন্যায়, অস্থির চিত্তে দিন কাটাইতেছেন। কেবল প্রাণ-পুত্তলী আশালতার নিমিত্ত নানা দেবদেবীর নিকট কায়মনে মানসিক করিতেছেন। তাঁহার ব্যথিত কাতর প্রাণে কেহ সান্ত্বনা করিতে গেলে ব্যাকুল কণ্ঠে কহিয়া থাকেন, "হায়! আমি অবোধ, কিছুই বুঝি নাই, কেন এমন সাধ ক'রেছিলেম! আমারই অপরাধের

বুঝি এই ফল! কিন্তু এ সাধ ত সকলেই ক'রে থাকে—তবে কেন এমন হ'ল?"

গভীর ধ্যানপরায়ণ রায় মহাশয়ের প্রশান্ত বদনে কোন প্রকার মলিন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। কেবল তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য আরও সমধিক গম্ভীর হইয়াছে মাত্র!

মাঘমাস,—বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। রায় মহাশয় এই মাত্র আহার করিয়া আপনার নির্জ্জন কক্ষমধ্যে একখানি কাশ্মীর শীতবস্ত্রে অঙ্গ আবৃত করিয়া নীরবে চেয়ারে বসিয়া আছেন। নিকটে টিপয়ের উপর, রৌপ্যময় পাত্রে সজ্জিত তাম্বুল, ও একখানি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ রহিয়াছে। জানি না তাঁহার সুমহৎ অন্তঃকরণ কোন চিন্তায় সমাহিত! ভোলানাথ খানসামা তাঁহার কক্ষের নিকটবর্ত্তী বারান্দায় বসিয়া ঢুলিতেছে। তাহার মস্তক পার্শ্ববর্ত্তী দেয়ালে বারংবার আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে। আঘাত পাইয়া সে এক একবার লোহিত বর্ণের লোচনদ্বয় অর্দ্ধ উন্মীলিত করিতেছে—আবার পরক্ষণেই পূর্ব্ব অবস্থাপন্ন হইতেছে। এস্রাজ সিং দ্বারবান্ ভোলার গাত্রস্পর্শ করিয়া ডাকিল। ভোলা সুখনিদ্রা-ব্যাঘাতকারী দ্বারয়ানজীর প্রতি বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "কি বল্‌ছ?"

দ্বারবান একখানি ডাকচিঠি ভোলার হাতে দিয়া কহিল, "মহা-রাজকো পাশ লে যাও!" ভোলা হাই তুলিতে তুলিতে "এই জন্যে এত খোঁচা খুঁচি!" এই বলিয়া চিঠি লইয়া, ধীরে ধীরে রায় মহাশয়ের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, চিঠিখানি রায় মহাশয়ের সম্মুখস্থিত টিপয়ের উপর রাখিয়া একটু দাঁড়াইল। রায় মহাশয় একবার ভোলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পত্রখানির প্রতি দৃষ্টি করিলেন। ভোলা কোনরূপ আদেশ না পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে পুনর্ব্বার যথাস্থানে গিয়া পূর্ব্বাবস্থাপন্ন হইল।

রায় মহাশয় পত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া আশালতার হস্তাক্ষর দৃষ্টে ঔৎসুক্যের সহিত পড়িতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

বাবা, তোমরা ভাল আছ ত? আমি তোমাদের এখন চিঠি লিখ্‌তে পারিনি। আমি এখন 'পরের' হ'য়েছি! পরের হলে কি আপনার ভোলা যায় বাবা? আপনাকে ভুলে পরের হতে বলেছ—তা বোধ হয় পারা যায়। কিন্তু "আপনারকে" এত শীঘ্র কি ভোলা যায় বাবা? আচ্ছা বিবাহ না ক'রে কি পরের হওয়া যায় না? আহা সে কেমন সুন্দর—কত সুখের!

আহা মা আমার না জানি কত কষ্ট পাচ্ছেন! তাঁকে বুঝিয়ে বলো বাবা—আমি পুণ্য ধর্ম্ম ক'র্‌তে এসেছি; আমার জন্য কেন কষ্ট ক'র্‌বেন। তুমি ব'লেছ, স্ত্রীলোক বিবাহিতা হ'লে স্বামী গৃহেই তার ধর্ম্ম-কর্ম্ম পুণ্য-তপস্যা সকলি হয়! কিন্তু—না—না বাবাগো, কেন এমন হ'ল? ইতি

তোমার আশা।

রায় মহাশয় পত্র পাঠ করিয়া কিছু বিচলিত হইলেন। তিনি অস্থির ভাবে উঠিয়া কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। পরে ভোলানাথকে ডাকিয়া কহিলেন, "কৃপানাথকে ডাকিয়া আন।"

কৃপানাথ আসিবামাত্র রায়মহাশয় কহিলেন, "কৃপা, কাল মধ্যাহ্নের গাড়ীতে তুমি, কান্ত পিসি, আর রঘু দ্বারবান—এই কয়জনে আশাকে আন্‌তে কাশীধামে যাত্রা কর। বিলাস কেন যে তাকে পাঠাচ্ছে না, কিছুই বুঝি না। আশা—আশা বড় ছেলে মানুষ না, কৃপা?"

কৃপানাথ অবনত মস্তকে কহিলেন, "আজ্ঞে তা বইকি?"

রায় মহাশয় আবার কহিলেন, "তাইত! সে এখনও বড় ছোট। বড় না হ'লে স্বামী কিম্বা গৃহ কিছুই বোঝে না! তবে কালই যেও

বাবা। যাবার সময় বিলাসকুমারের নিকট আমার চিঠি নিয়ে যেও। টাকা কড়িও কিছু নিয়ে যেতে হবে। বিলাসকুমারকে ব'লে ক'য়ে অন্ততঃ দুই তিন দিনের জন্যেও সঙ্গে এন—না হ'লে গৃহিণী বড় দুঃখিতা হবেন! প্রথমবার নাকি জোড়ে আস্‌তে হয়।—তবে যাও সব ঠিক কর গিয়ে। বুঝ্‌লে ?"

কৃপানাথ "যে আজ্ঞে" বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

রায় মহাশয় কিছু অস্থিরতার সহিত, ঊর্দ্ধে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তাইত, কেন এমন হ'ল!"



তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

বিন্ধ্যাচলশিখরে, সুবিস্তৃত বটবৃক্ষমূলে, সমতল প্রস্তরখণ্ড উপরে, শ্বেতকায়া জটাজূটধারিণী যোগিনী দেবী পদ্মাসনে সমাসীনা।

প্রভাতাভাসে, তমোনাশক জ্যোতিঃপ্রকাশের প্রথমে, সুস্নিগ্ধ সমীরণ, শোভনীয় শ্যামল বৃক্ষপত্র কম্পিত করিয়া, সৌরভময় পুষ্পগন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক মঙ্গল বার্ত্তা বহন করিতে ধীরে ভূমণ্ডলে প্রবাহিত হইল। অল্পক্ষণ মধ্যে পূর্ব্বাকাশমণ্ডল শুভ্র আবরণে আবৃত হইল; পূর্ব্বাম্বরস্থিত কিরণজাল পৃথিবীপৃষ্ঠে বিস্তৃত হইল। অমনি বিহঙ্গকুল জয় জয় রবে জ্যোতির্ম্ময়ের সুমঙ্গল সঙ্গীত গাহিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সুনির্ম্মল ভানু সুবর্ণবর্ণে সুকোমল শিশুতনুতে বিকশিত হইয়া, মধুর হাস্যে সকল দিক হাসাইল।

এই মধুর সুপ্রভাতে শোভাময়ী দেবী অনুরাগরঞ্জিত নয়নযুগল উন্মীলন পূর্ব্বক, সুদূরস্পর্শী সুধাময় সঙ্গীত লহরীতে দিঙ্‌মণ্ডল উল্লাসিত করিয়া মধুর রবে গাহিলেন,—

"জয় জয় জ্যোতির্ম্ময় নারায়ণ,
যোগিজন-হৃদিরমণ।
তব প্রভা ভানু পেয়ে, ভুবন ভরিল কিরণজালে,
গাহিল বিশ্ব প্রকাশিয়ে 'ধন্য ধন্য জগন্নাথ,
তমোহরণ কারণ।'

দেখিল ভকত নয়ন মেলে, প্রথম উদয় হৃদয়-থালে,
আলোকে আঁধার গেল চলে;
পূর্ণানন্দে নন্দ পেয়ে, বলে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে,
'থাকহে দেবতা মম মনোরঞ্জন।'

পরে পুলকিত তনুতে, প্রেম গদ্গদ কণ্ঠে, কহিলেন, "সুধার সাগর দেবতা আমার, শুধু তোমার জন্যই ত বেঁচে আছি। ধন্য প্রভু, তোমার জয় হউক। তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক; এই সুপ্রভাতে সহায় হও; আমি তোমার ঐ দেবারাধ্য অভয়চরণে শরণ নিয়ে প্রণাম করি।" এই বলিয়া ভক্তিরসে আপ্লুতা হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে, বিনয়নম্র মস্তকে, আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে কমণ্ডলুস্থিত জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে সেই সুরম্যস্থানে পদচারণা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আপন মনে কহিলেন, "ক্ষমার ও দয়ার আজ প্রাতঃকালেই এই খানে মিলিত হ'বার কথা। ঠাকুরের আশ্চর্য্য লীলা এদের প্রতি! আহা! ক্ষমা সত্যই ক্ষমাময়ী, দয়া যথার্থই দয়াময়ী। এদের প্রাণ জগতের দুঃখে সদাই তাপিত; প্রেমাপ্লুত অশ্রুধারা মানবের ক্লেশে নিরন্তর প্রবাহিত।"

তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতে ক্ষমাদেবী ও দয়াদেবী আসিয়া ভক্তিভরে দেবীর চরণকমলে প্রণতা হইলেন। "কৃষ্ণদাসী হও"—বলিয়া দেবী সাদরে আশীর্ব্বাদ করিলেন। উভয়ে উঠিয়া সজল-নয়নে দেবীর প্রভাময় পবিত্র পঙ্কজ বদনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইলেন। দয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "দেবি, কৃপানয়নে চাও; তুমি ভিন্ন কে সেই যাতনা ক্লিষ্ট সরল-প্রাণে শান্তি দিতে সক্ষম হ'বে?"

ক্ষমা ক্ষেদময় স্বরে কহিলেন, "দেবি, নিষ্কামকামনা নিষ্ফল হ'বার কারণ কি? তবে কি বিধাতার প্রার্থনার সৃষ্টি নিষ্প্রয়োজন?"

দেবী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "কর্ম্মফল কার্য্যে পরিণত হওয়া বিধির অলঙ্ঘনীয় বিধান। অগ্নিতে হাত দিলে দগ্ধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বিধাতার এ নির্দ্দেশ নিশ্চয়ই সিদ্ধ হ'বে, স্থির জেন।"

ক্ষমাদেবী কহিলেন, "তাই যদি স্থির, তবে প্রার্থনার প্রয়োজন?"

দেবী। মোহান্ধ, 'আমি'—অভিভূত, বাসনা-মণ্ডিত, ক্ষুদ্র, অক্ষম মানবের প্রার্থনা স্বভাব সিদ্ধ কার্য্য। সকল কার্য্যেই প্রথম প্রার্থনার প্রয়োজন। শিশু মার কাছে সকল দ্রব্যই যাচ্ঞা করে;—মা বুঝে, শিশুর বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করেন। মার এই কার্য্যের দ্বারাই শিশু ক্রমে আপনার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর আবশ্যকতা অনাবশ্যকতা শিক্ষা করে। সেই রূপ প্রথম শিক্ষায় প্রার্থনার প্রয়োজন। 'আমি' পৃথক্ ভাবে থাক্‌তে গেলেই অনন্তের কাছে ক্ষুদ্র 'আমার' অনেক আকাঙ্ক্ষণীয় আবশ্যক আছে।—কাজেই প্রার্থনা না ক'রে জীব যাবে কোথা?

দয়া। তবে কি প্রার্থনাও জীবের যাতনার কারণ?

দেবী। প্রার্থনা কারণ নয়—'আমিত্ব' কারণ। অনন্তের পদনিম্নে ক্ষুদ্রতম বালুকণা 'আমি' সংলগ্ন! এখন ভেবে দেখ আমি কি। আমাদের প্রার্থনীয় বস্তুতে কত ভ্রম, কত অনিষ্ট, কত অমঙ্গল উত্থিত হয়—তাকি দেখ নাই? যাঁর সাধের সৃষ্ট আমি,—তিনি আমার হিতাহিত, মঙ্গলামঙ্গল, সব জানেন। গুহ্যাতিগুহ্য অনন্ত কার্য্যের কি বুঝি আমি? আমার কার্য্যান্তে কর্ম্মফল-ভোগ ভিন্ন ঈপ্সিত ফল-সম্ভোগ অসম্ভাবিত ব্যাপার। গীতামাহাত্ম্য স্মরণ কর; তোমরা অনন্ত দেবতার গীতোক্ত অমৃতময় বাক্যার্থ জ্ঞাত আছ; তোমাদের আর অধিক কি বল্‌ব? আমরা যখন দেখ্‌ব দেবাদেশে কামনা-বর্জ্জিত নিষ্কাম কার্য্যে ব্রতী আছি, আমার 'আমাকে' হারিয়ে আমি সম্পূর্ণ তাঁর হয়েছি, তাঁতেই আমার সব পরিপূর্ণ বর্ত্তমান,—তখন আর প্রার্থনার পৃথক্ বস্তু কিছুই থাক্‌বে না।

প্রার্থনা ভব-নদীর এপারের পদার্থ ; জীব যতক্ষণ এপারে ততক্ষণই প্রার্থনার প্রয়োজন। বাসনারূপ মলিন বসন পরিত্যাগান্তে, শুভ্র পুণ্যবস্ত্র পরিধান ক'রে, পরপারে উত্তীর্ণ হ'লে সেখানে আর প্রার্থনার কিছুই কাজ থাকে না। যে অমূল্য রত্নের নিমিত্ত ভবারণ্যে উৎপন্ন হওয়া—তাহা প্রাপ্ত হ'লে আর কিসের অভাব?

দয়া। দেবি, কত কাল পরে সে শুভক্ষণ আস্‌বে?—কবে বাসনা-বিষ বর্জ্জন ক'রে সে দেব-দুর্ল্লভ অমৃতলাভ কর্‌তে পার্‌ব? হায়, না জানি, বাসনামণ্ডিত কত জন্ম সম্মুখে বর্ত্তমান!

দেবী। সকল জন্মই আমার, সকল জন্মের কর্ত্তাই আমার করুণাময় জগদীশ্বর, সুতরাং তজ্জন্য আমার দুঃখ কর্‌বার কারণ কি? বিশেষ আমার কর্তৃত্ব এখানে কিছুই কাজে আস্‌বে না। নিষ্কাম কার্য্য ভিন্ন কর্ম্মক্ষয় হয় না, আবার কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত ধর্ম্ম হয় না। আপনাকে সম্পূর্ণ তাঁর অধীন জেনে, সন্তোষ চিত্তে সাধনের সহায়কারী শ্রীহরিকে স্মরণ করে কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্রতী হও। এইরূপ কার্য্য দ্বারা দেবপ্রসাদে ইহজন্মেই সেই সাধনের ধন দেব-দুর্ল্লভ অক্ষয় রত্নলাভ ক'রে কৃতার্থ হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

ক্ষমা। এইরূপ আদেশে সকল পরিত্যাগ ক'রেছি সত্য, কিন্তু এখানেও আমার গর্ব্বিত 'আমি' উন্নত মস্তকে পূর্ণভাবে দণ্ডায়মান। হায়, কত দিনে যে এই দুর্জ্জয় 'আমিত্বের' মস্তক ধূলিশায়ী হবে জানিনা!

দেবী। সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বর ইচ্ছা কর্‌লে এই 'আমিত্ব' রূপ মত্ত হস্তীকে তৃণাগ্রে বেঁধে বশ ক'রবেন, তার বিচিত্র কি? আমাদের ও সকল ভাবনা ভেবে আনন্দহীন, নিরুৎসাহিত হ'বার আবশ্যক নাই। সর্ব্বদা বিশ্বপতিকে চিন্তা, তাঁর গুণ কীর্ত্তন এবং তাঁর বিষয় শ্রবণ, মনন, ধ্যান ধারণাই আমাদের একান্ত কার্য্য। এইরূপ সাধনে আত্মপ্রসাদ

লাভ ক'রে, অতুল আনন্দে অভিভূত হ'য়ে, নিশ্চিত সুদুর্ল্লভ সিদ্ধি পাওয়া যাবে। আমাদের যা ক'র্‌বার তা আমরা প্রাণপণে কর্‌ব,—তার পর তাঁর যা ক'র্‌বার তিনি ক'রবেন। গাও দয়া "তোমারে লভিলে হরি।"

দয়াদেবী দেবীর আদেশে মধুময় বীণা-ঝঙ্কারের ন্যায় সুস্বরে গাহিলেন,—

"তোমারে লভিলে হরি সব সাধ পূর্ণ হয়;
অমৃতে পাইলে মৃতে ত্যজিতে পারি হেলায়।
তোমারি কারণে কর্ম্ম, তোমারি তরেতে ধর্ম্ম;
অবোধ তাই বুঝিতে নারি, যন্ত্রী তব হাতে ফিরি;
তুমি হে অসীম, আমি ধূলী সম
আমার করহে নাথ যা তোমার ইচ্ছা হয়।"

ক্রমে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত প্রাণে দেবী ও ক্ষমাদেবী, দয়াদেবীর সুকণ্ঠস্বরে আপনাদিগের সুস্বর মিলিত করিলেন। তিনটী অমৃতধারা মিলিত হইয়া আকাশ-সাগরে সুধার স্রোত প্রবাহিত করিল। দেবী গীতশেষে, প্রেমাবেশে, গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ প্রেমোদ্বেলিত রবে কহিলেন,—"বল ক্ষমা, বল দয়া, বল "তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক!" দেবীর সঙ্গে সমকণ্ঠে ক্ষমা ও দয়াদেবী আবেশময় প্রাণে কহিলেন, "তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক!"—সেই নির্জ্জনতম গিরিশিখরে সুগম্ভীরে প্রতিধ্বনি হইল

"তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক!"



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

"কেন এত ফুল তুলিলি সজনী
ভরিয়ে ডালা
মেঘাবৃতা হ'লে পরে কি রজনী
তারার মালা ?"

"ছিঃ কি ঘৃণা ! বল কি সত্যই মাতাল ?"

করুণাবালা আপন গৃহ মধ্যে পালঙ্কোপরি বসিয়া, কৃপানাথের হস্ত মধ্যে কর-কমল রাখিয়া, বিষাদময় নেত্রে স্বামীর বদন প্রতি দৃষ্টি করিয়া উক্তরূপ প্রশ্ন করিলেন।

কৃপানাথ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সত্য না ত কি, ঘোর মাতাল ! বানরের গলায় মতির হার পরান হয়েছে।"

করুণাবালা অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, "কি পরিতাপ। আহা, সেই নিষ্কলঙ্ক চাঁদমুখের, এই অল্প সময়ের মধ্যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়েছে ! তুমি পূর্ব্বে যা অনুমান ক'রেছিলে তবে সে সকলি সত্য। হায়, সেই আনন্দময়ীর কি সন্তাপময় পরিবর্ত্তন ! তুমি এখন বাইরে বিলাস-কুমারের কাছে যাও, আমি আশার কাছে যাই ; দেখি সে একবার আগের মত হাসে কিনা।"

এই বলিয়া করুণাবালা গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন ; কৃপানাথও বহির্বাটীতে প্রস্থান করিলেন। আজ প্রাতঃকালে বিলাসকুমার ও আশালতাকে লইয়া কৃপানাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আহারাদির পর

এইমাত্র সুযোগ ক্রমে করুণাবালার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

আজ জমিদার বাড়ীর সকলেই মহানন্দে মগ্ন। আনন্দ-প্রতিমা আশালতার আগমনে সুবৃহৎ অট্টালিকা আলোকিত হইয়াছে। গৃহিণীর সাধের জামাতাসহ জীবন-প্রতিমা কন্যা আসিয়া গৃহ আলোকিত করিয়াছেন;—তাঁহার গৃহে আজ আগমনী;—আজ গৃহিণীর আনন্দ ধরে না; আজ সামান্য কারণেও তিনি প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছেন। প্রাণের আশার বিরহানলে যে দেহলতা বিশুষ্কা হইতেছিল, আজ সেই দেহ প্রাণারাম কন্যার শান্তিময় স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী প্রজারা আশালতা ও জামাইবাবুর শুভাগমনের সংবাদ পাইয়া আনন্দে, দধি, দুগ্ধ, মৎস্য, তরকারী—যাহার যাহা ভাল দ্রব্যটুকু আছে, তাহাই লইয়া আশারাণীকে ও জামাই বাবুকে দেখিতে আসিয়াছে।

দ্বিতলস্থ একটী সুবৃহৎ কক্ষমধ্যে কমলাদেবী মহিলাগণ পরিবৃতা হইয়া কন্যাকে কাছে লইয়া, হাস্য বদনে বসিয়া আছেন। আশালতা ধীরস্বরে সকলের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছেন—এবং মাতার আনন্দ দেখিয়া তাঁহার হাস্যের সহিত মধুর হাস্য মিশাইতেছেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী করুণাবালা দেখিতেছেন, সে হাসিটুকু যেন বাহির হইতে উঠিয়া বাহিরেই বিলীন হইয়া যাইতেছে।

জয়কালী ঠান্‌দি কহিলেন, "এই দেখনা, মেয়েরা বে হলেই কেমন এক রকম হয়ে পড়ে। এখনো তিন মাস হয়নি, এর মধ্যেই আশা বদ্‌লে গেছে। কে ব'ল্‌বে এ আশারাণী! বুড়ি গিন্নি হ'য়েছিস্, না আশা?"

কান্ত পিসি কহিলেন "তা হবে না? হাজার ছোট মেয়ের বে হলেও সে আপনার সংসার বোঝে;—কাজেই ভারিক্তি হয়ে পড়ে।"

কমলাদেবী কহিলেন, "পাগল মেয়ে, ভাল করে খায়নি, এই ক'দিনে কত রোগা, কত কালো হয়ে গেছে দেখেছ?—এখন আর শিগ্গির পাঠাচ্ছি না, কি বল?"

এইরূপ নানা কথাবার্ত্তার পর বেলা অবসান দেখিয়া সকলে আপন আপন গৃহকাজে উঠিয়া গেলেন। বাড়ীর অন্যান্য গৃহিণীরাও কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। জামাই বাবু আসিয়াছেন, আজ আহারাদির বিশেষ আয়োজন আবশ্যক।

করুণাবালা দুইখানি চিরুণী ও একশিশি "সুরভিকুসুম তৈল" লইয়া আশালতার সুদৃশ্য কেশরাশি একত্রিত করিয়া কবরী বাঁধিতে বসিলেন। আশা অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। করুণাবালা কহিলেন, "লক্ষ্মী ঝি, চুলগুলো একদিনও বেঁধে দিতে পারেনি বুঝি; যেমন গায়ে ময়লা, তেমনি চুলে জোঠ! হরিমতি, ডাক্‌ত পোড়ারমুখী লক্ষ্মীকে।"

আশা কহিলেন, "না দিদি, লক্ষ্মীর কোন দোষ নেই। আমারই ও সব ইচ্ছে ক'রত না।"

করুণার অতি যত্নে আশার কেশ বন্ধন সুন্দররূপে সমাপ্ত হইল। করুণা কহিলেন, "চল, গা ধুইয়ে দিই গে।"

আশালতা কহিলেন, "থাক্ না দিদি, আর গা ধুয়ে কি হ'বে—নাইবা ধুলেম?"

কমলাদেবী কহিলেন, "ওকি কথা? না না, গা ধুয়ে এস। করুণা, গরম জল দিয়ে আশার গায়ের ময়লা ভাল ক'রে তুলে দাওগে মা।"

করুণাবালা আশার হাত ধরিয়া স্নানাগারে লইয়া গেলেন। একজন ঝি তাঁহাদের বস্ত্রাদি লইয়া সঙ্গে চলিল।

জানিনা নিভৃত স্নানাগারে তাঁহাদের উভয়ের কি কথোপকথন

হইল। বহুক্ষণ পরে যখন তাঁহারা বাহিরে আসিলেন,—দেখা গেল তাঁহাদের উভয়ের নয়ন আরক্তিম ও মুখমণ্ডল গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ।

তাঁহাদের উভয়ের জলখাবার লইয়া লক্ষ্মী ঝি বসিয়াছিল। তাঁহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। পরে করুণাবালা কহিলেন, "বেলা গিয়েছে, চল বাগানে যাই। তুমি গিয়েছ পর আমি একদিনও বাগানে যাইনি—কোন ফুলে হাত দিই নি।" এই বলিয়া আশার হস্ত ধরিয়া খিড়কীর পুষ্পোদ্যানে গমন করিলেন।

শীতকাল; উদ্যানস্থ সমস্ত পুষ্প, বৃক্ষলতা সরসতা শূন্য ও গন্ধবিহীন। কেবল কোন কোন বিলাতীফুল, এবং পুষ্পশ্রেষ্ঠ গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যানের মান রক্ষা করিয়া শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। করুণাবালা বলিলেন, "এই দেখ তোমার বিরহে তোমার আদরের বাগান কেমন নীরস ভাব ধারণ করেছে। আমাদের সকলি কি ছিল ভাই—আর কি হয়েছে।"

করুণাবালা বিষাদে চক্ষু মুছিয়া দেখিলেন,—আশারাণীর নয়নপথে মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুবিন্দু ঝরিতেছে। তিনি আশাকে ভুলাইবার জন্য বহু প্রকার হাস্যামোদের কথা তুলিয়া, উদ্যান মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। করুণার ইচ্ছা আজ আশাকে মনের সাধে সাজাইবেন—তাই বাছিয়া বাছিয়া নানাবিধ পুষ্প তুলিয়া আপন অঞ্চল পূর্ণ করিলেন; পরে লতামণ্ডপ মধ্যে বসিয়া কয়েকটি মনোহর মালা গাঁথিলেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে উদ্যান ভূমি আচ্ছন্ন হইল। উভয়ে নীরবে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

আশার সুদৃশ্য দীপালোক-বিভূষিত সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে বিস্তৃত গালিচার উপরে উভয়ে উপবেশন করিলেন। করুণাবালা আশার পুষ্প দেহ সাজাইতে লাগিলেন;—কবরীতে ফুল দিয়া সাজাইলেন—গলদেশে

ফুলহার দোলাইলেন। আশালতা শুষ্কমুখে হাসিয়া কহিলেন, "কেন বৃথা এত ফুল তুল্‌লে দিদি?"

"কেন তুল্‌লেম?—তোমার এই সোণার অঙ্গ সাজাবার জন্য।" এই বলিয়া করুণা আশার চিবুক ধরিয়া সাদরে একটী চুম্বন করিলেন।

আশা নিশ্বাস ফেলিয়া বিষাদপূর্ণ মৃদুকণ্ঠে আপন মনে কহিলেন,

"কেন এত ফুল তুলিলি সজনী
ভরিয়ে ডালা?
মেঘাবৃতা হলে পরে কি রজনী
তারার মালা?"



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"এই কি সৌরভময় সেই পুষ্পাহার ?"

৺কাশীধাম। এইস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া কত মহাত্মা দেবত্বলাভ করিয়াছেন। এই স্থানে কত শত সাধু সাধ্বী সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রকৃত শিব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বহু প্রাচীনা বারাণসী সুন্দরী পূর্ণরূপসী। প্রেমময়ী জাহ্নবী দেবী শ্বেত বাহু প্রসারণ করিয়া, কাশীধামকে প্রেমভরে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন।

বেলা অবসান হইয়াছে। পূর্ব্বভানু পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন,—ক্রমে আরও পড়িতেছেন। সূর্য্যদেবের গমনে সন্ধ্যাদেব ধীরপদক্ষেপে ধরণীতলে আগমন করিতেছেন। শীত ঋতুর শীতল বাতাস ক্রমে শীতলতর হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে দিবাকর পশ্চিমাম্বর রক্তময় করিয়া অনন্ত আকাশ-সমুদ্রে ডুবিয়া পড়িলেন। পক্ষিগণ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক পেঁজা তুলা সদৃশ অতি শুভ্র মেঘমালার নিম্ন দিয়া কুলাভিমুখে ধাবমান হইল। আলোকের পরিবর্ত্তে আঁধার আসিয়া অসীম আকাশ ছাইয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে নীলাকাশ মাঝে দুই চারিটী হীরার তারা ফুটিয়া উঠিল। জগতে বুঝি আলো ও আঁধারেরই স্থায়ী রাজ্য। কি আভ্যন্তরিক রাজ্যে, কি বহির্জ্জগতীয় দৃশ্যমান্ রাজ্যে, যে পরিমাণে আলোর অভাব সেই পরিমাণে আঁধারের সমাবেশ।—এইবার ঘন অন্ধকারে সব ডুবাইয়া দিল।

কাশীধামে, জাহ্নবীতটস্থিত একটী উচ্চ প্রাসাদের ছাদের উপর, গাঢ় আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে কাহার ঐ আঁধারময়ী ক্ষীণকায়া খানি

হইল? এবে আমাদের সেই আনন্দালোক-বিভূষিতা প্রফুল্ল-লতা। ওকি আমাদের ফুল্ল-কমল-কুসুমতুল্য হাস্যময়ী সেই ...ণী? আহা! কোন নির্দ্দয় তস্কর সেই স্বর্গলব্ধ সুমধুর প্রাণা-আনন্দরত্ন অপহরণ করিল! কোন পাপ-মাতঙ্গ এমন দেব-দুর্লভ পারিজাত পুষ্পকে সবলে পদদলিত করিল! হায়! আমাদের সেই আনন্দময়ী আশালতা, এখন ঘোর তমোময়ী আঁধারলতা! তাই বলি-তেছি—আলো ও আঁধারের একস্থানে সমাবেশ কদাচ সম্ভবে না। আ মরি! সেই জ্যোৎস্নাময়ী স্বর্ণপ্রতিমাকে ঘন আঁধারে ছাইয়া ফেলি-য়াছে। মানবাদৃষ্টের বিচিত্র গতি!

আশা উন্মুক্ত ছাদে আসিয়া যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। সেই সযত্ন-রক্ষিত সোণার শুকপাখি এরূপ কঠিনতাময় লৌহপিঞ্জরে তিষ্টিতে পারিবে কেন? তাই আশালতা মুক্ত আকাশতলে মুক্ত বাতাসে আসিয়া, পিঞ্জরমুক্তা বিহঙ্গীর ন্যায়, চতুর্দ্দিকে একবার সচঞ্চল দৃষ্টি করি-লেন। পরে ধীর নয়নে সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন—নিম্নে অসংখ্য লহরীযুক্তা জাহ্নবী দেবী অসংখ্য দীপমালা বক্ষে করিয়া, কত নগর গ্রাম, স্পর্শদানে পবিত্র করিয়া সাগরাভিমুখে ধাবিতা হইতেছেন। উর্দ্ধে—বহু উর্দ্ধে নক্ষত্র বিভূষিত নীলাম্বরে, চতুর্থীর চন্দ্রমা উচ্চ বৃক্ষের শাখা পল্লবের মধ্য হইতে ভাগীরথী সলিলে মুখ দেখিতেছেন। শীতকাল। উদ্যানস্থ বৃক্ষপত্র কাঁপাইয়া সন্ সন্ শব্দে শীতল বায়ু বহিতেছে। প্রকৃতি-কন্যা আশারাণী মাতা প্রকৃতিদেবীর শোভনীয় কান্তিছটা কিছুক্ষণ নীরবে নিরীক্ষণ করিলেন। পরে উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া সবিষাদে কহিলেন, "কেন এমন হ'ল? আমিত আমাকে হারিয়ে অন্যকে আমার করতে চাই; তবে হয় না কেন? বাবা বলেছেন এখানেই আমার ধর্ম্মকর্ম্ম সব। তাই মনে করেই ত আর কাহাকেও অন্তরে স্থান দেই না?

আমার সেই স্নেহময়ী মা! আমার সেই দয়ার সাগর দেবতাতুল্য বাবা! তোমরা কোথায়?" আশালতার বাক্যরোধ হইয়া আসিল। সেই আরক্তিম কোমল গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা অজস্রধারে সন্তপ্ত বক্ষ ভাসাইতে লাগিল! আশা নীরবে অনেক কাঁদিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ক্ষুদ্র হস্তে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "সেই আমি! আর সেই তিনি! মানুষে দোষ করলে তিরস্কৃত হয়; কৈ আমি যে কি দোষ করেছি, তা ত কিছুই বুঝতে পারিনি। তাঁকে আমি কত ভাল বাসি। আমার সমুদয় প্রাণ দিয়ে ভাল বাসি। তা আর বাসব না? তাঁকে ভালবেসে কত সুখ! লোকে যে কার্য্যগুলিকে মন্দ বলে, তাই যদি তিনি না করতেন, তাহ'লে বেশ হ'ত। তা'হলে তাঁকে ভাল বেসে আমার প্রাণটাতে আরও কত সুখ হ'ত! উঃ বড় প্রাণ কেমন করছে! তাইত কেন এমন হ'ল?" আশারাণীর চক্ষে আবার জল আসিল—কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল। তাঁহার মাতৃ-নিয়োজিতা লক্ষ্মী ঝি আসিয়া কহিল,—"দিদিমণি, জামাই বাবু তোমায় ডাকছেন—শিগ্গির এস।" আশালতা চক্ষু মুছিয়া শয়ন গৃহে মৃত্তিকাস্থিত শয্যার উপর—যেস্থানে বিলাসকুমার বসিয়া আছেন—ধীরে ধীরে সেই স্থানে গিয়া এক পার্শ্বে বসিলেন।

বিলাসকুমার লোহিত লোচনে তীব্র দৃষ্টিতে আশার প্রতি চাহিয়া, কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার প্রবঞ্চক বাবা কি আমার প্রাপ্য টাকা কড়ি দেবে না? আমার এখন টাকার নিতান্ত প্রয়োজন। তোমাকে বিয়ে ক'রেই আমার যত কষ্ট! আমি কি শুধু তোমার রূপ দেখেই বিয়ে করেছিলেম?"

আশার চক্ষে জল আসিল। তিনি ম্লান-বদনে করুণ-নেত্রে বিলাস-কুমারের প্রতি চাহিয়া, কাতরপূর্ণ মৃদু বচনে কহিলেন, "তুমি অমন

ক'রে কথা বল্‌ছ কেন? কৈ কেউত আমায় অমন ক'রে কথনও কিছু বলেনি। কেউ খুব দোষ কর্‌লে, তাকে ত লোকে অমন ক'রে বকে। আমি ত কিছু দোষ করিনি?"

বিলাসকুমার বিকৃত কণ্ঠে কহিলেন, "আর নেকামো ক'র্‌তে হবে না। আমার টাকার দরকার, শীঘ্র তোর ধূর্ত্ত বাপকে বেশী ক'রে টাকা পাঠিয়ে দিতে লেখ।"

আশা অধীর ভাবে, ব্যাকুল স্বরে কহিলেন, "তোমার পায় পড়ি ঐ বিশ্রী জিনিষ আর খেও না। ঐ জিনিষ খেলেই তুমি আরও কেমন হ'য়ে যাও! আমার বাবাকে সকলে দেবতা বলে। ঐ খেয়েই তুমি আমার সেই দেবতা বাবাকে অমন সব বিশ্রী কথা বল্‌ছ।"

পূর্ণ কঠিন স্বরে বিলাসকুমার কহিলেন, "তোদের সব মন্দ। আর আমি তোর কথায় বিশ্বাস করি? আর তোদের ছলনায় ভুলি?" বিলাসকুমার শয্যায় শয়ন করিয়া ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

নিষ্কলঙ্ক কোমল-প্রাণা আশালতার প্রাণে আর সহিল না; সবেগ অশ্রু আর বাধা মানিল না! অজস্রধারে সুকোমল গণ্ড বহিয়া দারুণ তাপিত বক্ষ ভাসাইতে লাগিল। তিনি নীরবে অনেকক্ষণ অবধি কাঁদিলেন। তৎপরে যাতনাময় সকরুণ মুখখানি তুলিয়া, পবিত্র নেত্রে বিলাসকুমারের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, মমতাময় সুকোমল কণ্ঠে কহিলেন, "বলে দাও আমি কি কর্‌ব? আমার যে বড় প্রাণ কেমন কর্‌ছে! আমাদের সকলেই খুব ভাল। তোমার পায় পড়ি— অমন বিশ্রী কথা আর বল না; ওসব কথা ব'ল্‌লে পাপ হয়। ওগো আমার বড় যাতনা হ'চ্চে।"—বলিয়া আশালতা বাণবিদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় বিলাসকুমারের পদ-নিম্নে মস্তক রক্ষা করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

কঠিনতাময় পাষণ্ড প্রাণে দয়া কোথায়? বিলাসকুমার পদদ্বয়

আকর্ষণ করিয়া "ছুঁসনি আমায়" বলিয়া সবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেলেন।

আর সেই পদদলিত স্বর্গীয় কুসুমদাম উপাধানে মুখ লুকাইয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহিত রুদ্ধ রবে কহিলেন,

"উঃ, এই কি সৌরভময় সেই পুষ্পহার?"



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জামাই বাবু।

হায়! সেই একদিন আর এই একদিন! সেই বহুলজনাকীর্ণ রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের সুবৃহৎ ভবন এখন নীরব নিস্তব্ধ! সেই আনন্দ নিকেতন হাস্যামোদপরিশূন্য! আহা যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে এই সংসারের অবস্থা দেখিয়াছেন, তিনিও সহসা এখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে বলিয়া থাকেন, "কোন নির্দ্দয় দস্যু এই গৃহের চির আনন্দময় অমূল্য গৃহ-সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল!"

এখনও রায় মহাশয়ের ভবনে আপন পর, আত্মীয় স্বজন, ভৃত্য পরিচারিকা প্রভৃতি বহু লোক নিত্য প্রতিপালিত হইতেছে; এখনও নিত্য ক্রিয়া কর্ম্ম সকলই বজায় আছে। কিন্তু তবুও যেন সেই বৃহৎ অট্টালিকা গম্ভীর রবে "নাই—নাই" শব্দে সমুদয় সংসারে হতাশ আনিয়া দিতেছে!

গৃহিণী, নয়ন-মণি আশালতাকে কিছুদিনের নিমিত্ত রাখিয়া যাইবার জন্য, বিলাসকুমারের হস্তে ধরিয়া সক্রন্দনে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিলাসবাবু কিছুতেই স্বীকৃত না হইয়া দশদিন পরেই—বৎসরাধিক গত হইল—আশালতাকে লইয়া গিয়াছেন! প্রতি মাসেই গৃহিণী কন্যা আনিতে লোক পাঠান; কিন্তু বিলাসকুমার বিষম বিরক্তির সহিত নানা কটু কথা কহিয়া, অনেক সময় গৃহিণীর স্নেহ-প্রদত্ত দ্রব্যাদি সহিত লোককে অবজ্ঞার সহিত ফিরাইয়া দিয়া থাকেন। স্নেহময়ী গৃহিণী লোকের আশ্বাসে, প্রাণতুল্যা আশার আশায়, শয্যাশায়িনী হইয়াও এতদিন প্রাণধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! দুর্দ্দান্ত রোগও

সময় বুঝিয়া তাঁহার দুর্ব্বল দেহ আগ্রহে আশ্রয় করিল! দুর্জ্জয় সংসারের আর কত প্রহার সহিবেন?—আর পারিলেন না! আজ তিন মাস হইল, স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া, তাঁহার নির্ম্মল পবিত্র আত্মা, ভবসাগর পারে, শোক তাপ রহিত দেবলোকে গমন করিয়া, সকল জ্বালা হইতে হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া অক্ষয় শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন!

রায় মহাশয় আর বাটীর ভিতর আসেন না। বাহির বাটীতেই স্নান আহার করিয়া নির্জ্জন সাধন-গৃহ মধ্যে দিবারাত্র মহাধ্যানে নিরত থাকেন। দিনের মধ্যে লোকজন, কর্ম্মচারিবর্গ বৈকালে দুই ঘণ্টা মাত্র সাক্ষাতের সময় পাইয়াছেন। আর সন্ধ্যার পর করুণাবালা অর্দ্ধ ঘণ্টার নিমিত্ত কাছে বসিতে আদেশ পাইয়াছেন। রায় মহাশয় সেই সময়টুকু মন খুলিয়া করুণাবালার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। করুণাবালাও ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার আদেশ উপদেশ শুনিয়া, পরিতৃপ্ত প্রাণে আপনাকে ধন্য মনে করেন। আর এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার দুই বেলার স্নান আহার সমাপ্ত হয়। এই সময় জয়কালী, ক্ষান্তকালী, প্রভৃতি প্রাচীনা গৃহিণীগণ কাছে আসিয়া বসেন। এতদ্ব্যতীত না ডাকাইলে আর কোন বৈষয়িক লোকের কাছে আসিবার নিয়ম নাই।

করুণাবালা এখন সন্তানের জননী হইয়াছেন। এই সাত মাস হইল তাঁহার ফুল্ল-ফুল-সম সুহাস্যময়ী একটী কন্যা হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি সংসারে একটু বেশী বিব্রতা হইয়া পড়িয়াছেন।

বেলা অবসান হইয়াছে। রায় মহাশয় নীরব গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "কৃপানাথকে ডেকে আন।"

ভৃত্যের নিকট রায় মহাশয়ের আদেশ শ্রবণমাত্র কৃপানাথ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রায় মহাশয় কহিলেন,—"কৃপানাথ, এই চিঠিখানা পড়ে দেখ।"

কৃপানাথ পত্রখানা দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। দেখিলেন, বিলাসকুমারের লেখা। রায় মহাশয়কে লিখিয়াছেন, কিন্তু উপরে কিছু-মাত্র পাঠ লেখা নাই।

রায় মহাশয় কহিলেন, "চেঁচিয়ে পড়, আমি বোধ হয় ভুল প'ড়েছি।" কৃপানাথ পড়িতে লাগিলেন :—

"আপনার লোকে আমাদের লইতে আসিয়া আমায় বারংবার বিরক্ত করে কেন? আমিত অনেকবারই জানাইয়াছি যে আমি আপনাদের সংস্রবে থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। আমি বহু প্রকারে বিশেষভাবে প্রমাণ পাইয়াছি যে আপনার কন্যা নিতান্তই মন্দ চরিত্রা! আপনার বাড়ীরও সংসর্গ অতীব অসৎ!

আপনার কন্যার ভরণপোষণের ব্যয় আমি বহন করিতে প্রস্তুত নহি। তবে আপনি যদি এখন হইতে আপনার যাহা আছে, আমার নামে সমুদয় লিখিয়া দেন, তাহা হইলে সে সচ্ছন্দে থাকিবে জানিবেন। যদি বলেন, আপনার অবর্ত্তমানে আপনার কন্যা আপনার সমুদয় বিত্তাদির অধিকারিণী হইবে, কিন্তু তাহাতে আমার কি? নিশ্চয় তাহা আমি কোন দিন স্পর্শও করিব না।

আপনার কন্যার প্রতি বিরক্তি ভিন্ন আমার কিছু মাত্র সন্তোষ নাই জানিবেন। আপনার কন্যা সুন্দরী,—কিন্তু আমি কেবল তাহা দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করি নাই। আপনার বিত্তবৈভব দেখিয়া তাহার অধিকারী হইবার বাসনাও ছিল। আপনি আর কয়দিন? স্থির বুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। তাহা হইলে আপনার সহিত আমি সন্তোষের সহিত সদ্ভাব রাখিব। আপনি ত জানেন, আমি বিদ্যা বুদ্ধি, বিত্ত বিভব, কুল মান,—সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। আপনার কন্যাকে বিবাহ করিয়া বহু প্রকারে হতমানী হইয়াছি—

কিন্তু কিছু মাত্র লাভবান্ হই নাই। যাঁহাদের দ্বারা আমি বিশেষরূপে লাভযুক্ত ও সম্মানিত হইতে পারিতাম, এমন অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমায় কন্যাদান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে পারিতেন। কিন্তু আপনার আচরণে আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি যে আপনি আমার উপর সন্তোষ নহেন। তাহাতে ক্ষতি নাই।

নিশ্চয় জানিবেন, আমার অধিকারভুক্ত না হইলে আর কদাচ ওখানে আপনার "জামাইবাবু" বলিয়া আমি পরিচিত হইতে যাইব না। কি ঘৃণার কথা! অঙ্গুলী নির্দ্দেশে আমায় দেখায় কি না "ঐ জামাই বাবু!" ইতি

শ্রীবিলাসকুমার মুখোপাধ্যায়।

কৃপানাথ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্রখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার আরক্ত নয়নদ্বয় অশ্রুভারে নত হইয়া পড়িল। কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ক্ষোভে দুঃখে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ ফুটিল না।

রায় মহাশয় নয়ন উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "অত বিনয়, অত সততা কোথায় গেল কৃপা! কৈ সে ত পূর্ব্বে আমায় কিছুই ব'লেনি। আমিও ত কোন প্রলোভন দেখাই নি। তবে কেন সে বিবাহ ক'রেছিল। আশা যে আমার বড় ভাল। তার মত ভাল মেয়ে যে জগতে দুর্ল্লভ। সে যে কলঙ্কের কিছু জানে না। কৃপা, কি পরিতাপ।—বিলাস তাকে চিন্‌লে না। কেন এমন হল? নিয়তির গতি কার সাধ্য নির্ণয় করে। যোগিনি, সর্ব্বজ্ঞা যোগিনি, তুমি কোথায়!" রায় মহাশয় রুদ্ধ কণ্ঠে নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনর্ব্বার কহিলেন, "আহা! সে আমার বড় ছেলে মানুষ—কিছুই বোঝে না! মানুষ বড়ই ভ্রান্ত, অন্ধ।"

রায় মহাশয়কে কেহ কখনও এরূপ অধীর হইতে দেখেন নাই।

কৃপানাথ অশ্রুমোচন পূর্ব্বক বিষাদ বচনে কহিলেন, "বিলাস অতি ভ্রান্ত! হরির ইচ্ছায় একদিন তার এই পশুর ন্যায় আচরণের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই ভোগ ক'র্‌তে হ'বে।"

রায় মহাশয় কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া কহিলেন, "অবশ্য। কর্ম্মফল-ভোগ মানবের পক্ষে অপরিহার্য্য বিধান। আমার আর কয় দিন? ঠিক কথা, কৃপানাথ, আমার আর কয় দিন? এখন যাতে আমার আশার কিছু যত্ন হয় তাই করাই কর্ত্তব্য। বিলাসের ইচ্ছামতই শীঘ্র কাজ করা যাবে; কি বল, কৃপানাথ?"

কৃপানাথ অবনত বদনে কহিলেন, "আপনার যেরূপ অভিরুচি তাই ক'র্‌বেন। উঃ, বড়ই পরিতাপ! আপনি বিলাসকে ক্ষমা করুন,—আশীর্ব্বাদ করুন—সে বড় অভাজন!"

"নিশ্চয়ই সে ক্ষমার যোগ্য! ভগবান্ তাকে সুমতি প্রদান করুন। সন্ধ্যা হয়ে এলো, অনেক সময় বৃথা গেল! তবে এখন তুমি এস বাবা!"—এই বলিয়া আকর্ণ-বিস্ফারিত নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিলেন।

কৃপানাথও "যে আজ্ঞা" বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে ভাবিলেন, "কি আশ্চর্য্য! লোকে তাকে বলে কিনা জামাই বাবু।"



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"হে পিরিতি এই কিরে ছিল তোর মনে,
এই কিরে ফলে ফল প্রেম-তরুশাখে ?

আজ তিন দিন হইল, আশালতা পিতৃগৃহে আসিয়াছেন। কিন্তু এখন আর সে হাস্যামোদ আনন্দ-কোলাহল কিছুই নাই। আশাগত-প্রাণা, আশার সেই স্নেহময়ী জননী আর তাপময় সংসারে নাই। আশা রুদ্ধকণ্ঠে বহুক্ষণ অবধি কাঁদিলেন—সঙ্গে সঙ্গে করুণাবালা কাঁদিলেন—বাড়ীর সকলেই কাঁদিলেন। আশা দেখিলেন, তাঁহার সেই দেবতুল্য পিতা, জীর্ণ মোহ-রজ্জু দূরে ফেলিয়া, যেন আরও অনন্তে মিশিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মহোচ্চ আত্মাকে ক্ষুদ্র আশা এখন ধরিতে ভয় পায়। আশা সে জন্যও আকুল হইয়া অনেক কাঁদিলেন। আশার মনে পড়িল—সেই সুখময় পিতৃমাতৃক্রোড়—সেই ত্রিদিবের তুল্য আনন্দ আহ্লাদ। আশা নির্জ্জনে শূন্য প্রাণে সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান, গোপনে আঁখিধারা মার্জ্জনা করেন, আর ঘোর বিষাদে তাপিত বক্ষ চাপিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত ভারাক্রান্ত স্বরে বলেন, "কেন এমন হল। কোথায় সে সব গেল!"

শরৎকাল। বেলা নাই—সন্ধ্যা আগত প্রায়। নির্জ্জন-প্রয়াসিনী আশালতা একাকিনী ধীরে ধীরে খিড়কীর পুষ্পোদ্যানস্থ সেই অতি সাধের লতাকুঞ্জে প্রস্তর-বেদীর উপর আসিয়া উপবেশন করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে কত ভাব, কত স্মৃতি, তাঁহার পবিত্র মন চুম্বন করিয়া

গেল। আলুলায়িতকুন্তলা আশালতা কিছুক্ষণ নীরবে কি ভাবিয়া পরে আপন মনে কহিলেন,

"কে ক'বে কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা!
কি পাপে পীড়েন বিধি সুধাব তা কারে?"

তাঁহার বিষাদময় বাক্য অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থিত এক ব্যক্তির গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন—তাঁহার সেই বাল্যসখা বিনোদবিহারী তাঁহার প্রতি অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। আশা তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে কহিলেন,

"বিনোদ দাদা এখন আর সে দিন নেই। এখন আর সে তুমি সে আমি নেই; এখন এমন নির্জ্জন স্থানে তোমাতে আমাতে বসে থাকা অন্যায়। আমি চিরদিন তোমায় সহোদরের ন্যায় দেখেছি—কিন্তু তুমি আমায় বড় জ্বালিয়েছ। তুমি এখনি এখান থেকে উঠে যাও।"

বিনোদ। আশা, তুমি কি সেই আশা?—যার জন্য আমি সব ত্যাগ করেছি, তুমি কি আমার সেই?—এই কি তোমার সেই ভালবাসা? যদিও তোমার শান্তির পথে আমি রাশীকৃত কণ্টক নিক্ষেপ করেছি—তবু আশা, তুমি কি মনে কর আমি সহজ অবস্থায় আছি? চেয়ে দেখ আমার কি অবস্থা হয়েছে। কেবল তোমার জন্য আমার এই দশা।

আশা। ছিঃ, বিনোদ দাদা, তোমার এমন মতি হ'ল কেন? পাপাবর্জ্জনা সমূলে দূর করে শুদ্ধ হও। ছিঃ, তুমি এমন তা ত আমি একদিনও ভাবি নাই! তোমার এই প্রথম বয়স; কেন বিষবৃক্ষ রোপণ করে চিরদিন বিষে জর্জ্জরিত হয়ে মরবে? ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি ক'রে কল্যাণ কাজে ব্রতী হও। আর বৃথা আত্মনাশ ক'রনা।

বিনোদ। আত্মনাশ? আমি আর কৈ আশা? তুমি আমার প্রাণময়ী! তুমি ছাড়া আর পৃথক্ আমি ত নেই। আশা, আমার সুখ-শান্তি, উৎসাহ উদ্যম, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সব গিয়েছে! আমার চিরদিনের আশা তুমি। চির-আশায় বঞ্চিত হ'লে কার কবে কল্যাণ হয়েছে? তুমি কি বুঝতে পারছ না আমি তোমার জন্য উন্মত্ত হয়েছি? আমার মত ভাল আর তোমায় কে বাস্‌বে? মধুময়ি! সত্য বল্‌ছি তোমার মর্য্যাদা কে বুঝবে? আমি নিশ্চয় জানি তোমার সুখ নাই। তুমি বড় কষ্ট পাচ্ছ! তুমি প্রসন্ন হও, আমরা অনন্ত সুখের সাগরে সাঁতার দেই। দেবি, আমার হৃদয়-আসনে সর্ব্বময়ী হ'য়ে ব'স—আমি ধন্য হয়ে যাই!

আশা। ছিঃ, ছিঃ অশ্রাব্য তোমার কথা; উঃ, অসহ্য! তোমার বড় স্পর্দ্ধা! তুমি জন্মের মত আমার সম্মুখ হ'তে দূর হও!

বিনোদ। আমি ত রসাতলে গিয়েছি আশা। কিন্তু নিশ্চয় জেন, তোমাকে ছাড়া যাব না!

বাক্য শেষ না হইতেই বিনোদ দূরে করুণাবালাকে আসিতে দেখিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

করুণাবালা ধীরে ধীরে আশালতার পার্শ্বে বসিয়া কহিলেন, "ও কে চ'লে গেল আশা?"

আশা। বিনোদ দাদা; দিদি, বিনোদ দাদা বড় হতভাগা! ওর মনে যে এত ছিল, আমি তা কখনও ভাবি নাই! আমরা যখন পশ্চিমে গিয়েছিলেম; সেই সময় ও আমায় চিঠি লিখ্‌ত; আমি সেই সকল চিঠির যে সকল উত্তর দিতেম, সেই সকল চিঠির দোষ ব্যাখ্যা ক'রে, অনেক কুৎসিত কথা লিখে, তোমার ভগ্নীপতিকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ওরি জন্যে আমার শাস্তি শত গুণে বৃদ্ধি হয়েছে! তিনি সে সব কথা বিশ্বাস করেন। আমি কি সাধে মৃত্যু-কামনা করি দিদি? এই

দেখ, নরাধম আবার সেই সকল ঘৃণিত নরকের প্রস্তাব নিয়ে, আমার এই অশেষ জ্বালার উপর যন্ত্রণা দিতে এসেছিল! দিদি গো, কি পাপে এ দারুণ সাজা?

করুণা। উঃ কি পাপিষ্ঠ!—তা ওর সাধ্য কি দিদি? ও কি কর্‌তে পার্‌বে? ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা কর্‌বেন।

আশা। ধর্ম্ম কি রক্ষা কর্‌বেন দিদি? উঃ, দিদি গো বড্ড যাতনা।

এই বলিয়া আশালতা দিদির স্নেহময় কোলে মুখ লুকাইলেন। করুণাময়ী করুণাবালা আশার ক্রন্দনে অধীরা হইয়া পড়িলেন। তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "কিসের যাতনা তোমার দিদি? দেব-প্রসাদী স্বর্গের পুষ্প তুমি আমাদের! তোমার আবার যাতনা কি?—তোমার বীণাপাণিসদৃশ শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী মূর্ত্তি কেন এমন কালিমাময় বিষাদ-তিমিরে আবৃত হ'ল? চিরানন্দময়ী তুমি; কোথা সে আনন্দ গেল!"

"উঃ, আর যে পারি না! তোমায় ছাড়া আর কারে ব'লব? তবে আরো দু'একটী কথা শোন দিদি।"

বিষাদিনী আশালতা, যাতনাময় হৃদয় চাপিয়া, বিলাসকুমারের আচার ব্যবহার, স্বভাব চরিত্র, এবং তাঁহার প্রতি সন্দেহ হেতু হৃদয়-বিদারক নির্দ্দয় কঠিন বাক্যাবলী সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন।

করুণাবালা বিগলিত হৃদয়ে, সস্নেহে আশালতার নয়ন-বারি মুছাইয়া কহিলেন, "স্থির হও দিদি, তোমার চক্ষের জল বড়ই অসহ্য! তুমি না ব'ল্‌লেও আমরা অনেকটা বুঝেছিলেম। কিন্তু পাছে তুমি ক্লেশ পাও, এই মনে ক'রে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। কি স্পর্দ্ধা! তোমার প্রতি সন্দেহ? ভিক্ষুকে বহুমূল্য রত্নরাজির মর্য্যাদা কি বুঝ্‌বে?—সাধুতার আবরণে আচ্ছাদিত হ'য়ে, আমাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রেও কি মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি? আবার সন্দেহ?"

আশা। কেন দিদি তাঁর দোষ দাও? আমি স্বকৃত কার্য্যের বিধিকৃত দণ্ড পাচ্ছি! তাঁর দোষ কি? কি পাপে এ তাপ কিছুই বুঝি না! এই মাত্র বুঝি তিনি মহৎ—আমি তাঁর যোগ্যা নই! তাই তিনি আমাকে কণ্টকস্বরূপ মনে করেন!—কিন্তু দিদি, দাসী হয়ে তাঁর চরণ সেবা ক'রে ধন্য হব, আমার যে শুধু এই মাত্র কামনা।

আর না—আশা আর বলিতে পারিলেন না! উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

অশ্রুপ্লাবিতা করুণাবালা কাতর হইয়া কহিলেন, "ধৈর্য্য ধর দিদি আমার। ঠাকুরের কৃপায় নিশ্চয়ই সময়ে এই দারুণ অত্যাচার ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবেই। বিধির কি অদ্ভুত যোগাযোগ!"

আশা। না দিদি—তিনি বড় ভাল। তাঁর অতুল সৌন্দর্য্যে আমি আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি। তিনিই আমার সুখ শান্তি, তিনি আমার ইহ পরকাল, তিনিই আমার স্বর্গ ভুবন। কৈ তাঁর ত তুলনা পাই না! তিনি জগত-দুর্ল্লভ। তাঁকে ভাবতে আমার কত সুখ! আমি তিনিময় হয়ে গিয়েছি।—কৈ তিনি ছাড়া ত আমি এক মুহূর্ত্ত নাই। যদি একবার শান্তিদায়িনী নিদ্রা মাতার কোমল কোলে আশ্রয় পাই—দিদি গো, তাতেও নিস্তার নেই, স্বপ্নাবেশে তাঁরি মনোমোহন রূপ-লহরীতে ভাসতে থাকি।

করুণা। সোণার দিদি আমার! সেই তুই এই হয়েছিস্! সেই তোর অদৃষ্টের পরিণাম এই! বৃক্ষে বজ্রাঘাত হ'লে বেষ্টিতা লতাও বিনাশ পায়; তাই মনে বড় ভয় হয়। আমি এই সকল মর্ম্মবিদারক কাহিনী বিলাসকে বলে একবার জিজ্ঞাসা ক'রব—কেন সে সুধা বেশে গরল হ'ল!

আশা। না দিদি থাক্, তাঁকে আর কি ব'ল্‌বে? তাঁর কোন দোষ নেই! আমিত বলেছি সকলি আমার অদৃষ্টজনিত কর্ম্মফল।

করুণা। পুণ্যের পুরস্কারে স্বর্গই মেলে। আমি একবার জিজ্ঞাসা ক'রব, তুমি জগতের সকল সুখে বঞ্চিত হ'য়ে, আপনার সর্ব্বস্ব দিয়ে, তার পরিবর্ত্তে কি পেয়েছ! উঃ, আর না! ও সকল কথা এখন ভুলে যাও দিদি! অনেক দিন তোমার অমিয় মাখা গান শুনিনি, একটী গেয়ে সন্তাপ দূর কর।

আশালতা মৃণাল হস্তে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "কি গা'ব দিদি, গান যে সব ভুলে গিয়েছি।"

করুণা আশার ক্ষুদ্র হাতখানি আপনার হস্তে লইয়া কহিলেন, "যা হয় একটী মনে করে গাও।"

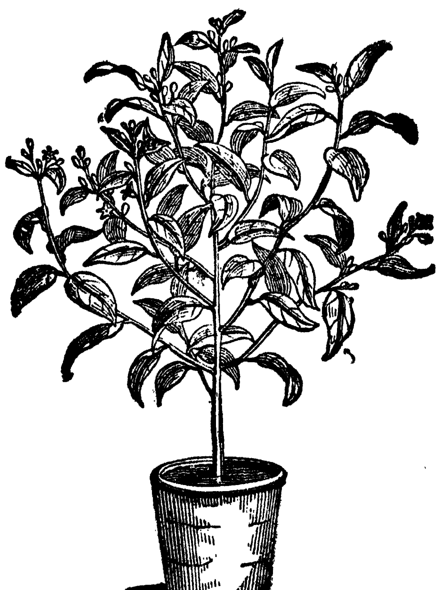
কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া পরে পদ্মমুখী আশালতা আকাশ-সাগরে সুধার লহরী ভাসাইয়া গাহিলেন,

কিছু না বলিও তাঁরে;
যাব আমি দূরান্তরে!
কিসের তরে আর, প্রেম চাও বার বার;
এ হৃদয়ে কিছু নাই আর,
দিয়েছি সব উপহার।
সখা আমার সুখে থাক্; অভাগিনী সরে যাক্।
আহা! সখি থাক্ থাক্;
কিছু না বলিও তাঁরে।

কোমল-মধুর কণ্ঠ-বীণা বিষাদরাশি ছড়াইয়া, ধীরে ধীরে বায়ু সহ আকাশময় মিশিয়া গেল! মধুর বিলাপ-গীত শ্রবণে করুণার করুণ নয়ন-কোণে আবার জল আসিল! তিনি বিষাদে নিশ্বাস

পরিত্যাগ করিয়া "আবার সেই গান? অনেক রাত হ'য়েছে, এখন ঘরে চল।" এই বলিয়া আশার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অগ্রগামিণী হইলেন। আশাও নীরবে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু আশার অন্তরে জাগিতেছিল।

"হে পিরীতি এই কিরে ছিল তোর মনে?
এই কিরে ফলে ফল প্রেম-তরু-শাখে?"



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিদায় দাওগো বিনোদিনী!

"বিদায় দাওগো বিনোদিনী"!

"আমরি রকম দেখ না! বিদায় আবার কি?—কে আবার তোমার বিনোদিনী?"

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। গোষ্ঠদাসের গৃহিণী সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া, আঙ্গিনাস্থিত তুলসী-মঞ্চে প্রদীপ দেখাইয়া, গলবস্ত্রে ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল। পরে গো-শালা ও রন্ধন-শালায় সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখাইয়া, বারত্রয় শঙ্খ বাজাইল। অবশেষে প্রদীপ-সম্মুখে উপবেশন করিয়া শলিতা পাকাইতে এবং মৃদু কণ্ঠে গাহিতে লাগিল।

অবলা সরলা বল কত সই বিরহ জ্বালা।
আমি বলি থাক ঘরে, সে যাইবে দূরে দূরে,
কেমনে থাকি একেলা!
আমি তারে ভালবাসি, দেখিলে কতই হাসি;
আমরি কি শোভা ধরে, সে গো মোর চিকণ কালা।

এমন সময় দূর হইতে গোষ্ঠকে গৃহে আসিতে দেখিয়া, জিব কাটিয়া ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া দিল।

গোষ্ঠ আসিয়া কহিল, "বিদায় দাওগো বিনোদিনী!"

হরিমতি মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "আমরি রকম দেখ না! বিদায় আবার কি? কে আবার তোমার বিনোদিনী?"

গোষ্ঠ। এই যে তুমি আমার মুখ-মুরলী বিনোদিনী!

হরি। যাও, আর নেকাম করতে হ'বে না! সারা দিন পরে ঘরে এসে কথার ছিরি দেখ না!—যাও আর জ্বালাতে হ'বে না!

হরিমতি পদদ্বয় সঙ্কোচিত করিয়া রাগভরে গোষ্ঠের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিল।

গোষ্ঠ তাহার পশ্চাৎ হইতে সরিয়া সম্মুখে গিয়া বসিল এবং হরিমতির কাঁচের চুড়ী পরা শ্যামবর্ণের গোল হাতখানি ধরিয়া কহিল, "তুই আমার মাথার মানিক, গলার হার, রাগ করিস্‌নি ভাই প্রাণেশ্বরী!"

হরি। শুনেছ, মিন্‌ষের কথার ছিরি! এত বলি যে ওসব ভদ্দর লোক্‌দের কথা আমার ভাল লাগে না। যত বলি ওসব ব'ল না, তা কিছুতেই শুন্‌বে না। তবু বল্‌বে 'প্রাণেশ্বরী'! আমি ওসব কথা তোমায় বলি? আমি বাপের ঘরে ছেলেবেলায় গয়লানী পিসির কাছে যে সকল ছড়া শিখেছিলেম, আমার সাধ হ'লে আমি তাই বলি।

গোষ্ঠ। আমায় আদর ক'রে একবার সেই সাধের ছড়াটা বলনা হরিমতি!

হরি। আদর আর কর্‌তে হ'বে না; অমনি বলি, তবে শোন—

তুমি ঢাক, আমি ঢোল;
তুমি রম্ভা, আমি ঝোল।
তুমি ঢেঁকি, আমি কুলো,
তুমি শোল, আমি মুলো।
তুমি তাল, আমি বেল,
তুমি বেগুন, আমি তেল।
তুমি আলু, আমি খোষা,
তোর মোর, ভাল বাসা।

গোষ্ঠ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল—"বা-বা, খাসা, খাসা।"

হরিমতি রাগ করিয়া বলিল "তবে থাক্ ; আর বল্‌ব না।"

গোষ্ঠ বলিল—"বল্‌বে বই কি। তোমার ছড়া শুনে কাণ প্রাণ জুড়িয়ে গেল ! মাথার দিব্যি আবার বল !"

হরিমতি বলিতে লাগিল :—

তুমি বাঁশ, আমি ছড়ি,
তুমি দড়া, আমি দড়ি।
তুমি কড়ি, আমি মুড়ি।
খাই আমি, ঝুড়ি ঝুড়ি।
আমি পদ্ম, তুমি বেড়ি।
তোমার আমার গলায় দড়ি !—

গোষ্ঠ। উঃ, প্রাণ আন্‌চান্ ক'রে উঠছে তোমার ছড়া শুনে! তোমার গয়লানী পিসিকে একবার দেখ্‌তে পেতেম ত মালিনী মাসি ব'লে ডেকে নিতেম ! থাম থাম, নইলে সত্যিই আমি পাগল হ'ব ! —এই তোমার সাধের আদর করা ?

হরি। বটে ? আমার এ সাধের ছড়া তবে তোমার মনে ধর্‌ল না ? তবে আমি এ ছড়া আর কারে বল্‌ব ! ওগো গয়লানী পিসি গো, তুমি কেন মর্‌তে অত কষ্ট ক'রে আমায় এমন ছড়া শিখিছিলে গো।

ক্রন্দনের সুরে এই বলিয়া হরিমতি অভিমান-ভরে আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিল।

গোষ্ঠদাস পুনর্ব্বার হরিমতির সম্মুখে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কহিল, "তোমার ছড়া শুনে যে আমার কান্না আস্‌ছে গো ! ওগো তোমার সেই গয়লানী পিসি তোমায় কেন এ ছড়া শিখিয়েছিল গো ! ছড়া শুনে আমার যে বুক ফেটে যায় গো ! আমিও একটা ছড়া বাঁধিয়েছি ; তবে আমি বলি তুমি শুনো গো !

হরি। তুমি ছড়া বাঁধাতে জান না, আমি তোমার ছড়া শুন্‌তে চাইনা গো! তুমি হাত পা ধুয়ে এস, আমি তোমায় ভাত এনে দেই গো!

গোষ্ঠ। ভাত খাবনা গো। আমি তোমায় ছড়া না ব'লে কিছুতেই ছাড়ব না, এই তবে শুন গো!—

—তুমি আমার
ঘেটুর ফুল, নিমের মূল,
গৈলের গাই, গোলার ধান,
পান্তার পাথর বাটী—

হরি। থাম থাম গেলুম ছড়া শুনে! তোমার আদরের ছড়া আর শুন্‌তে চাইনে, রক্ষা ক'র।

হরিমতি কাণে হাত দিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

গোষ্ঠ। বলি আমার ছড়াটা মন্দ হ'ল কিসে? ও,—মিল নেই তাই বল্‌ছ? তা আমি বাবুদের পড়্‌তে শুনেছি, এখনকার বাবুরা মিল দিয়ে ছড়া বাঁধে না।

হরি। তবে তুমিও কি বাবু হয়েছ?

গোষ্ঠ। হ্যাঁগো আমি সিকি বাবু হ'য়েছি; তাই এই সুন্দর ছড়া সিকি অমিল করে বাঁধিয়েছি।

হরি। তুমি এ ছাইয়ের ছড়া বাঁধিয়ে কেন বাবু হ'লেগো! তবে আমাদের কি হ'বে গো!

গোষ্ঠ। কেন? তোমার ভাবনা কি? তুমিও তা হলে সাবান মেখে খাবি হ'বে?

হরি। দূর মিন্‌ষে! তা হলে তোমার ধান ভান্‌বে, গোল কাড়বে কে? একটা জামা গায় দিতে সাধ হ'য়েছে—তাই দিতে পারেন না, উনি আবার আমায় বাবি ক'রবেন!

গোষ্ঠ। বাবুরা গরু রাখে না,—ধার করে খায়; তোমায় আর গোল কাড়্‌তে, ধান ভান্‌তে হবে না।

হরি। আমি কিছুতেই সিতির সিন্দুর মুছ্‌তে, নাকের নথ খুল্‌তে পার্‌ব না! তোমার বাবু আমার বাবি, হয়ে কাজ নেই।

গোষ্ঠ। এখন বাবু না হ'লে যে আর চলে না। তাই আমি হ'য়েছি সিকি বাবু, তোমার ছেলে রেমো হ'বে আধুলি বাবু, রেমোর ছেলে হ'বে বার আনি বাবু; তার ছেলে হবে যোল আনি বাবু। '

হরিমতি। ওগো তা'হলে কে চাষ কর্‌বে? ধান চাল কি ক'রে হ'বে? মানুষ কি খেয়ে বাঁচবে গো?

গোষ্ঠ। ওগো, বাবুদের পেটে যে ভাত সয় না; তাই নেভেগুার মেখে, বাবু সেজে পশ্চিমের হাওয়া খেয়ে থাক্‌বে।

হরি। একথা আমার যে মোটে ভাল লাগে না গো! তা হ'লে আমার সজ্‌না ফুল ভাজা কি হ'বে গো!

গোষ্ঠ। আর তুমি 'গো' 'গো' ক'রে দুঃখ ক'র না, সব ফুল ফলের গাছ কেটে ফেলো। এখন তুমি আমার একটা কথা শোন।

হরিমতি এবার রাগিল; বলিল—"এখনো তোমার কথা ফুরোয় নি? কি বল্‌বে শিগ্গির ব'লে, পেট্‌টা ভোরে, কলায়ের ডাল মাছের টক্‌ দিয়ে ভাত খাও। তোমার বাবু হ'য়ে কাজ নেই!"

গোষ্ঠ। আচ্ছা তবে থাক্‌; বাবু না হয় আমাদের ছেলেরা হ'বে। এখন যা বলি তা শোন। কাল আমাদের দিদিমণি জামাই বাবুর সঙ্গে আবার কাশী যাবেন। আমিও তাঁর সঙ্গে যাব। মা ঠাক্‌রুণ মারা গিয়ে অবধি তাঁর বড় কষ্ট হ'য়েছে, তাঁকে এখন একলা ছেড়ে দিতে পার্‌ব না। করুণা দিদিও আমায় বারবার যাবার জন্যে বল্‌চেন।

আহা! দিদিমণি আমাদের আর সে দিদিমণি নেই! তাঁর মুখ দেখ্‌লে আমার মনে বড় দুঃখ হয়; তাই আমি যাব।

হরি। আচ্ছা যাবে যাও! তোমার বাড়ী-ঘর সব রইল, আমি আমার ভাইয়ের ঘরে চল্‌লুম। আমি আর এমন ক'রে একেলা থাক্‌তে পার্‌ব না।

এইবার সত্যই হরিমতির নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল! হরিমতি অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

গোষ্ঠ। কাঁদিসনি হরিমতি, তোর কান্না দেখে এই দেখ্ আমারও চোখে জল এল। ঘর-দোর, কৃষাণ গরু, ছেলে মেয়ে নিয়ে কিছুদিন থাক্। আমি আবার শিগ্‌গিরই আস্‌ব। বাবুদের দয়ায় আমাদের কিছুর ভাবনা নেই! আর তোর অমন আয়ীমা ঘরে রয়েছে—তোর ভয় কি?

হরি। কথনো তা হ'বে না! তুমি আপনি ভাত বেড়ে খাওগে তবে। আমি এই শুলুম। আমি কথনো আজ খাবনা!

এই বলিয়া হরিমতি তপ্তপোসে গোষ্ঠের বিছানায় শুইয়া পড়িল। গোষ্ঠ পার্শ্বে বসিয়া পুনরায় হরিমতির হাত ধরিয়া কহিল,—

"বিদায় দাও গো বিনোদিনী!"



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"দেবপদে নিবেদিত যাহা,
চিরদিন র'বে দেবতার।"

"যেওনা দিদি, তোমার গৃহ, তোমার পরিজন; তুমি কোথায় যাবে। তোমার এ গৃহ-মন্দিরে সকলের পূজ্যা তুমি; দেবীভাবে চিরদিন অধিষ্ঠান কর। কিসের জন্য—কেন যাবে? যেওনা দিদি থাক।"

আশা আজ বৈকালের ট্রেণে, স্বামীসহ পুনর্ব্বার স্বামীর কার্য্যস্থানে যাইবেন। বিলাসকুমার সাংসারিক কার্য্যোপলক্ষে প্রায় একপক্ষ ছিলেন। প্রাতঃকালে আশার শয়ন-গৃহস্থিত শয্যায় আশা এবং করুণা উভয়ে উপবেশন করিয়া আছেন। স্নেহময়ী করুণাবালা ব্যথিত অন্তরে, আশালতার ক্ষুদ্র নবনীত হাতখানি আপন করপদ্মে গ্রহণ করিয়া সজল নয়নে, উক্তরূপ কহিলেন।

আশা। দিদি, দিদি আমার, আর আমায় স্নেহের বন্ধনে বেঁধনা। আমার যাবার সময় হ'ল, আর আমায় রেখ না। আমি ত বলেছি দিদি, তিনি ছাড়া আমি, কি? প্রাণশূন্য শুধু দেহ রেখে কি কর্‌বে?

করুণা। তোকে সেত ভাল বাসে না! তবু তোর এত ভালবাসা? নিষ্ঠুর কঠিন যে সে? ভালবাসা মুছে ফেল আশা!

এই বলিয়া অশ্রুমুখী করুণাময়ী করুণাবালা সুকোমল কণ্ঠে গাহিলেন,

কিসের তরে বিষাদ-ভরে, সাথে সাথে ফির্‌বি ঘুরে?
প্রেমভরে আর নাহিরে
অশ্রুধারা মুছিয়ে দেবে!

ব্যথিত হৃদয় নিয়ে, কে দেখিবে তোর হিয়ে;
সকল সাধ তারে দিয়ে
চ'লে আয়রে ধীরে ধীরে!

আশা। তিনি আমায় ভাল বাসেন না, তাতে কি? আমি যে তাঁকে অপরিসীম ভালবাসি দিদি! দিদি গো, তুমি ভালবাসা মুছতে বল্ছ, কিন্তু আমার হৃদয়-দর্পণে যে তাঁর অতুলনীয় মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়েছে। সে যে কিছুতেই মোছা যায় না! আমার এই ভাঙ্গা হৃদয়-দর্পণে যে সে মধুর ছবি অসংখ্যাকারে প্রতিফলিত হ'য়ে র'য়েছে! আমি কেমন ক'রে তা মুছ্‌ব দিদি?

করুণা। স্বর্গের দিদি আমার, পুণ্যপ্রস্রবণ! এত ভালবাসা তোর? কিন্তু কেউ ত বোঝে না! হায়! স্বর্গীয় পুষ্প-সৌরভে যে প্রাণ পূর্ণ-সুবাসিত, তার মর্য্যাদা কি এই?

আশা। তুচ্ছ ক্ষুদ্র আমি; আমায় মিছে কেন বাড়াও দিদি?

করুণা। অজ্ঞানী ক্ষুদ্র আমি; জানি না এই সন্তাপময় ঘটনার মধ্যে দেবতার কোন্ মহদুদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে! না দিদি, আর কিছু ব'লব না; সর্ব্বমঙ্গলা জগন্মাতা তোমায় রক্ষা করুন।

এই বলিয়া করুণাবালা আশালতার গমনোপযোগী আয়োজন করিতে প্রস্থান করিলেন।

দাস দাসী, আত্মীয়া প্রতিবেশিনী, এবং বাল্যসখী প্রভৃতি পরিবেষ্টিতা হইয়া, আশালতা রন্ধন-গৃহের দালানে আসিয়া বসিলেন; এবং হাসি অশ্রু মিশ্রিত বদনে, মধুর বচনে, সকলের সহিত বিদায় লইতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহার চন্দ্রবদনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তৎকালোপযোগী মমতাযুক্ত বাক্য কহিয়া, বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। গোষ্ঠদাস আসিয়া দণ্ডবৎ

প্রণাম করিয়া, করযোড়ে, সজল নয়নে কহিল, "দিদিমণি, আমি যাব!"

আশালতা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কোথা যাবে গোষ্ঠ দাদা?"

গোষ্ঠ। তোমার সঙ্গে।

আশা। সে কি, তোমার পরিবারদের ফেলে তুমি আমার সঙ্গে কেন যাবে? সে কি হয়? তাদের যে কষ্ট হ'বে!

গোষ্ঠ। কর্ত্তা মশায়ের দয়ায় আমাদের কোন ভাবনা নেই। তাদের কিছু কষ্ট হবে না!

আশা। তুমি আমার সঙ্গে কেন যেতে চাচ্ছ, গোষ্ঠদা?

গোষ্ঠ। তা আমি জানি না। তোমায় একলা ছেড়ে দিতে আমার প্রাণটা বড় কেমন করে! আমাকে তোমায় নিতেই হ'বে!

আশালতা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "না গোষ্ঠদা, আমি তোমায় নিয়ে যেতে পা'র্‌ব না! দয়াময় হরি তোমাদের সুখে রাখুন।"

গোষ্ঠ। আচ্ছা, তুমি না নাও নাই নেবে। আমি কিন্তু তোমার চরণ ছাড়্‌ব না!

দুঃখপূর্ণ মৃদুস্বরে এই বলিয়া গোষ্ঠদাস পুনর্ব্বার প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

অনন্তর আহারাদি কার্য্য সমাপ্ত হইল। ক্রমে যাইবার সময় উপস্থিত। গাড়ী প্রস্তুত হইল, দ্রব্যাদি গাড়ীতে উঠান হইল। বিলাসকুমার "সময় হইয়াছে," বলিয়া ব্যস্ততা জানাইলেন।

আশা গুরুজনগণের চরণে প্রণতা হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তৎপরে বহির্ব্বাটীতে গিয়া, অনন্তের ক্রোড়ে শায়িত, মহাপুরুষ পিতৃদেবের পদপ্রান্তে মস্তক রক্ষা করিলেন। রায় মহাশয় নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক, "আশা, অনন্তের প্রতি দৃষ্টি ক'রতে পারলে, মানুষ ইহসংসারের

দুদিনের যাতনা অবশ্য বিস্মৃত হয়। অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণ তোমায় তাঁর চির শান্তিময় শ্রীপাদ-পদাশ্রয়ে রক্ষা করুন।" এই বলিয়া শুভাশীর্ব্বাদ-পূর্ণ হস্ত আশার লুন্ঠিত মস্তকে অর্পণ করিলেন।

আশা বহুক্ষণাবধি নয়নজলে পিতৃচরণ ধৌত করিয়া, মনে মনে অন্তরস্থিত সকল সঙ্কল্প নিবেদন করিলেন। তৎপরে সেই পবিত্রতাময় করুণ মুখ খানি তুলিয়া, কাতর দৃষ্টিতে একবার পিতার তাপরহিত মহিমামণ্ডিত প্রশান্ত বদনের প্রতি বিদায় সূচক দৃষ্টি করিয়া, ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

রোদন-কাতরা করুণাবালা, আশাকে মৃণাল ভুজে আবদ্ধ করিয়া, আশার মস্তক অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া, অনেক কাঁদিলেন! আশাও তাঁহার স্নেহপূর্ণ বক্ষে বদনেন্দু রক্ষা করিয়া, অবিরল অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নীরবে নয়ন জলে ধৌত হইয়া উভয়ে বিদায় হইলেন।—তখন কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইল।

আশা নীরবে করুণা দিদির চরণে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী দৃষ্টির অগোচর হইল! করুণাবালা চক্ষু মুছিয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন।

রায় মহাশয় ততক্ষণ নিমীলিত নয়নে আপন মনে কহিতেছিলেন,

"দেব-পদে নিবেদিত যাহা,
চির দিন র'বে দেবতার!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"কেন এ অশান্তি জ্বালা দুঃখ দুর্নিবার?
কেন মানবের ভাগ্যে এত নির্য্যাতন?"

সীমাহীন কালস্রোতে আরও বৎসরাধিক কাল গত হইয়া মানবের চক্ষের অন্তরালে কোথায় কোন মহাসমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে,—কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? এই সময়ের মধ্যে কত লোকই জগতে আসিল, এবং কত লোকই আবার জল-বুদ্বুদের মত সময়-সমুদ্রে মিলাইয়া গেল! কি হইল,—কোথায় গেল—এ অবধি মানুষ তাহার কিছুই খোঁজ খবর পাইল না! তবে কেন আসিয়াছিল? কেনই বা গেল? থাকিল কি? মহাত্মাদিগের অমর কীর্ত্তি। আর যাঁহাদিগের চক্ষু আছে, তাঁহারা দেখিয়া থাকেন—তাঁহাদের অঙ্গুলী-সঙ্কেতে গম্ভীর আহ্বান। দেখিতে দেখিতে, সময় মাস দিন বৎসর অবিরাম গতিতে চলিয়া যাইতেছে, জীবের ইহজীবনের খেলা কয়েক দিনেই পরিসমাপ্তি হইতেছে। হায় সংসার মত্ত জীব! এই দুই দিনের জন্য আসিয়া তোমার এত আসক্তি —এত প্রভুত্ব? আহা! সংহাররূপী সংসারে আসিয়া অবধি কি ঘন মোহচক্রেই তুমি ঘুরিয়া মরিতেছ। বিশ্বনিয়ন্তার ইঙ্গিতে সময় প্রতি মুহূর্ত্তে মানব মনকে নূতন ভাবে, নূতন জ্ঞানে অনুরঞ্জিত করিতেছে! মানুষ সজ্ঞানেই থাক্ আর অজ্ঞানেই থাক্, সময় তাহা বুঝে না, কালের গতির তাহাতে কিছুমাত্র আসে যায় না। অজ্ঞাতে, পলে পলে, নিয়ত মানব প্রাণে কত আশা আনন্দ, বিষাদ নিরানন্দ, শোক তাপ, সুখ দুঃখ, করুণা সান্ত্বনা প্রস্ফুটিত ও লুক্কায়িত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কি হেতু কি হয়, কিছুই জানে না—বুঝে

না; কিন্তু ক্রমান্বয়ে অবনত মস্তকে অবিরাম কালের বোঝা মাথায় লইয়া জীব অক্লেশে চলিয়া যাইতেছে। কি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! এইরূপে হরির অপূর্ব্ব কাল-চক্র অবিশ্রান্ত গতিতে, দানবকে মানব, মানবকে দেবতা রূপে গঠন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ধন্য লীলাময় চক্রধারী শ্রীহরি! তোমার লীলার খেলা আমি কি বুঝিব? প্রভু গো! আমার জ্ঞানহীন ক্ষুদ্রতম মস্তক তোমার অভয় চরণে প্রণাম করিল! অজ্ঞানি জীবদিগের পথ-প্রদর্শক, অমরাত্মা দেবগণ! তোমরাও ধন্য!—তোমাদের চরণে আমি আশান্বিত অন্তরে বার বার প্রণাম করি।

এই বৎসরাধিক কাল মধ্যে আমাদের সেই আদরিণী আশারাণীর হৃদয়-পুষ্পে সন্তাপপূর্ণ ঘটনাবলী ক্রমান্বয়ে আঘাতের পর আঘাত করিয়া সময়-সাগরে ভাসিয়া গিয়াছে! আশা এখন আরও শান্ত, গম্ভীর, ধীর স্থির হইয়াছেন। তাঁহার সেই আকর্ণাবিস্ফারিত পবিত্র জ্যোতি-যুক্ত নয়ন যুগল, ধৈর্য্য সহিষ্ণুতায়, প্রেম মহত্বে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। নিদারুণ ব্যথায় সেই নবনীত-সুকোমল স্বর্ণোজ্জ্বল দেহলতা ক্ষীণ প্রভা-বিহীন হইয়াছে। সেই পূর্ণানন্দরাশি তিরোহিত হইয়া, তাঁহার মহিমান্বিত সর্ব্বাবয়বে কেবল ক্ষমারাশি উচ্ছ্বসিত হইতেছে!

ছয় মাস গত হইল, আমাদের সেই দেবোপম রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনন্ত ধ্যান নিরত মহোচ্চ আত্মা, সচ্চিদানন্দ ঘন অনন্ত আত্মার ক্রোড়ে পরিতৃপ্ত রূপে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সেই পরম ধার্ম্মিক পুণ্যবান্ মহাশয়ের তিরোভাবে, তাঁহার নিত্য প্রতিপালিত আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকলেই সমস্বরে হাহাকার করিয়াছে। শ্রীমান কৃপানাথ ও করুণাবালা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এবং শ্রাদ্ধাদিতে দানাদি বহুতর সৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বিলাস বাবু সময়াভাবে সস্ত্রীক উপস্থিত হইতে পারেন নাই!

রায় মহাশয় নানাবিধ সৎকার্য্যের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে

বাৎসরিক দ্বাদশ সহস্র আয়যুক্ত ভূমি দিয়া গিয়াছেন। নিত্য পালিত স্বজনগণের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত দুই সহস্র, স্বগ্রামস্থ অনাথ দরিদ্র এবং অধীনস্থ দীনহীন প্রজামণ্ডলীর দুঃখ বিমোচনার্থ বাৎসরিক পঞ্চ সহস্র মুদ্রা দান পত্রে লিখিয়া গিয়াছেন। আর পৈত্রিক ক্রিয়াকলাপ পূজার্চ্চনার জন্য দুই সহস্র, এবং করুণাবালাকে বাৎসরিক পঞ্চ সহস্র মুদ্রা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সহিত রাজভবন তুল্য আপনার বাস্তব্যের সেই সুদৃশ্য ভবন দান করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ত্রিশ সহস্রাধিক বাৎসরিক আয়-যুক্ত বিষয়, জামাতা বিলাস বাবুকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বিলাস বাবুর তাহা নিতান্তই অপ্রীতিকর হইয়াছিল। যাঁহার শ্বশুরালয়ে যাইতে ঘৃণাবোধ হইত—সেই বিলাস বাবু কেমন করিয়া কৃপানাথের অধিকৃত সেই ভবনে পদার্পণ করিবেন? কাজেই রায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধের সময় তাঁহার যাইবার সময় হয় নাই।

বিলাসকুমার পূর্ব্বেই যথেষ্ট ঋণগ্রস্থ হইয়াছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রাপ্ত বিষয়াদির অধিকাংশ বিক্রয় হইয়াগিয়াছে!

আশালতা যখনি সময় পান, নির্জ্জন স্থানে, বিমুক্ত আকাশতলে, বসিয়া পিতৃধ্যানে নিয়োজিতা হন। বহুক্ষণ খুঁজিয়া খুঁজিয়াও ভৌতিক জগতে যখন অনন্তে মিশ্রিত পিতৃদেবের সুমহৎ আত্মার ইয়ত্তা পান না, তখন ধীরে ধীরে নিপীড়িত হৃদয় খানি চাপিয়া, অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে, শূন্য প্রাণে, পিতাঠাকুরের সুপ্রসন্ন স্মৃতি সহায়ে, একাকিনী শয্যায় শুইয়া আকুল ভাবে, ক্রন্দনে রজনী যাপন করেন। হায়! কি ছিল, কি হইল?—কেন এমন হইল?

"কেন এ অশান্তি জ্বালা দুঃখ দুর্নিবার?
কেন মানবের ভাগ্যে এত নির্য্যাতন?"

নবম পরিচ্ছেদ।

"হে প্রেম,
কি হেতু বল মানব-হৃদয়-কেন্দ্রে
তোমার বসতি ?"

"আমাদের জামাই বাবু—না না,—বলি এ বাড়ীর বাবু কোথায় ?"

বেলা অবসান হইয়াছে। আশালতা দ্বিতলস্থ একটী কক্ষ মধ্যে, বাতায়ন পার্শ্বে একখানি পুস্তক হস্তে বসিয়া আছেন, এবং পুস্তকো-ল্লিখিত এই বাক্য বারংবার আবৃত্তি করিতেছেন :—

"আমা হ'তে পরতন নাহি কিছু ধনঞ্জয় ;
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সূত্রে যথা মণিচয়।"

এমন সময় ঘোর কৃষ্ণবর্ণা স্থূলদেহবিশিষ্টা এক রমণী আসিয়া, বিকট দন্ত-পংক্তি বাহির করিয়া, আশালতাকে উক্তরূপ প্রশ্ন করিল ; এবং ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে আশালতার পার্শ্বে বসিল। আশালতার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি বুঝি রমণীকে দেখিয়া শঙ্কিত হইল। আশা ত্রস্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া রমণীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। রমণীর বাটার মত মুখ, তাহার মধ্যে কোটর-প্রবিষ্ট পিঙ্গল বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয় নিরন্তর ঘুরিতেছে ! স্বল্প কেশযুক্ত নিম্নোন্নত মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে যত্নবদ্ধ অর্দ্ধপক্ক কেশ-রচিত কবরী। লম্বিত কর্ণদ্বয়ের নিম্নভাগে দুইটী মাকড়ি দুলিতেছে। লোলচর্ম্মবিশিষ্ট স্থূল হস্তে শুভ্র রৌপ্যময় চুড়িগুলি রমণীর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ সংসর্গে অধিকতর শুভ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রমণীর পরিহিত হরিদ্রাবর্ণের পাড়যুক্ত বস্ত্রখানিও যেন রমণীর বর্ণ দেখিয়া হা হা করিয়া হাসিতেছে !

রমণী পুনর্ব্বার কহিল, "উঠ্‌লে কেন গো ? তোমাদের বাবু কোথা ?"

আশালতা এতক্ষণে প্রকৃতিস্থা হইলেন। রমণীর অত্যদ্ভুত আকৃতি এবং বেশভূষা দেখিয়া এতক্ষণে তাঁহার ম্লান মুখে ঈষৎ হাস্যের বিজলী খেলিল। তিনি ক্ষুদ্র ওষ্ঠপুট চাপিয়া রমণীর মুখের প্রতি সরলতাময় দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "তুমি কি বল্‌ছ গা ?"

রমণী বিরক্তির সহিত স্থূলদেহ আন্দোলিত করিয়া কহিল, "ও মা তুমি কি রকম মেয়ে গা ? এত বার জিজ্ঞাসা করছি 'এ বাড়ীর বাবু কোথা,—তুমি কি কাণে শুন্‌তে পাও না ?"

আশা। তাঁর কথা জিজ্ঞাসা ক'রছ ? তিনি এখনও কাছারী থেকে বাড়ী আসেন নি। তুমি কোথা থেকে এসেছ ?

রমণী। এ বাড়ীর বাবুর যেখানে বিয়ের ঠিক্ হয়েছে, আমি সেই হাকিম বাবুর বাড়ী থেকে এসেছি। আমাদের বাবু বিয়ের দিন ঠিক করবার জন্য সন্ধ্যার সময় এ বাড়ীর বাবুকে একবার যেতে বলেছেন। আমি হাকিম বাবুর যে মেয়ের বিয়ে, সেই মুরলাবালার কাছে থাকি। তুমি বসনা এইখানে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

আশা আপনা হইতেই রমণীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন! এবং কিছু সময়ের জন্য সংজ্ঞাহীনা হইয়া রমণীর মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন! সে করুণ দৃষ্টিতে রমণীর অন্তরও যেন কেমন হইয়া পড়িল! রমণী স্বর্ণলতা আশার প্রতি চাহিয়া আপন মনে কহিল, "আহা কি রূপ গা! আমাদের মুরলাবালাকে লোকে সুন্দরী বলে —কিন্তু এ রূপের কাছে সে কোথায় লাগে ? ইনি কে ?"

আশা আত্মসম্বরণ করিয়া ধীর স্বরে কহিলেন, "বাবুর কোথায় বিয়ে হবে গা ?"

রমণী কহিল, "ওমা, তুমি কিছু জান না ? আজ প্রায় দু মাস অবধি

কথাবার্ত্তা ঠিক হ'য়ে র'য়েছে যে? মহেন্দ্র বাবু সবজজের মেজ মেয়ের সঙ্গে বে হবে। তা মেয়ে বেশ ডাগর ডোগর—রূপ ও খুব। তবে কি না, জানইত বড় মানুষের আদুরে মেয়ে!"

আশা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি বোধ হয় অন্য বাড়ী যেতে এ বাড়ী ভুলে এসেছ। তুমি যে বাবুর কাছে এসেছ, সে বাবুর নাম কি?

রমণী। "ওমা, ভুল্‌ব কেন? আমাদের দরোয়ান সর্ব্বদা আসে। সে যে এই বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে গেল। একি বিলাস বাবু ডিপুটীর বাড়ী নয়?

আশা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "হ্যাঁ!"

রমণী। তা বাছা তুমি এ বাড়ীর কে?

আশা। কি জানি?

রমণী। কি জানি কি গো? আমাদের যিনি জামাই বাবু হ'বেন, তুমি তাঁর কে হও? তোমার সোয়ামীও কি এইখানে থাকেন?

রমণীর কথার প্রত্যুত্তরে বিলাসকুমার পশ্চাৎ হইতে উত্তর প্রদান করিলেন, "হ্যাঁ, ওর স্বামী,—হ্যাঁ—না, হ্যাঁ, এইখানে থাকেন। উনি আমার বন্ধু ক্ষেত্র—হ্যাঁ, ক্ষেত্র বাবুর স্ত্রী! তা—তা, তুমি কতক্ষণ এসেছ ভৈরব?"

আশালতা বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় চঞ্চল চরণে গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন।

রমণী বিলাসকুমারকে দেখিয়া, "এই যে এসেছেন! আমাদের কর্ত্তা বলেছেন, আজ সন্ধ্যার সময় অবিশ্যি একবার দেখা কর্‌বেন। আমি তবে এখন যাই, অনেকক্ষণ এসেছি—এই বলিয়া রমণী তাম্বুল রঞ্জিত স্থূল ওষ্ঠ বিস্তার পূর্ব্বক, কৃষ্ণবর্ণ আকর্ণ দন্ত-পংক্তি প্রকাশ করিয়া

হাস্য বদনে গমনোদ্যতা হইলে, বিলাসকুমার কহিলেন, "তা—তা, ভৈরব চল্‌লে তবে? উনি—উনি, আমার বন্ধু ক্ষেত্র বাবুর স্ত্রী; বুঝলে ভৈরব? তা আচ্ছা, আমি যাব—তবে তুমি এস।"

ভৈরব সম্মতি-সূচক মাথা নাড়িয়া নানারূপ অঙ্গ-ভক্তি-সহকারে প্রস্থান করিল।

বিলাসকুমার বস্ত্র পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। আশালতা উন্মাদিনীর ন্যায় উঠিয়া, বিলাসকুমারের পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া মর্ম্মভেদী কণ্ঠে কহিলেন, "সর্ব্বস্ব ধন আমার, তুমি বিয়ে কর্‌বে তাতে আমার কষ্ট? কৈ তা ত নয়! তুমি যাতে সুখী হ'বে, তাতে কথনো আমার দুঃখ হতে পারে? আমি এই বুক পেতে দেই, চরণে দলিত ক'রে, স্বচ্ছন্দে তোমার প্রিয় সোহাগিনীকে সঙ্গে করে, সুখের সাগরে ভেসে যাও! কিন্তু নাথ, ছিঃ ওকি কথা? তোমার দাসীকে অন্যের ব'লে পরিচয় দাও! উঃ, প্রভু গো! আমার যে আর কেউ নেই!"

"আঃ, কি জ্বালাতন! আমি ত বলেইছি, তোমাতে আর আমার সুখ নেই! আমার টাকা কড়ির এখন বিশেষ প্রয়োজন। তোমার বাবা ত আমায় যৎসামান্য দিয়ে কোথাকার কে সেই মেয়েটাকে বাড়ী ঘর, বিষয় বিভব, সব দিয়ে গিয়েছেন। আমায় ফাঁকি দিয়ে চারিদিকে যত পেয়েছেন বিলিয়ে গিয়েছেন। আর এখন আমি টাকার জন্যে এই অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি। তাই মনে করেছিলেম, গোপনে এই বিয়েটা করলে, তুমিও থাক্‌তে পার্‌তে; আমিও টাকা কড়ি কিছু পেতেম। আমি কুলিনের ছেলে, দশ বিশটা বিয়ে কর্‌লেও কোন দোষ নেই। তা তুমি এখানে থাক্‌তে দেখ্‌ছি তা হ'চ্চে না। তোমাকে দিয়ে আমার আর কোন সুখেরই আশা নেই। আর মিছে জ্বালাতন ক'রনা; তোমার

যেখানে ইচ্ছে সেইখানে চ'লে যাও!" এই বলিয়া পাষাণ-হৃদয় মনুষ্যাধম বিলাসকুমার সতেজে পদদ্বয় আকর্ষণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আর সেই পদদলিতা স্বর্গের কুসুম আশালতা হতাশ হইয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায়, নিঃশব্দে ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। কেহ একবার ফিরিয়াও চাহিল না!

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। দাসী আসিয়া দীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল। অতি আদরের সেই আশালতা মস্তক তুলিয়া একবার শূন্য গৃহের চতুর্দ্দিক দেখিলেন! তৎপরে উঠিয়া মর্ম্মভেদী নিশ্বাস ফেলিয়া হতাশপূর্ণ বিশুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, "হা বিধাতঃ! ভালবাসায় যদি এই মেলে; তবে কেন এ ভালবাসার সৃষ্টি ক'রেছ দেব?"

"হে প্রেম, কি হেতু বল মানব-হৃদয় কেন্দ্রে তোমার বসতি?"— আশালতার বিষাদ বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে মমতাময় সুগম্ভীর রবে, সেই নির্জ্জন গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া, কে একজন উত্তররূপ কহিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "আর কেন, চলে এসো!"

আশা সচকিতে রোমাঞ্চিত দেহে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন,— সেই সমুন্নতকায়া, জটাজূটধারিণী, জ্যোতির্ম্ময়ী, সাক্ষাৎ ভৈরবীসদৃশী যোগিনীদেবী দণ্ডায়মানা! আশা মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিলেন। কিন্তু যোগিনী দেবী মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্যা হইলেন! কেবল তাঁহার কথিত বাক্যের গৃহময় প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল:—

"—হে প্রেম,
কি হেতু বল মানব-হৃদয়-কেন্দ্রে
তোমার বসতি?"

দশম পরিচ্ছেদ।

"গঙ্গাজল পূর্ণঘটে, হায় ঠেলি ফেলি,
কেন অবগাহ দেহ কর্ম্মনাশা জলে।"

সুকোমল শয্যায় শায়িত কৃপানাথের বিশাল বক্ষোপরি ইন্দু-বদন স্থাপিত করিয়া, পতি-সোহাগিনী ভাগ্যবতী করুণাবালা হাসিয়া হাসিয়া কত কথাই বলিতেছেন, এবং কৃতার্থম্মন্য হইয়া পতির সাদর সম্ভাষণ শুনিতেছেন। প্রশান্ত নীল সরোবরে যেন প্রস্ফুটিত শতদল ভাসিয়া উঠিয়াছে! কৃপানাথ কখন করুণাবালার সুবঙ্কিম ললাটস্থিত অলকদাম সযত্নে যথাস্থানে সাজাইতেছেন, কখনও বা হাসিয়া হাসিয়া করপদ্মে পত্নীর চিবুক ধরিয়া সুমিষ্ট বচনে আদর করিতেছেন। যেখানে প্রকৃতির প্রকৃত অবস্থা, সেইখানেই প্রকৃত শান্তি ও সৌন্দর্য্য!

একজন পরিচারিকা আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া চলিয়া গেল। করুণাবালা ত্রস্ত উঠিয়া পত্রখানি গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, আশালতার হস্তাক্ষর। করুণাবালা সত্বর পত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

প্রাণের দিদি আমার,

তোমায় পত্র লিখি না। কি লিখিব দিদি? আমি জানি পুণ্যবতী তুমি; তোমার ক্লেশ অসম্ভব। সংসারে তুমি সুখেই আছ। কায়মনে প্রার্থনা করি, বিধাতা তোমায় স্বামী সন্তান সহ ধর্ম্ম কর্ম্মে মহোচ্চ করিয়া চিরসুখে রক্ষা করুন।

আজ তোমায় একটী নূতন সংবাদ দিতে বসিয়াছি। পরশ্ব তারিখে মহেন্দ্র বাবু সবজজ মহাশয়ের কন্যা মুরলাবালা দেবীর সহিত

তোমার ভগ্নীপতির শুভ বিবাহ হইবে। তোমরা হয়ত এ সংবাদে দুঃখিত হইতে পার,—কিন্তু দিদি, আমার পক্ষে যেন ইহা বড়ই শুভকর বলিয়া বোধ হইতেছে।

বাবুর সর্ব্বদাই অর্থাদির প্রয়োজন। যাহা তিনি পান তাহাতে তাঁহার কুলান হয় না। আমি এখন আর সে বড় মানুষের মেয়ে নহি। আমার আর সে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি কিছুই নাই, পিতৃদত্ত সম্পত্তি সকলি তাঁহার কার্য্যে ফুরাইয়াছি।—তার পর আমি নিগুর্ণা! মানুষের অসংখ্য বাসনা, মানুষে কি পূর্ণ করিতে পারে দিদি? দিদি, তাঁকে নিন্দা করিও না! আমিই তাঁর উপযুক্তা নহি।

আমি এখানে থাকিলে তিনি ভাবিবেন আমি তাঁর সুখের হন্ত্রী হইব। আমি তাঁর প্রেম-পথের কণ্টক! আমি অধম—অসার। আমার জন্যই তাঁর সুখের ব্যাঘাত। তিনি যাহাতে সুখী হইবেন তাহা ভিন্ন জগতে আমার আর কি প্রার্থনীয় হইতে পারে দিদি? তিনি আমার গুরু, গুরু হইয়া পথ বলিয়া দিয়াছেন! আর না দিদি, আমি এইবার দেখিব, আমার এই ক্ষুদ্র প্রেমটুকুর প্রতিদানে কোথায়ও এক বিন্দু প্রেম পাওয়া যায় কি না?

অনেক দিন তাঁকে আনন্দিত দেখি নাই! বড় সাধ একবার তাঁকে সুখ-মগ্ন প্রফুল্লিত দেখিব, তাই এখনও আছি। দিদি গো, এ সাধের প্রেম-ব্রত আমার উদ্‌যাপন হইল! তোমার কাছে বিদায় সময়ে মিনতি করিয়া বলিতেছি!—

বলোনা আর সে প্রেমের কথা, যে প্রেম স্মরণে ভাসি নয়নেরি নীরে,
যে প্রেম হৃদয়ে ধরে পাইয়াছি বড় ব্যথা!
মলয়ারে সাথে নিয়ে, চাঁদ তারা শিরে ধ'রে, প্রেমহীন গীত গেয়ে
গিরি নদী ধারে—

যে ক'বে এ প্রেম ভাষা বুঝাইব তারে।
আর না যাইব কভু সে যাইবে যথা।"

আমার বিশেষ অনুরোধ, বৃথা আমার খোঁজ করিও না—আমার জন্য কষ্ট করিও না! কষ্ট কি দিদি? নিশ্চয় জানিও আমার ভাল হইল! আমার আর ভয় ভাবনা নাই। কারণ সেই মহিমাময়ী সর্ব্বজ্ঞা যোগিনী দেবী আমায় সাঙ্কেতিক আহ্বান করিয়াছেন।

আমি জানি এত বলাতেও তুমি কাঁদিবে! কি জানি কেন, আমারও চক্ষে জল আসিতেছে! এই অশ্রুর সহিত তোমাদের উভয়ের চরণে শত প্রণাম করিয়া বিদায় হইলাম। আবার যদি কখনও বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করান,—তবেই দেখা হইবে। তোমাদের আশীর্ব্বাদ শেষ প্রার্থনা। উঃ—দিদি গো বড় জ্বালা! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি; কিছুই জানি নি!

সেই নামে সে চরণে সকল অর্পিয়া হায়,
কে জানিত লভ্য হবে, এ হেন শ্মশান! ইতি

তোমাদের

আশা।

করুণাবালা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কোন প্রকারে লিপিপাঠ করিয়া, ব্যাকুল বচনে কৃপানাথকে কহিলেন, "তুমি আর দেরি ক'র না; শীঘ্র স্থানে স্থানে লোক পাঠিয়ে অনুসন্ধান কর। কাশীতে এখনই একজন বিচক্ষণ লোক পাঠিয়ে দাও। ওগো, আমার বড় প্রাণ কেমন ক'র্ছে। সে যে আমার কিছু জানে না! হা ভগবান্ তার উপর এই দণ্ড"! করুণাবালা অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন! কৃপানাথ আর তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার অবসর পাইলেন না। অশ্রুসিক্ত নয়ন মার্জ্জনা পূর্ব্বক শশব্যস্তে অনুসন্ধানের আয়োজনে গমন করিলেন।

করুণাবালা বহুক্ষণ রোদনের পর উঠিয়া, লিখিবার উপকরণাদি লইয়া, ব্যথিত হৃদয়ে বিলাসকুমারকে পত্র লিখিতে বসিলেন। কিন্তু নয়ন জলে কিছুই দেখিতে পাইলেন না,—লেখা হইল না।

কিছুক্ষণ পরে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বিলাসকুমারকে লিখিলেন—

কল্যাণবরেষু,

বিলাস বাবু, কি শুনিতেছি ভাই? তুমি নাকি আবার বিবাহ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে? সে কি কথা? আবার কাহার সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছ? কোন্ অভাগিনী জ্বলন্ত অনলে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়া, চির দিনের জন্য, নিমেষ মধ্যে হৃদয় বাসনা পুরাইয়া, জীবনাহুতি দিতে প্রস্তুত হইয়াছে? হায়! অবলা সরলা বুঝি জানিতে পারিতেছে না, যে অতি শীঘ্রই তোমার মধুটুকু ফুরাইয়া বিষরাশি বাহির হইয়া পড়িবে!

এ মতি তোমার কেন হইল? কেন বিবাহ করিবে? সেই সুশীতল কোমল মৃত্তিকা তোমার ত কোন কার্য্যেরই কণ্টক হয় নাই! তুমি দম্ভিত পদক্ষেপে সেই নবনীত হৃদয় খানিতে সদাই ত যেরূপ ইচ্ছা কষ্ট দিতেছ। কৈ সে ত একবারও "উ-হু"—শব্দও ক'রে নাই!

হায়, সর্ব্বদা দান বিতরণ, ধর্ম্ম কর্ম্মে, তৃপ্তিময় বিমল আনন্দ উৎসবেও যে অর্থরাশি অক্ষয় ছিল; এই কয়টা দিনে সে সকলি শেষ করিয়াছ। সেই নির্ম্মলা জ্যোৎস্নাবরণী বালিকার পুষ্পদেহ হইতে হীরা-মুক্তা জড়িত অলঙ্কারগুলি স্খলিত করিতে কি তোমার নিষ্ঠুর হৃদয় কিঞ্চিৎ মাত্র চমকিত হয় নাই? আশ্চর্য্য! এমন ভাবেও কি মানুষ সর্ব্ব-সংহার করিতে পারে!

যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে! যাহা করিবার খুবই করিয়াছ। এখন আমি করযোড়ে বিনয় করিয়া বলিতেছি; আমার যাহা কিছু আছে,

আমি তোমাকে পরমানন্দে সকলি দিব। তুমি বিবাহ করিও না যে দিন শুনিব, তুমি বিবাহ কর নাই,—প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এক মাসের মধ্যে মেস মহাশয় আমায় যাহা কিছু দিয়াছেন, নিশ্চয় আমি সে সকলি তোমায় দিব। নিশ্চিত জানিও ভাই, ধর্ম্ম একজন আছেন! ছি, এমন করিয়া কি মানুষে সর্ব্বনাশ করিতে পারে?

হায়! স্বর্গের অনুপম বীণাটী প্রথম আলাপ প্রসঙ্গেই ছিঁড়িয়া ফেলিলে? সেই শিরিশ কুসুমসম আশারাণী যে এত সহিতে পারিবে, ইহা কল্পনার অতীত! কিন্তু জানিও সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে! এখনো তুমি সৌভাগ্যবান্! কারণ পূর্ণলক্ষ্মী তোমার গৃহপ্রাঙ্গণে আজিও বর্ত্তমান। যে দিন আশাদেবী তোমার গৃহ ছাড়িবে, সেই দিন নিশ্চয়ই জানিও তুমি শনির পূর্ণ আশ্রয়ে গিয়াছ। তোমার রক্ষা আর নিতান্তই অসম্ভব। মহাযত্নলব্ধ অমূল্য রত্নকে কেন অন্ধের ন্যায় পায় ঠেলিতেছ? নিশ্চয় জানিও এ রত্নের তুলনা নাই! তাই আবার কাতর কণ্ঠে বলিতেছি,—ভাই! দয়া করিয়া সকল দিক রক্ষা কর। দয়াময় হরি তোমায় সুমতি প্রদান করুন। তোমার কল্যাণ হউক।

"গঙ্গাজল পূর্ণঘটে, হায়, ঠেলি ফেলি,
কেন অবগাহ দেহ কর্ম্মনাশা জলে?"

ইতি

শ্রীমতী করুণাবালা দেবী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সকলি শূন্য!

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইয়া গিয়াছে। শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমা অল্প সময়ের জন্য নীলাম্বরে উদিত হইয়া সোণার তনুখানি নীল সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে। অনন্ত অম্বর-মধ্যে অসংখ্য তারকাপুঞ্জ অন্ধকার নিশায় অধিকতর উজ্জ্বলতা লাভ করিয়া জ্বলিতেছে। পেচকাদি নিশাচর পক্ষিগণ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক আকাশ-সাগরে সন্তরণ করিতেছে ও ভীষণ ধ্বনি করিয়া নানাদিকে গমন করিতেছে। শৃগালাদি নিশাচর পশুগণ আহারান্বেষণে চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঝিল্লিকুল সমতানে ঝিঁ ঝিঁ শব্দে গভীর নিশাকে গম্ভীরতর করিতেছে! ঘন পল্লব-বিশিষ্ট শেফালিকা পুষ্পবৃক্ষের বহুতর খদ্যোতপুঞ্জ আঁধার রজনীতে সবিশেষ দীপ্তি পাইয়া বৃক্ষস্থ হরিদ্বর্ণ পত্রাদি সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়া জ্বলিতেছে—নিভিতেছে। প্রবাহিনী জাহ্নবী দেবী বায়ুসহ ক্রীড়া করিতে করিতে, বেলাভূমি আঘাত করিয়া, শ্রুতি-মধুর 'কুল কুল' শব্দে নৃত্য করিতে করিতে, আপন কর্ত্তব্য সাধনার্থে প্রবাহিত হইতেছেন। বট অশ্বথাদি মহাবৃক্ষ সকল শন্ শন্ শব্দে নিস্তব্ধ নিশাদেবীর সহিত মন খুলিয়া আলাপ করিতেছে।

শিবপুরস্থ রায় মহাশয়দিগের জাহ্নবীতীরস্থ সুবিস্তীর্ণ সেই বাগানে, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া, সেই বৃহৎ বকুল বৃক্ষমূলে একখানি ক্ষীণ-কায়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ছায়ার ন্যায় দাঁড়াইল। অমনি বৃক্ষস্থিত একটী কোকিল "উহু, উহু", শব্দে দুই চারি বার ডাকিয়া

উঠিল। সেই বসনাচ্ছাদিত কায়াখানি যেন কোকিল-ঝঙ্কারে জাগরিত হইল!—চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া যেন কোন কাজে আসিয়াছিল, এখন মনে পড়িয়া গেল। একবার শূন্য দৃষ্টিতে উদ্যানস্থ সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিল। তৎপরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বৃক্ষস্থিত কোকিলের প্রতি করুণা-দৃষ্টিতে চাহিল। সে দৃষ্টি পাইয়া কোকিল যেন বড় ব্যথা পাইয়া আবার "উহু, উহু", শব্দে ডাকিয়া উঠিল! সে ব্যথিত স্বরে ক্ষীণ কায়াখানিও যেন ব্যথা পাইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কোকিলের প্রতি কোমল বচনে কহিল, "কোকিল! তোমায়ও কি আমি ব্যথা দিলেম? আহা, তোমরা সুখে থাক, আমি চ'ল্‌লেম।"

পাঠক বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন—ইনি আমাদের আশালতা। আশালতা ক্রমে গঙ্গাতীরে—যেখানে ৺রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর উন্নত সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল—সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত জানিনা কি ভাবিয়া সজল নেত্রে মন্দির-যুগল দেখিতে লাগিলেন। পরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক ক্ষীণ হস্তে নয়নদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া, মর্ম্মভেদী নিশ্বাস ফেলিয়া, গলবস্ত্রে মন্দিরদ্বয় প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে উচ্ছ্বসিত প্রাণে, কম্পিত দেহে, মন্দিরদ্বার খুলিয়া রোরুদ্য কণ্ঠে "বাবা গো।" বলিয়া মন্দির মধ্যে শিব-সম্মুখে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন! আশালতা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিলেন—তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় পিতা তাঁহাকে প্রশস্ত বক্ষে ধারণ করিয়া, শিবমন্ত্র হস্তে নয়ন-ধারা মুছাইয়া, স্বর্গীয় সান্ত্বনায় আশীর্ব্বাদ করিয়া, অভয় পূর্ণ মধুর বচনে কহিলেন, "ভয় কি মা? তুমি জয়যুক্তা হ'বে।—দেবপদে নিবেদিত যাহা, চিরদিন রবে দেবতার!" এই বলিয়া দেখিতে দেখিতে এই মহোন্নত তেজঃপুঞ্জ দেবকান্তি, যেন সেই শিব-মধ্যে বিলীন হইয়া গেল!

আশার সুখময় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। আশা কাতর কণ্ঠে, দীন বচনে ও গলদশ্রুলোচনে কহিলেন, "পূর্ণ শিবময় বাবা আমার, কেন এত অশিব আমার? ওঃ—বুঝেছি, কর্ম্মফল! কর্ম্মফল খণ্ডন মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নয়; তাই মনুষ্যের মঙ্গল ভাবনায় এত অমঙ্গলের উৎপত্তি। জয় শিব-শঙ্কটহারী, আমায় রক্ষা কর। অনাথ-নাথ প্রভু গো, তোমাকে প্রণাম করি," এই বলিয়া ভক্তি ভাবে, গলবস্ত্রে, বহুক্ষণাবধি দেব-চরণে প্রণতা হইয়া রহিলেন। অনন্তর ক্ষীণ হস্তে নয়ন মুছিয়া, গাত্রোত্থান করিয়া মন্দির মধ্য হইতে ধীরে ধীরে নির্গত হইলেন।

ধীরে ধীরে কম্পিত পদে, রায় মহাশয়ের সেই সুবিস্তীর্ণ, সুবৃহৎ অট্টালিকা অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পুষ্করিণীর তীরে, তিনি সযত্নে নিজ হস্তে যে সকল ফল-পুষ্পের বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা এখন ফল ফুলের ভারে অবনত হইয়াছে এবং পুষ্করিণীর স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া মনোহর শোভা বিস্তার করিয়াছে। আশা প্রস্ফুটিত জুঁই পুষ্পগুচ্ছ কোমল করপদ্মে, সাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কি জানি কেন অশ্রুধারায় তাঁহার করুণ নয়নদ্বয় ভরিয়া গেল; প্রিয় পুষ্পস্তবক ছাড়িয়া দিলেন—ধীরে অগ্রসর হইলেন। যে কদমতলায় হাসিয়া নাচিয়া গাহিয়া কত সুখের সংসার করিয়াছিলেন, সেই স্থানে একবার দাঁড়াইলেন। শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, কদম গাছে ফুল নাই, তলায় সে সুখের সংসার নাই! শূন্য—সকলি শূন্য! আশা অশ্রুধারা মুছিয়া আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনতিদূরে কয়েকটি ঝাউ ও দেবদারু বৃক্ষতলায় আসিয়া একবার দাঁড়াইলেন। উন্নত বৃক্ষরাজি মস্তক আন্দোলিত করিয়া, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শাঁ শাঁ, শোঁ শোঁ, রবে তাঁহাদের আনন্দময়ীকে অভ্যর্থনা করিল। আশা যে ঝাউ বৃক্ষ-ডালে দোলা টাঙ্গাইয়া, প্রিয় সখী সখাগণের সহিত দুলিয়া, কতই নির্ম্মলা-

নন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, আজ তাহার এই আহ্বানে হতাশ হইয়া উদাস নয়নে চাহিয়া দেখিলেন—সেখানে আর এখন কেহই আসে না। খেলা নাই, দোলা নাই, শূন্য—সকলি শূন্য! চির পরিচিত স্থান গুলি দেখিতে দেখিতে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সম্মুখেই সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা তাঁহার গমনে বাধা জন্মাইল। তিনি অট্টালিকা সম্মুখে দাঁড়াইলেন; অনিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ অবধি সেই আনন্দ-নিকেতন দেখিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে একে একে তাঁহার মনোমধ্যে কত প্রকার প্রিয়তম পূর্ব্ব স্মৃতির উদয় হইতে লাগিল। তাঁহার দেব-সদৃশ পিতৃদেবের কথা, স্নেহময়ী মাতৃদেবীর কথা, আত্মীয় স্বজনের কথা, সখা সখীদের কথা, বাল্যখেলার কথা, সেই পুতুল খেলা, ফুলের মালা গাছের দোলার কথা, গোষ্ঠ দাদার কথা, যদু চাকরের কথা, রামী ঝির কথা, শ্যামালী গাভীর কথা, হরিণ ছানার কথা, ময়নাপাখীর কথা, মেনি বেরালের কথা, ভোলা কুকুরের কথা,—মুহূর্ত্তের মধ্যে কত প্রিয় বস্তুর কথাই স্রোতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়-নদী দিয়া ভাসিয়া গেল। মন-মুকুরে মুহূর্ত্তের মধ্যে পূর্ব্বের সেই সৌভাগ্য শান্তির সকল দ্রব্যের প্রীতি-ময় স্থানের প্রতিবিম্ব আসিয়া, ক্ষণমধ্যে আবার হাহাকারময় শূন্য, মহাশূন্যে পরিপূর্ণ হইল! আকর্ণ কৃষ্ণ নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল!

"হায়! কে এই নন্দনভবনকে এমন ঘোর শ্মশানে পরিণত ক'র্‌লে!" মর্ম্মস্পর্শী নিশ্বাস সহ এই কথা বলিয়া, কিছুক্ষণ পরে ঊর্দ্ধে চাহিয়া আবার কহিলেন; "সেই চিরানন্দময় শান্তি নিকেতন কি এই? কেন এমন হ'ল? কোথায় সে সব গেল!" গভীর সন্তাপে আশার বাক্য বন্ধ হইয়া আসিল। নয়ন-নীরে আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। অধীর ভাবে সেই স্থানে একটী কামিনী বৃক্ষমূলে দুর্ব্বাদলের উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয় ভেদ করিয়া ক্রন্দনের

রোল উঠিতে লাগিল। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি আশা নীরবে অশ্রুজলে সিক্ত হইতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পর আশালতা নয়নধারা মুছিয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন—পূর্ব্বাকাশে প্রভাত তারা উঠিয়াছে,—অধিক রাত্র নাই। আর এস্থানে থাকা অবিধেয় বিবেচনায় গাত্রোত্থান করিলেন। আর একবার সেই অট্টালিকার প্রতি বিদায়-সূচক দৃষ্টি করিয়া যেমন গমনোদ্যতা হইবেন, অমনি অট্টালিকা-মধ্যস্থ গবাক্ষ-দ্বার উন্মুক্ত হইল। আশা সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, গবাক্ষদ্বারে তাঁহার করুণাময়ী করুণাদিদি দণ্ডায়মানা! আশা করযোড়ে দিদিকে প্রণামান্তর দেখিলেন, তিনি আর সে স্থানে নাই। গবাক্ষদ্বার শূন্য—সকলি শূন্য! উচ্চে বৃক্ষপত্র শন্ শন্ শব্দে কহিল, "সকলি শূন্য"! আশা শূন্য অন্তরে দ্রুত পদে, জাহ্নবীতীরে আসিয়া উপবেশন করিলেন; এবং শূন্য দৃষ্টিতে বায়ু-আন্দোলিত, জাহ্নবীর তরঙ্গলহরী দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে পূর্ব্বাকাশ ঈষৎ শুভ্রবেশ ধারণ করিল! মধুর-পুষ্পগন্ধ-পূরিত প্রভাত-সমীরণ আশার উন্মুক্ত কুঞ্চিত কেশরাশি লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল, এবং সন্তাপিত দেহলতা ব্যজন করিতে লাগিল। আশা গঙ্গাস্রোত দেখিতে দেখিতে কিয়ৎক্ষণ পরে আপন মনে কহিলেন, "কোথায় যাব? প্রভাত সমীরে এই শীতল শান্তিময় স্রোতে ভেসে যাই না কেন!"

"কেন আশা, এই প্রেম-সাগরে মিশে যাওনা কেন!"

আশা সচকিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—বিনোদবিহারী! আশা ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন!

বিনোদবিহারী ধীরে ধীরে আশার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। পরে মিষ্ট বচনে কহিলেন, "আশা, পরিপূর্ণ প্রেম দিয়ে ত দেখ্‌লে? কিন্তু কৈ তার প্রতিদান ত কিছু মাত্র পাও নাই! এখন এসো, আমার

সমুদ্র-সদৃশ প্রেম শুধু তোমারি জন্য সঞ্চিত র'য়েছে! একবার দয়া ক'রে এ অগাধ প্রেম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে কৃতার্থ ক'র!"

"আঃ,—বিনোদ দাদা! আমি তোমার কাছে কি এতই অপরাধ ক'রেছি? ছিঃ, আবার সেই কথা?

"প্রাণের আশা! আমার শয়নে স্বপনে আর কি কথা আছে? চেয়ে দেখ, শুধু তোমারি জন্যে আমার কি দশা হ'য়েছে।"

আশা ঘৃণা ভরে কহিলেন, "ছি—ছি! বড় অধম ঘৃণিত তুমি! উঠে যাও—আর আমাকে এই শেষ সময় জ্বালিও না।"

বিনোদবিহারী কাঁদিতেছিল, চক্ষু মুছিয়া পুনর্ব্বার কহিল "আশা, আর তিরস্কার ক'রনা। আমি অহর্নিশি বড় জ্বল্‌ছি। আমি অনেক চেষ্টা কোরেও তোমার ঐ ইন্দুবদন এ হৃদয় থেকে কিছুতেই মুছ্‌তে পারি নাই। দিন দিন আরো যেন শতচন্দ্র হ'য়ে আমার প্রাণে সুদৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হ'চ্ছে! তুমি ছাড়া যে আমার এ হৃদয়ে আর কেউ নেই। প্রসন্ন হও আশা! আমার হৃদয়ের সকল দিয়ে সার্থক হই।"

"বৃথা আশা মরীচিকায় ঘুরে মর্‌ছ! আমার কি আছে, তোমায় দিব? জান না কি? আমার দেবতাকে সব দিয়েছি! এখন শূন্য, আমার সকলি শূন্য!"

"আশা, আশা, আমার এ আশাও পরম সুখের! হায়, আশাময় যে আমি! আশা, আমি কখনই আশায় হতাশ হ'ব না। তুমি যে কি মধু কে বুঝ্‌বে? তুমি যে কি রত্ন কে জানবে? ক্ষমা ক'র, আরাধ্য রত্ন পেয়েছি যখন, আর ছাড়্‌ব না। হৃদয়েশ্বরি! এসো একবার হৃদয়ে ধরি।"

উন্মত্ত বিনোদবিহারী হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক আশালতাকে আবদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। "তবে অধঃপাতে যাও তুমি!" এই বলিয়া

পলক মধ্যে সেই সুবর্ণ-প্রতিমা আশালতা স্রোতস্বিনী জাহ্নবী-বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন! অমনি মুহূর্ত্তের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থিত বৃহৎ আম্রবৃক্ষ হইতে প্রকাণ্ড শরীরবিশিষ্ট কে এক ব্যক্তি গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিল!

মূঢ় বিনোদ হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত, এবং ভূত-ভয়ে কণ্টকিত দেহে, দণ্ডায়মান রহিল। উদ্যানস্থ বৃক্ষশাখা হইতে পাখিগণ, যেন আশার শোকে সমতানে হাহাঁকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল। ক্রমে পূর্ব্বাকাশের প্রভাতালোক চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল! হতচৈতন্য বিনোদবিহারী পক্ষিকলরবে চেতনা পাইয়া দেখিলেন, স্বপ্ন ফুরাইয়াছে—সকলি শূন্য! বিনোদ, গভীর নিরাশে মগ্ন হইয়া মর্ম্মস্পর্শী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সকলি শূন্য!"



চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অন্ধ প্রভু অশ্রুজলে,

তোমার এ দাসী!

আনন্দময়, সৌন্দর্য্যনিলয়, স্বর্গের প্রফুল্ল পারিজাত-পুষ্পিত নন্দন কানন, বুঝি মর্ত্তে এই কলিকাতার ইডেন উদ্যান রূপে আবির্ভূত হইয়াছে। এই রম্য স্থানে গ্রীষ্মকালের দিবাবসানে আসিলে বড়ই আনন্দের উদ্রেক হয়।

বেলা অবসান হইয়াছে। কলিকাতার রাজপথ বহু লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে! এই মধুর অপরাহ্ণে, নিত্য সুখস্বচ্ছন্দলালিত পুত্র-কলত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া, ভাগ্যবান্ মানবগণ মনোরম মূল্যবান্ অশ্বযানে, প্রফুল্ল বদনে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থ, জাহ্নবীতটে, এবং ইডেন উদ্যানাভিমুখে সমাগত হইতেছেন। ক্রমে বিচিত্র বসনভূষণে আবৃত নানা জাতিতে উদ্যান এবং রাজপথ পূর্ণ হইয়া গেল। যেন একস্থানে সর্ব্ব জাতির অপূর্ব্ব সম্মিলন অল্প সময়ে চিত্রিত হইয়া গেল! তন্মধ্যে শ্বেতকায় বিলাতী লোকই অধিক।

দেখিতে দেখিতে নয়নানন্দ শ্বেতস্বচ্ছ জ্যোৎস্না-পুলকিত দশমীর শশধর, নীলাম্বরে উদিত হইয়া, সুশীতল কিরণ-সাগরে সমুদয় উদ্যান ডুবাইয়া দিল। কিরণ-স্নিগ্ধ যামিনীর শিশিরশিক্ত কুসুমরাজি সুগন্ধে দশদিক বিমোহিত করিয়া হাসিয়া উঠিল। নধর-নবীন, মধুর-কান্তি, নিত্যানন্দ-বিকশিত, প্রেম-প্রস্ফুটিত, স্বর্গীয় বদন-কমলে হাসিরাশি উথলিয়া উঠিল। পুষ্পগন্ধ-পূরিত, স্নিগ্ধ বায়ু, বৃক্ষ পত্র, লতা পুষ্প লইয়া আনন্দে নাচাইতে লাগিল। উদ্যানস্থ ফোয়ারা, আনন্দে, ঝলকে

ঝলকে সূর্য্যকিরণের নানাবর্ণ ফুৎকারে উর্দ্ধে ফেলিতে লাগিল। বৈদ্যুতিক আলোগুলি হাসিতে হাসিতে জ্বলিয়া উঠিল। তন্নিকটবর্ত্তী গ্যাসের আলোগুলি যেন দীপের কাছে জোনাকী, চন্দ্রমার কাছে তারকার ন্যায়, বোধ হইতে লাগিল। শ্রুতিমধুর নানা বাদ্য যন্ত্র সমতানে বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে ফুলের মত ছেলেমেয়েগুলি, নির্ম্মল আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আনন্দ আনন্দ—নন্দন কাননে সকলি আনন্দ!

এই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে, উদ্যান অভ্যন্তরে 'ঘনলতাপল্লব-বেষ্টিত, নির্জ্জন কুঞ্জমধ্যস্থিত একখানি বেঞ্চের উপর, সর্ব্বাঙ্গ বসনাবৃত করিয়া, আমাদের সেই ব্যথিতা আশালতা উপবেশন করিয়া আছেন। বৈদ্যুতিক আলোকমালাবেষ্টিত বহুসংখ্যক পুরুষ রমণী হাস্যাননে ভ্রমণ করিতেছেন, দীপবিভূষিত মণ্ডলাকার বেদীর উপর বাদ্য বাজিতেছে, ফোয়ারা সেই বাদ্যের তালে তালে উঠিতেছে—নামিতেছে। আশা কিন্তু এ সকল কিছুই দেখিতেছেন না! তাঁহার বিশাল নেত্রদ্বয় পূর্ব্বাকাশ পটে শুক্লপক্ষীয় দশমীর চন্দ্রমার প্রতি স্থাপিত। আশালতা অনিমেষে আকাশ পানে চাহিয়া চাহিয়া আপন মনে কহিলেন, "সুন্দর, অনেক সুন্দর দেখ্‌ছি; কিন্তু আকাশের তুল্য এমন সুন্দর ত কিছুই দেখিনি! এখানের আকাশটী কি মধুর সুন্দর! এখানের চাঁদ তারারই বা কি অপূর্ব্ব শোভা! আহা, নিচের আলোতে, চাঁদের আলোতে মিশে, কেমন মধুর মধুর নূতন নূতন সৌন্দর্য্য খেল্‌ছে! এখানের আকাশ কেমন নূতন রকমের মধুর নীল! সেই নীলের মাঝে সোণার রংয়ের তারাগুলি কেমন জ্ব'ল্‌ছে! যেন নীলাম্বরী কাপড়ের উপর সোণার চুম্‌কী, তার মাঝে চাঁদ যেন সোণার কল্কার মত শোভা পাচ্ছে। জগতে সকলি সুন্দর বটে, কিন্তু আকাশ আর বাতাসের মত অসীম সুন্দর আর কিছুই নাই। জগতে উচ্চতাই বুঝি শ্রেষ্ঠ সুন্দর!

এখানে ত এই এত রয়েছে; তার মধ্যে এখানের গাছগুলি সুন্দর, প্রবাহিনী জাহ্নবীদেবী সুন্দরী, বাতাসটী সুন্দরতর, তার পর দিগন্তব্যাপী আকাশটী সুন্দরতম! আর একটী সুন্দর এখানের এই নীরবতা, ও মৃদু ভাষা! এই যে এত সুন্দর সুন্দরী, সুন্দর জ্যোৎস্নাস্নাত হ'য়ে আনন্দে মগ্ন হ'য়ে বেড়াচ্ছে—এরাই বা কেমন সুন্দর! জগতে কিই বা অসুন্দর আছে।"

আশা কিছুক্ষণ ভাবিয়া আবার কহিলেন, "কিন্তু এরা এই যে সুখ তরঙ্গে অঙ্গ ঢেলে বিলাস-বিভোর প্রাণে, স্বজনসহ সুখসাগরে সাঁতার দিচ্ছে, এরা কি সত্য সত্যই সুখী? ঐ যে পতি-সোহাগিনী পতি-হস্তে হাত রেখে, প্রতি কথায় হেসে হেসে পতির অঙ্গে ঢ'লে প'ড়ছেন; আবার ঐ যে মূল্যবান্ শকট-মধ্যে স্বামীর পার্শ্বে বিলাসিনী আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী মমতাময়ী পুষ্পরাশি ভেবে, অবশ তনুতে প্রেমপূর্ণ ক্ষীণকণ্ঠে আলাপ কর্ছেন, এবং আপনাকে অসীম সুখী ভাবছেন, এ কি সত্য? সত্যই কি মানুষের এই-ই তৃপ্তিময় চরম সুখ? এ হাসি কি সত্য হাসি? এ হাসি কি যথার্থ শান্তিসুখময়, হৃদয়কেন্দ্র থেকে উঠ্‌ছে? না বদন থেকে উঠে ওষ্ঠেই লয় পাচ্ছে? কি জানি নয়ন তৃপ্তিদায়ক এ হাসির এবং এ আনন্দের ভিত্তি কোথায়। হাস তোমরা প্রাণভরে হাস, দেখে লোকে নয়ন জুড়াক্! উঃ আমি কতদিন হাসিনি!" আশা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

দূর কুঞ্জবনস্থিত আশালতার প্রতি দুই চারি জনের চক্ষু পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সুখের সময়ে অন্যের তত্ত্ব লইতে অবসর হয় নাই। তাই আশা নির্ব্বিঘ্নে এতক্ষণ বসিয়া আপন কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করিতে-ছিলেন। সহসা তাঁহাকে চমকিত করিয়া একজন প্রহরী কহিল, "এ মায়ি, তুমি কোন্ আদ্‌মী এখানে ব'সে আছে?"

আশা সচকিতে উঠিলেন, "বাবা, আমি পাগলী!" মৃদুকণ্ঠে এই কহিয়া, নির্জ্জন পথ দিয়া ধীরে ধীরে উদ্যান হইতে নির্গত হইয়া গেলেন।

"পাগলী!" কি জানি কি ভাবিয়া, প্রহরী আশার গমন পথে চাহিয়া অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

আশালতা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পথাবলম্বনে, বিস্তীর্ণ গড়ের মাঠ দিয়া চলিতে লাগিলেন। কলিকাতার মধ্যে দুইটী সুন্দর স্থান আছে; একটী ইডেন উদ্যান, অপরটী এই গড়ের মাঠ। গড়ের মাঠটী উদ্যান হইতেও আশার নিকট বেশী মনোরম বলিয়া বোধ লইতে লাগিল। গড়ের মাঠ, গাম্ভীর্য্যমাখা অথচ সৌন্দর্য্যপূর্ণ জ্যোৎস্নালিঙ্গনে শ্যামল দুর্ব্বাদল-মণ্ডিত, কোন কোন স্থান বিস্তৃত গালিচার ন্যায় দেখাইতেছে। আবার গ্যাসালোকে শোভিত, কোন কোন স্থান সুরম্য উদ্যানের ন্যায় বোধ হইতেছে।

রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী বৃহৎ বৃক্ষের শাখাপল্লবের মধ্য দিয়া চাঁদের স্নিগ্ধ শ্বেত-মধুর কিরণ, বৃক্ষচ্ছায়াযুক্ত পথের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সেই ছায়াযুক্ত চাঁদের কিরণ দেখিয়া আশার সেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। ছেলেবেলা ঐরূপ কত চন্দ্রকিরণ কচি কচি রাঙ্গা হাত পাতিয়া, ছোট ছোট নধর পা দিয়া ধরিতেন; তাহাতে কত আনন্দই হইত। কত হাসিই হাসিতেন! হায়! সে আনন্দ কোথায় গেল? আজ আশা সেই কিরণ মাঝে পা ফেলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আশার নয়ন-জল আজ আর যেন শেষ হয় না! আশা যতই চলেন, ততই কাঁদেন। কোথায় যাইতেছেন, কোন পথে যাইবেন, কিছুই জানেন না। ক্রমে মাঠ পার হইয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার নয়নের জল আর শুকায় না। তিনি ধীরে সম্মুখস্থ বৃহৎ পুষ্করিণী-তীরে পুরাতন অশ্বথ মূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন! জ্যোৎস্নাস্নাত, হরিণ্ময় নধর

অশ্বত্থ পত্র, বায়ু-বিকম্পিত হইয়া তর্ তর্ শব্দে, শ্রান্ত সন্তপ্ত আশা-লতাকে ব্যজন করিতে লাগিল। অন্য সময় হইলে আশা এই চন্দ্রকিরণ-বিধৌত বৃহৎ বৃক্ষরাজকে কতই সাদরে নিরীক্ষণ করিতেন। কিন্তু প্রকৃতি-মোহিতা আশালতা অশ্রু জলে ভাসিতে ভাসিতে, যেন স্বপ্রকৃতির বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছেন। বাহিরের এই জ্যোৎস্নাপ্লুত জগৎ আশার চক্ষে আজ সাহারা মরুভূমির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, "এই কি চাঁদের সেই অমিয়ময় সরস জ্যোৎস্না? না না, এ যে মরুভূমের দারুণ দাহকারী প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ! উঃ, এই কি সেই অঙ্গ-স্নিগ্ধকারী মধুর পবন? না, কখন না—এও যে ঘোর উত্তাপ প্রদান ক'র্ছে! হায়! এই ভীষণ মরুভূমে লক্ষ্যহীনা আমি কোথায়, কোন পথে চলেছি?

"আগে মরু পিছে মরু, মরু চারিদিকে,
হু হু করিতেছে মরু প্রাণের ভিতরে।"

আশা আজ অনেক কাঁদিলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই স্থানে বসিয়া কহিলেন "প্রভু আমার, তুমি সুখে থাক। কিন্তু হায়,—অন্ধ নাথ অশ্রু জলে, তোমার এ দাসী!"



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে কোথা গেল ?

"মুরলা, মুরলা, আর কেন সে কথা মুরলা ? আমি তোমার কাছে লক্ষ অপরাধী। কিন্তু মুরলা, কাতর কণ্ঠে এতদিন ক্ষমাভিক্ষা ক'রেও কি ক্ষমা পা'ব না ?——ক্ষমা কর মুরলা!"

গ্রীষ্মকাল; সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। বিলাসবাবু কাশীতে অট্টালিকার ছাদের উপর বিস্তৃত শয্যায় শুইয়া আছেন। মুরলাবালা পার্শ্বে বামহস্তে গণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক বসিয়া আছেন।

মুরলা বিলাসকুমারের উক্ত কথায় ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন,—"আবার নিত্য সেই কথা ? তোমার লজ্জা হয় না ? ধিক্ তোমায়! তোমার আবার লজ্জা!—তুমি যে কাজ ক'রেছ তার আবার ক্ষমা! আমি ব'লে তাই তোমার মুখ দেখি। তুমি বড় বেহায়া। জান না কি, তুমি ক্ষমার অযোগ্য ?"

"মুরলা, আমি এই অল্পক্ষণ মাত্র কাছারী থেকে বড় পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছি। আমার বুকের ভিতর সদাই কেমন করে। আমার শরীর বড় অবসন্ন। ভাল ক'রে কাজ করতে পারিনে ব'লে আজ আমার পঞ্চাশ টাকা মাহিনা কমের হুকুম এসেছে। আমায় একটু সান্ত্বনা দেও মুরলা!" বিলাসকুমার কাতর ভাবে মুরলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া মুরলার হস্ত গ্রহণ করিলেন।

মুরলাবালা হাত ছাড়াইয়া সরিয়া বসিলেন। পরে বিস্ফারিত নেত্রে বিলাসকুমারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন;—"কি! আবার

এর উপর মাহিনা ক'মেছে? উঃ, তোমার মনে এত ছিল? বিধিমতে আমার সর্ব্বনাশ করলে? বাবা গো, তোমার সেই আদরের মেয়েকে কা'র হাতে দিয়ে গেছ দেখে যাও গো!"—মুরলা কাঁদিয়া উঠিলেন।

আদরিণী মুরলাবালার ক্রন্দনে ব্যস্ত হইয়া, বিলাসকুমার উঠিয়া বসিয়া, সযত্নে অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে, ব্যাকুল ভাবে কহিলেন,—"মুরলা, চুপ কর মুরলা! দু'শত টাকা তুমি সবই নিও; আমার খুব অল্প হলেই চল্‌বে।"

"যাও যাও! আমার গায়ে হাত দিও না। তোমার অল্প হ'লে চলে ব'লে বুঝি আমার বাবা অত টাকা দিয়েছিলেন? এক বছরের ভিতর সব উড়িয়েছ! তার পর আমার গহনাগুলিও নাও আর কি! ওসব আমি শুনতে চাইনে, আমার মাসে পাঁচশো টাকা না হ'লে চল্‌বে না।"

বিলাসকুমার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাতর বচনে কহিলেন, "মুরলা, আমার কি আছে? কি দিব? আমি এক রাজার ধন খুইয়েছি। আর আমি এখন সামান্য অর্থের কাঙ্গাল! আর আমার সে দিন নেই মুরলা।—তোমার জন্য আমি পাপ সুরাদি সকল পরিত্যাগ ক'রেছি। আমার নিজের অর্থের প্রয়োজন এখন ফুরিয়েছে। আর আমার কিসের খরচ? আমি বেঁচে থাক্‌লে তোমাকে অর্থের কষ্ট দিব না। যা হ'বার হ'য়ে গিয়েছে। তুমি আমায় আর বাক্যবাণে বিদ্ধ ক'রনা মুরলা!"

"বাক্যবাণে বিদ্ধ করি? আমার কাছে না আস্‌লেই হয়? সাধুতা জানাচ্চেন! মরি কি সাধুই হয়েছেন। তোমায় বিশ্বাস কি? আবার কবে আমায় পথের কাঙ্গালী কর, তার ঠিক কি?—আমরা ভদ্রলোকের মেয়ে; কোথায় কার কাছে যাব?

"তাইত! ভদ্রলোকের মেয়ে কার কাছে যাবে?" অধীর ভাবে কি ভাবিয়া কণ্টকিত শরীরে, বিলাসকুমার শুইয়া পড়িলেন। পরে আবার দীন বচনে কহিলেন, "উঃ মুরলা, একবার আমার বুকে হাত দিয়া দেখ,—কত যাতনা। আমি জানি—বিশেষ জানি মুরলা, রমণী দয়ার আধার, ক্ষমার প্রতিমূর্ত্তি। তবে মুরলা, কেন আমার প্রতি নির্দ্দয় হও?"

বিলাসকুমারের কথায়, জানি না কেন, মুরলাবালার হৃদয়ে আঘাত লাগিল। গরবিণী বিলাসকুমারের কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া গর্ব্বিত পদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিলাসকুমার উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া, আপন মনে, ধীরে ধীরে কহিলেন,—"সে কোথায় গেল? সেই অবজ্ঞা-শূন্য পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ প্রেম—সেই শিথিলতা শূন্য প্রগাঢ় সৌজন্য—সেই নিষ্ঠুরতা শূন্য দয়াপূর্ণ ক্ষমারাশি,—সেই অট্টহাসি-বিবর্জ্জিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল, সলজ্জ প্রফুল্লতাপূর্ণ হাসি,—সেই কমনীয় কনককান্তির জ্যোতির্ম্ময় প্রভারাশি—হায়! সেই আর এই?" চমকিয়া বিলাসকুমার আপন মর্ম্মভেদী কথার প্রতিধ্বনি শুনিলেন—"সেই আর এই!" অট্টালিকা-নিম্নে অদূরে জাহ্নবী দেবী "কুল্ কুল্" নাদে কহিলেন "সেই আর এই!" বায়ু-প্রবাহে উচ্চ বৃক্ষ-রাজি 'শন্ শন্' শব্দে বলিয়া উঠিল, "সেই আর এই!" বিলাসকুমার আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলেন।—শুক্লপক্ষের চতুর্থীর চন্দ্রমা গগণ-মণ্ডলস্থিত মেঘ-সমুদ্রে ডুবিতে, ডুবিতে বলিতেছে, "সেই আর এই!" সঙ্গে সঙ্গে অগণ্য নক্ষত্ররাজি সমকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সেই আর এই!"

বিলাসকুমার প্রকৃতির এই অকপট সহানুভূতি দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইলেন। তাঁহার আয়ত নয়নযুগল হইতে অশ্রুর পর অশ্রু-

ধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল! বিলাসকুমার উদ্যম-প্রাণে অনেকক্ষণ অসীম আকাশ-পটে চাহিয়া, গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হতাশ প্রাণে বিষাদময় কণ্ঠে কহিলেন,—

"সে কোথা গেল!"



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবি গো আমার!
সঙ্গোপনে থাক এ হৃদয়ে!

বিলাসকুমার পীড়িত। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়াও তাঁহার স্বস্তি নাই। দারুণ গাত্র দাহে এপাশ ওপাশ করিতেছেন। এক জন দাসী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে।

ভৃত্য গোবিন্দ আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"বাবু, আজ দশ বছর আপনার কাছে কাজ ক'রছি, কিন্তু আর পারলেম না। দেখুন, মা ঠাক্‌রুণ মেরে আমার পিঠ ফুলিয়ে দিয়েছেন। দিন রাত গাল মন্দ খেয়ে শুধু আপনার জন্যই আমরা এতদিন টিকে ছিলেম। কিন্তু এখন মার খেয়ে আর কি করে টিকি বলুন!"

"আঃ, গোবিন্দ, কেন তাঁকে বিরক্ত কর? সাবধান হ'য়ে চ'ল।" ধীরে ধীরে এই বলিয়া বিলাসকুমার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।

গোবিন্দ চক্ষু মুছিয়া কহিল—"কি অপরাধে উনি অমন অত্যাচার কর্‌বেন? উনি কেবলি আমাদের গালি দিয়ে থাকেন,—তাই বামুনঠাকুর, আমি, হরে বেহারা,—এই তিন জনে বলাবলি কর্‌ছিলেম, 'বড় মা ঠাক্‌রুণ রাজার মেয়ে হ'য়েও, আমাদের একদিন তুমি ছাড়া তুই বলেন নি,—আহা, অমন দয়ামায়া আর কি কারো হবে? বড় মা গিয়ে অবধি যেন এ বাড়ীর লক্ষ্মী ছেড়ে গিয়েছে।' আমাদের এই কথা শুনে আপনার সেই সরু লাঠি গাছটি নিয়ে উনি 'পাজি নিমকহারাম, আমার খাবে, আর অন্যের গুণ গাবে? আমার

বাড়ীর অমঙ্গল করবে ?' এই বলে এসেই আগে আমার পিটে দু'ঘা বসিয়ে দিলেন।—হরে আর বামুন ঠাকুর সরে পড়ল। তারাও থাকবে না। এই তিন বছরের ভেতর দেখুন কত বামুন চাকর এল আর চলে গেল।"

বিলাসকুমার নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"গোবিন্দ, আমিও ত তোমায় কত মেরেছি—তাও তুমি সহ্য ক'রেছ। কি ক'রবে গোবিন্দ, একটু সহ্য কর; আর সকলকে বুঝিয়ে বল, তারা যেন কিছু মনে না করে।"

বিলাসকুমারের কথায় আবার গোবিন্দের চক্ষে জল আসিল। সে কহিল—"হুজুর, আপনি মুনিব! আপনার জুতো খেলেও আমরা থাকতে পারি। কিন্তু হুজুর, মেয়েমানুষের মার খেয়ে আমরা চাকরী ক'রব না। আপনার অসুখ—এখন আমরা যাব না; কিন্তু আর উনি মারলে আমরা কেউ থাকবো না।"

পার্শ্বস্থিত দাসীও গোবিন্দের কথার পোষকতা করিয়া কহিল,—"তাইত, ইনি কথায় কথায় আমায় গাল দেবেন, মারবেন! আমি বাবু, এমন হ'লে থাকবুনি।"

গোবিন্দ বিলাসকুমারের পায়ে হাত বুলাইতে বসিল। বিলাসকুমার নিমীলিত নেত্রে কহিলেন—"গোবিন্দ, অমন দয়ামায়া আর কি কারো হ'বে ?"

এমন সময় মুরলাবালা গম্ভীর বদনে আসিয়া, একখানি চেয়ারে অঙ্গ হেলাইয়া নভেল পড়িতে বসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দাসী ও তৎপরে গোবিন্দ ছুতা করিয়া প্রস্থান করিল।

বিলাসকুমার তদবস্থায় থাকিয়া আপন মনে কহিলেন—"সে কোথা গেল ?"

কথাটা মুরলাবালার কাণে প্রবেশ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে কোথায় গেল?"

বিলাসকুমার চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন—মুরলাবালা! তিনি অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "এই—এই গোবিন্দ।"

মুরলা। এক ঘণ্টা আগে ডাক্তার বাবু ব'লে গেলেন—অল্পমাত্র জ্বর আছে,—তবে অমন ক'রছ কেন? এখনও ওষুধ খাবার দেরি আছে, তুমি ঘুমাও। আবার গোবিন্দকে কেন?—বেটা ভারি পাজি হ'য়েছে। খুব দু'ঘা বসিয়ে দিয়েছি। কুকুর তুল্য চাকরকে কি লাই দিতে আছে?

বিলাস। ছিঃ মুরলা, চাকরের গায়ে কি হাত তুল্‌তে আছে?

মুরলা। আ মরি! উনি আবার আমায় শেখাতে এসেছেন। তুমি যখন নিজে টল্‌তে টল্‌তে মাতাল হ'য়ে মার্‌তে? এই ক'দিনে এত ভালমানুষ হ'য়ে গেলে?

বিলাস। মুরলা, আর কেন সে কথা? তুমি মেয়ে মানুষ, পুরুষের গায়ে অমন ক'রে হাত তুল্‌তে নেই।

মুরলা। আচ্ছা যাও, যাও! আর শেখাতে হবে না। পুরুষ মানুষেরা পীর নাকি? আমার বাবা বল্‌তেন—পুরুষ মেয়ের সমান অধিকার। এমন হাবা মেয়ে আমায় পাওনি যে, যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌ব। তোমার হাতের পুতুল হ'য়ে থাক্‌বো নাকি?

গরবিণী মুরলাবালার মতের বিরুদ্ধে কথা বলিয়া—সেই বিলাস বাবু, আজ এই পীড়িত অবস্থায় ভীত হইলেন। তিনি কাতর কণ্ঠে কহিলেন "মুরলা, আমার কাছে এস;—আমার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেও।"

মুরলা মেঘাবৃত বদনে বিলাসকুমারের কাছে আসিয়া বসিলেন।

বিলাসকুমার মুরলার একখানি হাত ধরিয়া কহিলেন, "মুরলা, আমার বুকের ভিতর বড় কেমন ক'র্‌চে—একটু হাত বুলিয়ে দেও।"

মুরলাবালা নীরবে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বিলাসকুমার কিছুকাল নীরবে থাকিয়া, মুদিত নয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, অতি মৃদুস্বরে কহিলেন—"মুরলা, তুমি আমায় ভালবাস ?"

মুরলা মুখ ফিরাইয়া এক নিশ্বাসে কহিয়া ফেলিলেন—"তা আর বাসি না!"

কি জানি কেন, এই প্রত্যুত্তর শুনিয়া বিলাসকুমারের নয়ন-কোণে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। হৃদয় হইতে উচ্ছ্বাসে, মর্ম্মঘাতী দীর্ঘশ্বাসসহ, তাঁহার বিশুষ্ক মলিন মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল,—"উঃ সে কি ভালবাসা ?"

অভিমানিনী এবার যেন কি বুঝিলেন। কথাটী মাত্র না কহিয়া গমনোদ্যতা হইলেন।

বিলাসকুমার চমকিত ভাবে নয়ন উন্মীলন করিয়া কহিলেন—"মুরলা কোথা যাও ? আমায় একলা ফেলে যেওনা মুরলা। আমার প্রাণের ভিতর যে বড় কেমন ক'রছে।"

নিষ্ঠুরা মুরলা গর্ব্বভরে বক্রগতিতে, যাতনা-পীড়িত বিলাসকুমারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, ত্বরিত পদে বাহির হইয়া গেলেন।

বিলাসকুমার নয়ন মুদ্রিত করিলেন। দুনয়নে ধারা গড়াইয়া পড়িল। বিলাসকুমার কিছুক্ষণ পরে প্রলাপের ন্যায় আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"কৈ ? এত চেষ্টাতেও ত সে করুণাময় বদন দেখ্‌তে পেলেম না। কেনই বা পাব ? কিন্তু সে অসীম গুণরাশি যে হৃদয়ের স্তরে স্তরে নিহিত র'য়েছে! তা ত ঢাকা পড়েনি ?"—বিলাসকুমারের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। ধারার পর ধারা অবিরত গড়াইয়া উপাধান সিক্ত করিতে

লাগিল। বহুক্ষণের পরে নয়নধারা মুছিয়া বিস্মৃতের ন্যায় নিজ মনে কহিলেন ;—

"জ্যোতির্ম্ময়ী দেবি গো আমার !
সঙ্গোপনে থাক এ হৃদয়ে।"



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"আর সে কথা ব'ল্‌ব না।"

"মুরলা, প্রাণাধিকে, আর সে কথা বল্‌ব না। তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক মুরলা? সেত আর আস্‌বে না!—সে যে জন্মের মত গিয়েছে! এখন তুমিই আমার এই ভাঙ্গা হৃদয়ের সর্ব্বস্ব। তুমিও বিমুখ হ'লে আমি কেমন করে থাক্‌ব!"

বিলাসকুমার রোগমুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু এখনও ভারি দুর্ব্বল; লাঠি ভিন্ন হাঁটিতে চলিতে পারেন না। প্রায় শুইয়াই থাকেন। বিলাস-কুমারের রোগের সময়ে প্রলাপোক্তিতে, কি জানি কাহার নাম শুনিয়া, কাহার কথা বুঝিয়া, মুরলাবালা হিংসাবিষে জর্জ্জরিত প্রাণে দূরে দূরে ছিলেন। বিলাসকুমার আজ সন্ধ্যার পর খাটের উপর শুইয়া আছেন। মুরলার মনোগত ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে কাছে বসাইয়া, অনেক মিনতি পূর্ব্বক উক্তরূপ কহিলেন।

মুরলা আরক্তিম বদন ঘুরাইয়া সজল নয়নে সতেজে কহিলেন;—"বল্‌তে লজ্জাও করে না? রেখে দেও তোমার সর্ব্বস্ব। উনি আবার তার কথা ব'ল্‌বেন না!"

বিলাস। মুরলা, আমি ত তাকে তাড়িয়েছি; কিন্তু জানি না কেন এ প্রাণটার কোনখানে—তার একটু আভাস লুকান আছে। তাই আমার বিকারগ্রস্ত অবস্থায় যদি তাঁর কথা কিছু ব'লে থাকি—ত সে আমার প্রলাপোক্তি জেনো। মুরলা, আমি নিরন্তর অপরাধী। কিন্তু মুরলা, তুমিও যদি সে ক্ষমাময়ী মূর্ত্তি দেখ্‌তে, তুমিও ভুল্‌তে পার্‌তে না। আমায় মাপ কর মুরলা; আর সে কথা বল্‌ব না।

মুরলা। বল্‌বে না? না বল প্রাণের ভিতর জপ করবে। তবে তারে ছেড়ে কেন এমন করে একজনের সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে? প্রাণের ভিতর যে লুকানো আছে,—তাকে নিয়েই থাকো। আমি কে? আমার যে আর কেউ নেই।

মুরলা কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল!

বিলাস। মুরলা, আমরও যাতনা অসহ্য।—আমি যে বড় অভাগা মুরলা? আমায় দয়া ক'রে মাপ কর। আমারও যে তুমি ছাড়া আর যে কেউ নেই!

মুরলা। তোমার নেই? তোমার মত লোকের অভাব কি? এই একজনকে তাড়িয়েছ আবার আমাকেও তাড়াবে। আর একজনকে আপনার ক'র্‌বে। আমরা কিন্তু তা পার্‌ব না। আমার সংসারে কেউ নাই;—আমার সম্বল এই।

মুরলা এই বলিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে একটি কৌটা বাহির করিলেন। বিলাসকুমার ত্রস্ত কৌটাটি আপন হস্তে লইয়া তন্মধ্যস্থ দ্রব্য দৃষ্টে, কণ্টকিত দেহে, কম্পিত হস্তে পার্শ্বস্থিত জানালা দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। পরে শুষ্ক মুখে ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে মুরলার মুখের প্রতি চাহিলেন। বুঝি সহসা সেই অসহ্য যাতনাক্লিষ্ট পবিত্রতাময় করুণ প্রেমপূর্ণ মুখখানি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল! তিনি ভাবিলেন;—"হায়, সেই মর্ম্মঘাতী নিদারুণ আঘাতেও ও সেই প্রেমময়ীকে এরূপ পাপ-সঙ্কল্পকারিণী দেখি নাই!" তাঁহার গণ্ডবাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি মনে করিলেন, "হায়! সে কি?—সেই আর এই! দয়াধর্ম্মবিবর্জ্জিত হিংসাবিষজর্জ্জরিত সুখহীন হৃদয়ে কখনও শান্তি সম্ভবে না। নরকপথাবলম্বীর কিছুই অসম্ভব নহে। শুধু আত্মহত্যা কেন সবই তাহার পক্ষে সম্ভব।"

নীরবতা ভেদ করিয়া মুরলা কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন :—"কি ভাব্‌ছ? আফিঙ্গের কৌটা ফেলে দিয়ে ভাবছ নাকি বড় জব্দ কর্‌লে! কিন্তু নিশ্চয় জেন আরও দু'দিন দে'খ্‌ব। তার পর তোমার মনের ভাব বুঝে অমৃত সেবনে তোমার নির্দ্দয় হস্ত হ'তে এড়াব।"

বিলাসকুমার কাতর ভাবে কহিলেন,—"ছি মুরলা, ও কথা ভাব্‌তে নেই। আত্মঘাতী হওয়া মহাপাপ, তোমার কিসের দুঃখ মুরলা? আমি তোমার চিরানুগত। তোমা বই জানি না।"

মুরলা বিদ্রুপপূর্ণ স্বরে কহিলেন,—"তোমার মুখে পাপপুণ্যের কথা শুন্‌লে হাসি পায়! তুমি যা আমি তা বেশ জানি। বল আর কারো কথা বল্‌বে না, কি মনেও ভাব্‌বে না?"

বিলাসকুমার শুষ্ক ওষ্ঠে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"মুরলা, আগে বিশ্বাস কর্‌তেম না সত্য, কিন্তু তোমার কাছেই,—তোমাকে দেখেই পাপপুণ্য আছে ব'লে কিছু বুঝেছি। আর কার কথা ভাব্‌ব মুরলা? তুমি আমার হৃদয়ে এস," এই বলিয়া দুর্ব্বল হস্তে মুরলার কণ্ঠ বেষ্টন পূর্ব্বক তাহার অভিমান-গর্ব্বিত বদনে একটী চুম্বন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"মুরলা, তাকে পায়ে ঠেলে তোমায় হৃদয়ে ধরেছি। তবে আর কেন মুরলা? আর সে কথা বল্‌ব না।"



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে,
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্ত নগরে
লভি অন্তে; যাচি চির বিদায় ও পদে।"

"হে বিধাতঃ লোকে একজনকে এত ভালবাসে কেন? আমি কেন তাকে এত ভালবাসি? কেন আমি তার স্বপ্নে অনুক্ষণ এত বিভোর? তার জন্যে সত্য সত্যই কি অবশেষে উন্মাদিনী হ'ব?—আর ভাব্‌ব না।—কেন ভাব্‌ব? ম'র্‌ব ত আর ভাব্‌ব কেন?" আশা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে আবার কহিলেন—"প্রাণময় স্বামী আমার, তোমাময় এ প্রাণ নিয়ে আমি কোথায় যাব? কিই বা কর্‌ব? একবার ত গঙ্গাগর্ভে আশ্রয় নিয়েছিলেম, কিন্তু মা গঙ্গাও নিলেন না। জানি না কি ক'রে উঠলেম, কেমন করে বাঁচলেম। কে আমাকে আহার দিয়ে সবল কর্‌লে? কেইবা শুশ্রূষায় চেতনা দিলে? চেতনা পেয়ে দেখ্‌লেম, ইডেন গার্ডেনের নির্জ্জন স্থানে, দেবদারু বৃক্ষমূলে, বেঞ্চের উপর শুয়ে আছি। কি আশ্চর্য্য! এ সকল রহস্য কিছুই বুঝিনে। কে হিত ভেবে আমার এমন অহিত কর্‌লে?—হায় সে জানেনা যে মৃত্যুই এখন আমার একমাত্র মঙ্গল। আমার প্রিয়তম হতেও কত অধিকপ্রিয়। আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব, তোমার রূপগুণ হৃদয়ে নিয়ে ম'র্‌ব,—এ হ'তে শান্তিময় কামনা আমার আর কি হ'তে পারে? হে বিঘ্নহারী হরি, তুমি আশীর্ব্বাদ কর—যেন আমার প্রভুর সকল অশান্তি অকল্যাণ পাপ-তাপ মাথায় নিয়ে, আমি মৃত্যুর কোলে আশ্রয় পাই।"

আহা, ধারার পর ধারা সেই দুখের মেয়ের কচি গণ্ড বাহিয়া, অবিরত ধারে তাপময় বক্ষ অভিষিক্ত করিতে লাগিল। আশারাণী কোমল হাতে অশ্রুধারা মুছিয়া খেদময় করুণ কণ্ঠে আবার কহিলেন, "ওঃ, কতদিন দেখিনি! হায় আমি কেন এলেম? তাঁর দাসীর কাজ ক'র্‌তে পেলেও যে আমি কত সুখী হতেম। আহা, গোপনে তাঁহার অঙ্গের বসন কতবার চুম্বন কর্‌তেম!—তাঁর পাদোদক পান করে এই পিপাসাপূর্ণ অশান্ত প্রাণে কত শান্তিই পেতেম। আমি অভাগিনী; কেন হেলায় সে সুখময় সুধা হারালেম!" আশা ক্ষীণ হস্তে পুনঃ পুনঃ অশ্রু মুছিয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, নৈরাশ্যমাখা স্বরে কহিতে লাগিলেন, —"শুনেছি তাঁর প্রিয়তমা মুরলাবালা, নাকি সুন্দরী, রূপসী—কিন্তু বড় গর্ব্বিতা। কিন্তু তাতে কি? গন্ধহীন অপরাজিতা ফুলও ত সাদরে দেব-পদে আশ্রয় পায়।—মুরলা, দিদি আমার, অমূল্য রত্ন পেয়েছ, যত্নে রেখ। প্রাণভরে' আশীর্ব্বাদ করি স্বামী সোহাগিনী হও। সে যে বড় সুখ!—হায় আমি? আমি আর কেন? মরণ রে, এস। সকলের সকল বালাই নিয়ে তোমায় জন্মের মত বরণ করি;—কিন্তু তাঁরে যদি ভুল্‌তে পারি তবে।"—

"বড় ভালবাসি তোরে; তাই তোর তরে
প্রাণ মম অবিরত হাহাকার করে।
ইচ্ছা হয় হৃদি চিরি তাহার ভিতর
রাখি লুকাইয়া, দেখি জন্মজন্মান্তর।"

আশালতা সহসা লোককণ্ঠ-নিঃসৃত উক্তরূপ বাক্যে, সচকিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া, জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন—বিনোদবিহারী তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া! আশা ভয়শূন্য প্রাণে কহিলেন "তুমি কি বিনোদ-রূপী মৃত্যু আমাকে গ্রাস ক'র্‌তে এসেছ?"

বিনোদবিহারীর চক্ষে জল আসিল। বিনোদ রোরুদ্যকণ্ঠে কহিলেন —"আশা, আশা, আর যে তোর কষ্ট দেখ্‌তে পারিনে। আশা! নিষ্ঠুর বিধি এত কষ্টও তোর অদৃষ্টে লিখেছিল! আর কেন? হৃদয়ে আয়। তুই ও জুড়া আমিও জুড়াই।"

আশা বিষাদময় কণ্ঠে কহিলেন, "হা দুরাশা! তোমার জন্যও দুঃখ করে,—কিন্তু কি কর্‌ব? আমি ত মৃত্যুর কোলে শুয়ে আছি। তবে আর কেন?—তুমিও মর গিয়ে।"

"আমিত বলেছি আশা, এ প্রাণ থাক্‌তে তোমার আশা কিছুতেই ছাড়্‌তে পার্‌ব না। মধুময়ি, তোমার জন্য মরণও যে আমার মধুর। তবে এস,—একবার দৃঢ় বন্ধনে হৃদয়ে ধরে মরি।"

এই বলিয়া বিনোদবিহারী যেমন আশার দিকে অগ্রসর হইলেন, অমনি নিকটস্থ এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে এক প্রকাণ্ডকায় বলিষ্ঠ আকৃতি আবির্ভূত হইয়া, নিমেষ মধ্যে বিনোদবিহারীকে শূন্যে উত্তোলন পূর্ব্বক অদৃশ্য হইয়া গেল! আশা এই দেখিয়া কণ্টকিতা হইয়া উঠিলেন। কিছুকালের জন্য স্তম্ভিত থাকিয়া পরে আপন মনে কহিলেন,—"হরি হরি। এ আবার কি ব্যাপার। আমার জন্য এত অদ্ভুত ব্যাপারও প্রচ্ছন্ন ছিল? একি ভৌতিক কাণ্ড? তা হ'ক না; আমার আবার ভয় কি? আর না, আর না! নাথ, প্রিয়তম, তুমি সচ্ছন্দে থাক। এইবার তোমাময় প্রাণে পরিতৃপ্ত রূপে মরণকে স্মরণ করি।"

হায়! সেই আদরিণী, সোহাগিনী, স্বর্গের নিষ্কলঙ্ক পারিজাতকুসুম আজ পথের ধূলি! তাহার মর্য্যাদা এ মর্ত্ত্যধামে কেহই বুঝিল না। আশা যাইতে যাইতে পুষ্করিণীর যাতনাময় শব্দ শুনিতে পাইলেন। সদয়হৃদয়া তন্নিকটে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন বৃক্ষসাহায্যে ঊর্দ্ধপদে

নিম্নমস্তকে স্থাপিত হইয়া, বিনোদবিহারী ঐরূপ শব্দ করিতেছেন। আশা ব্যথিত প্রাণে, সযত্নে, ধীরে ধীরে বিনোদবিহারীকে ভূমির উপর শয়ন করাইয়া, করপুটে পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া বিনোদের চক্ষে মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেবায় অল্পক্ষণ পরে বিনোদবিহারী জ্ঞানলাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। আশালতা অশ্রুপূর্ণ আঁখিতে বিনোদের প্রতি চাহিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "কেন অমন ক'রে মারা যাবে? বাড়ী গিয়ে গৃহী হও ভাই। ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুন।" এই বলিয়া চঞ্চলপদে দয়াময়ী আশালতা অগ্রসর হইলেন। বিনোদবিহারী হতচৈতন্যের ন্যায় সেইখানে বসিয়া রহিলেন।

যাইতে যাইতে আশা উদাস প্রাণে, কহিলেন :—

ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্ত নগরে
লভি অন্তে ; যাচি চির-বিদায় ও পদে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"যত জীব আশা সব পূর্ণ হ'বে,
আশা সঙ্গে আশা-পূর্ণ বস্তু পাবে।"

"দ্বিতীয়বার যখন এ ছার জীবন গঙ্গায় বিসর্জ্জন কর্‌তে গিয়েছিলেম, সেই সর্ব্বজ্ঞা যোগিনী আমায় মৃত্যুমুখ হ'তে উদ্ধার ক'রে, অনেক আশা ও সান্ত্বনা দিয়ে অদৃশ্যা হলেন! কি অদ্ভুত তাঁর চরিত্র! কে তিনি? কেন তিনি বার বার এরূপে আমায় সতর্ক ও সান্ত্বনা ক'র্‌ছেন? তিনি যেন অবিরত আমার অন্ধকার জীবন-ছায়ায় প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিতা! আশ্চর্য্য কার্য্য কলাপ তাঁর! কিন্তু তিনি এমন নির্দ্দয়ের মত ব্যবহার করেন কেন? তিনি প্রকাশিত হ'য়ে আমার সঙ্গে সরল ব্যবহার ক'র্‌লে আমার এই বিপদ-বিক্ষিপ্ত ঘূর্ণায়মান জীবন-তরির অবলম্বন হয়, তা কি তিনি জানেন না? আমার ঠিক্ বিশ্বাস, শুধু তাঁরি প্রচ্ছন্ন কৃপাতে, আমি সকল বিপদে নিরাপদ হ'য়ে, অনেক তীর্থ বেড়িয়ে প্রয়াগ-ধামে এই ত্রিবেণী-তট পর্য্যন্ত আস্‌তে পেরেছি।"

আশালতা ত্রিবেণী তীরে বসিয়া, আপন মনে উক্তরূপ কহিয়া, নীরবে এক দৃষ্টে গঙ্গা যমুনার মনোহর সম্মিলন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে সুপবিত্রা গঙ্গা যমুনার কত কাহিনীই উদিত হইতে লাগিল। তিনি [illegible] যমুনার [illegible] নিত্যানন্দময় শ্রীবৃন্দাবন, এবং মহিমাপূরিত মনোমোহন শ্রীরাধা গোবিন্দের মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইলেন।

কিছুক্ষণ পর পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, "কোথায় কোন পথে যাব? কিছুই জানি না! এখন সেই দয়াময়ী যোগিনী দেবীই আমার

এই মগ্নপ্রায় জীবন-তরির একটী মাত্র রজ্জু! আমি এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি—তিনিই আমার পথ প্রদর্শক। তিনি যিনিই হউন, মানবী নন! আমি আর কাউকে জানি না; তিনিই আমার দেবী! তাঁরই আদেশে এ প্রাণ রেখেছি; তাঁরই ইঙ্গিতে পদক্ষেপ ক'র্‌ব—এই প্রতিজ্ঞা ক'রেছি। মর্‌লেম না ত ভাল করেই দেখ্‌ব, এ জীবনে আর কত কি হয়! এই ক্ষুদ্র আত্মাটুকু দ্বারা লীলাময়ের কত লীলা প্রকাশ পায়! আর ভাব্‌ব না। যা হবার হ'ক! আর না, আর সে কথা ভাব্‌ব না—অন্তরের অন্তর থেকে সব মুছে ফেল্‌ব! এইবার স্রোতের মুখে ভেসে যাব।"

আশা ভক্তি-উচ্ছ্বসিত প্রাণে, মুগ্ধ নেত্রে ত্রিবেণীর শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। একজন বাঙ্গালী বাবু তাঁহার মেঘাবৃত পূর্ণেন্দু-সদৃশ অলৌকিক রূপরাশি দেখিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তুমি এদেশের লোক নও ত? তবে এদেশে তীর্থ কর্‌তে এসেছ কি? তোমার সঙ্গের আর সব লোকেরা কোথায়?"

আশা সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উক্ত বাবুর নিকট হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িলেন। বাবুটী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি, একাকিনী কোথায় যাও?"

আশা দ্রুত পদে চলিতে চলিতে আপন মনে কহিলেন,—"মর্‌লেম না ত লোক চক্ষের অন্তরে, যেখানে দু'পা যায়, সেইখানেই যাব! আমি আমার কিছুই বুঝ্‌লেম না! যা হয় হ'ক।" দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে আশা, বাবুর চক্ষের অন্তরাল হইয়া পড়িলেন। বাবুটী আশার ভাব গতিক এবং কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। আশ্চর্য্য অন্তরে কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া, আশার অতুল রূপরাশি ভাবিতে ভাবিতে আপন কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

আশা কয়েক জন যাত্রীর নিকট জানিয়া শ্রীবৃন্দাবনের পথ অবলম্বনে চলিতে লাগিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে যাত্রীদের সঙ্গেই যাইতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার কিছুতেই সে ইচ্ছা হইল না। বলিতে পারি না কিরূপে সেই কুসুম-স্তবক-সদৃশ কচি মেয়ে, ঐ কোমল ক্ষুদ্র পদে আজ এই অসাধ্য ব্যাপার সাধ্যায়ত্ত করিতে পারিবেন! কোথায় এই দুর্জ্জয় সাহস ও শক্তি পাইলেন?

সন্ধ্যা আগত। আশালতা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পথপার্শ্বস্থ বিস্তৃত আম্র-কাননে এক বৃহৎ আম্র বৃক্ষমূলে, ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন। বৃক্ষ-শাখা মধ্য দিয়া পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হাসিতে হাসিতে আশার শ্রান্তিযুক্ত চাঁদ-মুখখানি সাদরে চুম্বন করিল! সরস বৃক্ষপত্র আশার আগমনে আনন্দে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই আশার ক্লান্তিভাব বিদূরিত হইল। আশা চাহিয়া দেখিলেন, বৃক্ষ সমূহের হিরণ্ময় পত্রাবলী চন্দ্রকিরণ-সুধা প্রাপ্তে আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কিয়দ্দূরে বহু বিস্তৃত শ্যামল শস্য ক্ষেত্র সুধাংশু-কিরণে প্লাবিত হইয়াছে,—শ্যাম-গৌর দুই বর্ণ একত্র মিলিত হইয়া অসীম সৌন্দর্য্যের সাগরে তরঙ্গ তুলিয়াছে। আশা অনিমেষে এই সৌন্দর্য্য রাশি অনেকক্ষণ অবধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্ত-পালিতা প্রকৃতি-কন্যার গতি যেন অসীম অনন্তের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল,—বিন্দু যেন সিন্ধুর দিকে গড়াইতে লাগিল। তিনি আত্মহারা হইয়া সীমাহীন আকাশের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন,—দুইটী চকোর নাচিয়া নাচিয়া, আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া, চন্দ্র-সুধা পান করিতেছে! কি জানি কি ভাবে বহুদিনের পর আশার অন্তরে আজ কিছু আনন্দের উদয় হইল! আশা ধীরে ধীরে গাহিলেন,

যামিনী আইল, মলয় বহিল।
নীলাকাশোপরি তারা-হারে ফিরি,
শশী দিশি দিশি অমিয় ছড়াল।
কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরি, আশা হৃদে ধরি,
বলি হরি হরি, কৈ বাঁশী বাজিল।

মধুর সময়ে, মধুর স্বর-লহরী, মধুর পবন, মধুর আকাশে, সুধার ধারা ছড়াইতে লাগিল। কিরণময়ী আশারাণী আত্মবিস্মৃতা হইয়া অনেক তৃপ্তি পাইলেন। তিনি সঙ্গীতান্তে নিরানন্দে আনন্দ পাই-লেন, অসুখেও সুখের ছায়া দেখিলেন, নিরাশায় আশার তৃপ্তিময় প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহার রুক্ষ জড়িত কেশরাশি স্কন্ধে বক্ষে পৃষ্ঠে ছড়াইয়া মৃত্তিকা চুম্বন করিতেছে। সহসা দেখিলে বোধ হয় যেন কোন সাধক্ প্রাণের আরাধ্য দেবীকে মনোমত রূপে সুগঠিত করিয়া এই মনোরম নির্জ্জন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এত ক্লেশেও কি সৌন্দর্য্যের লাঘব আছে? সুন্দরী আশারাণীর সৌন্দর্য্য-লহরী যেন স্তবকে স্তবকে উছলিত হইতেছে!

"আশা, জীবনে মরণে আমি সঙ্গের সাথী; আর কেন? এসো আশা, হৃদয়ে ধরি!"

সুপথে গমন-নিরত, সুখময় কল্পনারথ-বিহারী, আত্মবিস্মৃত পথিক সহসা পথিমধ্যে কালসর্প দেখিলে যেমন শিহরিয়া উঠে—আশা উক্ত বাক্যেও তেমনি শিহরিয়া উঠিলেন। নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, পার্শ্বে বিনোদবিহারী! আশাকে তদবস্থায় চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, বিনোদ পুনর্ব্বার কহিল, "আশা, আমায় দেখে কি আশ্চর্য্য হ'চ্ছ? আমি প্রেত নই, তোমারি বিনোদ! আশ্চর্য্য কি? তোমার জন্য অসাধ্য কার্য্য কি আছে আশা? তুমি আমায় ছেড়ে পালাতে চাও; কিন্তু আমি

ত চাই না? আমি তোমার সঙ্গের সাথী! এখনো মিনতি ক'রে বল্‌ছি, মিছে কষ্টে কষ্টে জীবনটা কেন নষ্ট কর? কিঞ্চিৎ প্রেম দানে এ চির অধীনকে কৃতার্থ কর!"

আশা বিষম ঘৃণা সহকারে কহিলেন, "বিনোদ, তুমি ক্ষমার অযোগ্য। তোমায় শত ধিক্! তুমি শীঘ্র আমার সম্মুখ থেকে দূর হও—নতুবা তোমার মঙ্গল হ'বে না।"

"ঘৃণা কর ক্ষতি নাই! তুমি বিনা আমার মঙ্গল কোথায়? কিসের ভয় দেখাও আশা? তোমার জন্য আমি যে মরণকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি, তাকি তুমি জান না? তোমার জন্য আমি কি না পারি আশা, তাকি দেখ্‌তে পাচ্ছ না? তোমায় একবার মাত্র হৃদয়ে ধ'রে আমি মর্‌তে প্রস্তুত আছি! এদেশে আর তোমার সেই বিকৃত ভূত নেই, এখন দেখি তোমায় কে রক্ষা করে!" এই বলিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক উন্মত্ত প্রাণে বিনোদবিহারী আশালতাকে বক্ষে ধারণ করিতে অগ্রসর হইলেন! ঠিক সেই সময় এক উচ্চ আম্র বৃক্ষ হইতে সেই ভীষণকায় ভূত সশব্দে নিম্নে পতিত হইয়া, বিনোদবিহারীকে দুই হস্তে তুলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইল!

আশার পূর্ব্বের আনন্দ বহু দূরে অন্তর্হিত হইয়াছে! আশা বিস্ময়ে ও বিষাদে কহিলেন, "কিছুই বুঝি না! কিছুই জানি না! যা হ'বার হউক। এ জীবনে আরো না জানি কত কাণ্ডই সংঘটিত হ'বে!" সুগম্ভীর অথচ কোমলতাময় মমতাপূর্ণ করুণকণ্ঠে আশালতার অপর পার্শ্ব হইতে ধ্বনিত হইল!

"যত জীব আশা সব পূর্ণ হ'বে,
আশা সঙ্গে আশাপূর্ণ বস্তু পাবে।"

আশালতা পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, মহিমাময়ী যোগিনী-

দেবী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া! আশা তদ্‌গত চিত্ত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় যোগিনীদেবীর বাক্যের পুনরাবৃত্তি করিলেন,

"যত জীব আশা সব পূর্ণ হ'বে,
আশা সঙ্গে আশাপূর্ণ বস্তু পাবে!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চলিল তরণী—কাহার উদ্দেশে?

কৃষ্ণপক্ষীয় রজনী; দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়। বারাণসী ধামে, জাহ্নবী তীরে, ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিতেছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ক্রমান্বয় উঠিতেছে—নামিতেছে! কিয়দ্দূরে শূন্য গাত্রে সামান্য উত্তরীয় দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিয়া, একজন যুবক উচ্চ দেবদারু বৃক্ষে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, ঔদাস্যময় শূন্য দৃষ্টিতে প্রজ্জ্বলিত চিতা প্রতি চাহিয়া আছেন! দেখিতে দেখিতে কে জানে কাহার রূপ যৌবন ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। হায়, মোহমত্ত জীব! এই ত তোমার অহঙ্কার, আমিত্বের পরিণাম! ঐ দেখ, অত্যল্পকাল মধ্যেই সকলি ফুরাইল। পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিলাইয়া গেল! দাহকার্য্য সমাপনান্তে লোক সকল চলিয়া গেল। যুবক মর্ম্মভেদী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৃষ্টি ফিরাইয়া, অগণ্য নক্ষত্রপূরিত অসীম আকাশ প্রতি চাহিয়া, শূন্যতাপূর্ণ ব্যাকুল স্বরে কহিলেন, "সে কোথায় গেল!"

যুবক আপন বাক্যে আপনি চমকিত হইয়া তারকালোক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন,—সাক্ষাৎ মহাদেব তুল্য একজন সন্ন্যাসী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! যোগিবর মহাশক্তি-সমন্বিত বিশাল হস্ত যুবকের হস্তে অর্পণ করিয়া, অপর হস্তের অঙ্গুলী নির্দ্দেশে জহ্নবী-বক্ষ-স্থিত একখানি ক্ষুদ্র তরণী দেখাইয়া, গম্ভীর বচনে কহিলেন, "উহাতে আরোহণ ক'রে দেব প্রসাদে বেয়ে যাও!"

যুবক দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলেন,—তাঁহার সন্নিকটে গঙ্গা-গর্ভে, তরণী

সজ্জিত। যুবক প্রশ্নজিজ্ঞাসু হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী আর সে স্থানে নাই! শ্মশান হু হু করিতেছে—সুধু শূন্যময় ঘোর শ্মশান! যুবক বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে কিছুক্ষণ অবধি সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। যোগিবরের শক্তি-সমন্বিত স্পর্শে যুবক যেন নূতন বলে বলীয়ান হইয়া, "ইনি কখন মনুষ্য নহেন, তবে আর কেন? এই সুসময়ে দেবাদিদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করি"—এই বলিয়া সত্বর তরি আরোহণ পূর্ব্বক, কোথায় কোন পথে যাইবেন না জানিয়াই, ক্ষেপণী সঞ্চালনে সোৎসাহে বাহিয়া চলিলেন। একাদশীর ক্ষীণ চন্দ্রমা শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া জাহ্নবী-সলিলে ভাসিতে ভাসিতে যুবকের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। দেখিতে দেখিতে অনুকূল পবন ভরে, ধীর গতিতে নৌকাখানি উদাসীন আরোহী সহিত অদৃশ্য হইয়া গেল!



পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তুমি এসো!

হরিদ্বার গাম্ভীর্য্যময় স্থির সৌন্দর্য্যময় তাপসজন সিদ্ধির মনোরম শান্তিময় স্থান। এখানে প্রত্যেক বস্তুর অবয়বে যেন শান্তি সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। মহাপাপীও এখানে উপস্থিত হইলে, একবার ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে স্রষ্টার তত্ত্বের জন্য ব্যাকুল না হইয়া স্থির থাকিতে পারে না। এখানে যথার্থ দৈব-আকর্ষিত স্থান-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়। ব্রহ্মা-কমণ্ডলু-আবির্ভূতা, গোমুখী-বিনির্গতা, অত্যুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী-বেষ্টিতা, পরমারাধ্যা, কল্যাণময়ী জাহ্নবীদেবী, পৃথ্বীতল পবিত্র করিয়া স্ফীত বক্ষে, ঘোর গর্জ্জনে, প্রবল বেগে, মহা-সিন্ধু অভিমুখে ধাবিতা হইতেছেন।

বৈশাখ মাস; এখানে যদিও ভারতবর্ষীয় অনেক স্থানের তুলনায় গ্রীষ্ম অল্প, তথাপি কালানুযায়ী উত্তাপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। অদ্য সমস্ত দিনই কিছু অধিক গ্রীষ্ম অনুভব হইয়াছে। বেলা অবসানে সুনির্ম্মল সূর্য্য-কিরণোজ্জ্বল আকাশ-সাগরে খণ্ড খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে ক্রমে বহু খণ্ড মেঘমালা, সকল দিক্ অন্ধকার করিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিক আশ্রয় করিল। সেই অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাদেবীও তিমিরাবগুণ্ঠনে আবৃতা হইয়া অবতীর্ণা হইলেন। উন্নত পর্ব্বত-পাদদেশে, বিচিত্র বর্ণের উপলখণ্ড-পরিশোভিত সমতল ভূমিতে, চরণ-চুম্বিত জটারাশি পৃষ্ঠে লইয়া, ধীর পাদক্ষেপে কাহার ঐ ক্ষীণ দেহলতা, আবির্ভূত হইল? এই দুর্গম মানব-সমাগম-শূন্য স্থানে উনি কে?

দেবী না মানবী? দেবী সম্মুখস্থিত জাহ্নবী এবং পার্শ্বস্থিত নির্ঝরিণী নিরীক্ষণ করিলেন। পরে সেই প্রস্তরখণ্ডোপরি যোগাসনে উপবেশন পূর্ব্বক, ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে স্থির নয়নে গাঢ় কৃষ্ণ জলদজালের প্রেমোন্মত্ত খেলা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার সহায় করিয়া ঘোর মেঘের অন্ধকার সকল দিক ডুবাইয়া ফেলিল। ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা অত্যুজ্জ্বল প্রভায় দেবীর নয়ন ঝলসিত করিয়া দিগ্‌বিদিক ছুটাছুটী করিতে লাগিল। অমনি গম্ভীর ঘন মেঘ-গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া তুলিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রবল বায়ুতাড়নে বৃহৎ বৃক্ষরাজি আন্দোলিত হইতে লাগিল,—ভাগীরথী উত্তাল তরঙ্গমালা তুলিয়া অসংযত ভাবে নৃত্য করিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ কৃষ্ণ পর্ব্বতসমূহ, যেন জগতীয় সমুদয় আঁধারসমষ্টি আলিঙ্গন করিয়া, উন্নত মস্তকে তমোরাজ রূপে স্থির অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে চঞ্চলা সৌদামিনী, প্রদীপ্ত সুবর্ণ-হাররূপে গিরিরাজকে বেষ্টন করিয়া, অপরিসীম সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে। দেবীর নয়নদ্বয় এখন চঞ্চল দৃষ্টিতে, কখন জাহ্নবী দেবীর প্রতি, কখনও বা পর্ব্বতমালার প্রতি, অতৃপ্ত ভাবে পরিচালিত হইতে লাগিল। প্রকৃতি-বিমোহিতা দেবী, প্রকৃতিদেবীর এই রমণীয় দৃশ্যাবলী নিরীক্ষণ করিয়া, সত্যই আজ আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে বায়ুর গতি মন্দীভূত হইয়া, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ক্রমে অজস্রধারে বৃষ্টি পতিত হইয়া জাহ্নবী-বক্ষে লহরী খেলিতে লাগিল। দেবীর অবয়ব সিক্ত করিয়া তীরের ন্যায় বৃষ্টিধারা বিদ্ধ হইতে লাগিল। দেবীর তৎপ্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। দেবী প্রকৃতি-ধ্যানে স্পন্দরহিতা! ক্রমে বৃষ্টিধারা মন্দীভূত হইল, বায়ুর বেগও থামিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে মেঘমালা বিদূরিত হইয়া, আকাশ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইল। সেই নির্ম্মল আকাশে পূর্ণিমার

পূর্ণেন্দু প্রকাশিত হইয়া, বিধৌত প্রকৃতি চরাচর মধুময় রজত কিরণ-জালে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। এই তমসাচ্ছন্ন ঘনঘোরা—আবার এই সুবিমল রজত কিরণ-ধারা! প্রকৃতির এই রূপের পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রেমময়ী দেবীর নয়নে প্রেমধারা বহিল। তিনি ঊর্দ্ধ নয়নে, প্রেম গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "ত্রিভুবন পতি, তুমি কোথায়? শুনেছি, সকল আদি কারণের কারণ তুমি। তোমার অতুল সৌন্দর্য্য কারণেই জগৎ এত সুন্দর! সুন্দরী প্রকৃতি দেবীর স্বামী তুমি, না জানি তুমি কত অসীম সুন্দর! পুণ্য-প্রাণ ভক্তগণ তোমায় দেখেই অবাক্ হ'য়ে বলেন, "তোমার উপমা শুধু তোমাতেই মেলে!" অনুপম সুন্দর ঠাকুর গো, তুমি কোথায়? আমাকে কি ক'র্‌লে ঠাকুর? আমার না হ'ল সংসার, না পেলেম তোমায়! তবে কেন জগতে পাঠিয়েছিলে? এমন করে আর কতদিন কাট্‌বে? আর যে পারিনে! এসো হরি, দয়া ক'রে একবার দেখা দাও!" অজস্র নয়ন-ধারায় দেবীর তপ্ত হৃদয় ভাসিয়া গেল! সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দেবী আবার খেদযুক্ত বিষাদ-ময় কণ্ঠে কহিলেন, "ওঃ, বুঝেছি হরি, স্থানের অভাব! হৃদয়-পটে অঙ্কিত সে চিত্র মুছে না ফেল্‌লে আর তুমি আস্‌বে না। আমি কি ক'র্‌ব প্রভু? আমার দুর্ব্বল হাতে মুছতে গেলে এযে আরও উজ্জল-রূপ ধারণ ক'রে! না—না, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে, অন্য দেবতা-অধিকৃত এ হৃদয়ে বুঝি তোমার আসন প্রস্তুত ক'র্‌তে পার্‌লেম না।"

দেবীর নীলোৎপল নয়ন দুটী লজ্জায় মুদ্রিত হইয়া পড়িল! জানি না, দেবী তাঁহার প্রাণারামদায়ী কোন রূপ-ধ্যানে নিয়োজিতা হইলেন। অশ্রুধারায় বক্ষ ভিজাইয়া কিছুক্ষণ পর আবার উন্মাদিনীর ন্যায় কহিতে লাগিলেন, "দেবতা আমার, তুমি এসো। আমার চির-বাঞ্ছিত সুখ-শান্তি, দুখ অশান্তি-মন্থন প্রিয়তম রত্ন তুমি এসো! আমার

কোমল-কঠিন, নিষ্ঠুর-করুণ, আমার সুধার সাগর, গরল-পাথার, হাসি-অশ্রু তুমি এসো! আমার শয়ন স্বপন, নিদ্রা জাগরণের চিন্তা তুমি এসো। আমার স্বর্গ-ভুবন, জীবন-মরণ, আমার নিত্য সাধনের ধন, চিরদিনের জন্যে প্রভু তুমি এসো!"

দেবীর বাক্যাবসানের সঙ্গে সঙ্গে, মমতাযুক্ত কোমল গম্ভীর রবে, দেবীর কথার প্রতিধ্বনির ন্যায়, ধ্বনিত হইল—"তুমি এসো!" সচকিতে দেবী পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পশ্চাতে সেই মহিমাময়ী যোগিনী দেবী, জ্যোতির্ম্ময় স্থির নেত্রে তাঁহার চারু বদনের প্রতি চাহিয়া, করুণ কণ্ঠে কহিলেন,—"প্রিয়তমা আশা, ছয় বৎসর পরে নানাবিধ কঠিন পরীক্ষা থেকে আজ তুমি উত্তীর্ণা হ'লে! তোমার কল্যাণ হউক। আজ আমাদের বড় শুভদিন! প্রাণের আশা এইবার তবে তুমি এসো।"



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তি-আলয়।

অনুন্নত পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত, বিচিত্রবর্ণের প্রস্তর খণ্ড-পরিশোভিত, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ ফলপুষ্পের সুদৃশ্য পার্ব্বতীয় বৃক্ষবিশিষ্ট, বিস্তৃত সমতল-ভূমি। তাহার মধ্যে সুপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকখানি কুটির জ্যোৎস্না-স্নাত হইয়া নয়নতৃপ্তি বিধান করিতেছে। সমীরণ নানাবিধ পুষ্পের সুবাস লইয়া আশ্রমস্থিত তপস্বিনীগণকে আনন্দিত করিয়া আকাশ-সাগরে সন্তরণ করিতেছে, নানা জাতীয় পক্ষিকুল আপন আপন কুলামধ্য হইতে ঘুম-ঘোরে মধুর স্বরে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে। কুটির বেষ্টিত নানা বর্ণের প্রস্তর-মণ্ডিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে কিঞ্চিৎ উচ্চে বৃহৎ বেদিকা। রজনী দ্বিতীয় প্রহর আগতা। সেই বেদিকা-সম্মুখে প্রায় শত সন্ন্যাসিনী জটাভার পৃষ্ঠে লইয়া শুভ্র জ্যোৎস্না-স্নাত হইয়া সমাসীনা। এই সুনির্ম্মল রজনীযোগে, গিরি-সমাকীর্ণ আশ্রমে, শান্তি-সৌন্দর্য্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে; এবং যোগিনীদিগের শ্রীবদনে সুমঙ্গলভাব উদ্ভাসিত হইতেছে। যোগিনীগণ নীরবে ধ্যানপরায়ণা! সেই নির্জ্জন নীরব চরাচরের মধ্যে, সুমোহন করুণ বংশীধ্বনির ন্যায়, আকাশ-সাগরে সুধার লহরী প্রবাহিত করিয়া শান্তিদেবী গাহিলেন;—

রাধারমণ মোহন অনুপম দেহধারী,—
গোলক-বিহারী, বংশীধারী, অসীম শরণ,
কতই কৃপা বিতরিছ প্রাণ জুড়ায় শ্রবণে।

আশা হিল্লোলে, প্রেম-ফুল দোলে,
স্থান পাবে ব'লে চরণে।
হে মুরারি, প্রেমময় হরি, গোপীজন হৃদিরঞ্জন,
ওহে মাধব, বাসনা সব দূরে যায় তব স্মরণে।

ক্রমে সকল যোগিনীগণ কণ্টকিত দেহে, ভক্তি-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে শান্তিদেবীর সুকণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া শ্রীহরির মহিমা কীর্ত্তনে বিভোর হইলেন। যোগিনীদিগের অকপট কোমল-মধুর কণ্ঠাহ্বানে বুঝিবা গোলকপতি গোপীনাথ সেই স্থানে সমাসীন হইয়াছিলেন! যোগিনীগণ পরে ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে, গলবস্ত্রে তাঁহাদিগের বাঞ্ছাকল্পতরু পরমারাধ্য দেবতার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করিলেন।

তৎপরে সমুন্নতা, পূর্ণ গৌরবর্ণা এক বর্ষীয়সী যোগিনী শান্তিদেবীর প্রতি দৃষ্টি পূর্ব্বক কহিলেন, "আগামী কৃষ্ণাষ্টমীর দিনই গুরু-দর্শনের দিন না?"

শান্তিদেবী কহিলেন, "হ্যাঁ, আর চার দিন পরে, কৃষ্ণাষ্টমীর দিনই গুরুদর্শনের দিন।"

পূর্ব্ব যোগিনী আবার কহিলেন, "শান্তি, আমাদের আশাদেবী কৈ?"

শান্তিদেবী কহিলেন, "ঐ যে আপনার আশা আপনার চরণতলে ব'সে আছে!"

"ওমা তাইত, আমি দেখ্‌তে পাইনি!" এই বলিয়া যোগিনীদেবী সস্নেহে আশার গাত্রে হস্তার্পণ করিলেন। আশা ভক্তিবিগলিত দেহে লুণ্ঠিত মস্তকে দেবীর চরণে প্রণাম করিলেন। যোগিনীদেবী "কৃষ্ণভক্তি হউক"—এই আশীর্ব্বাদ করিয়া আশাদেবীর মস্তক স্পর্শ করিলেন। পরে "তোমাদের এখন নিদ্রার সময়," ইহা কহিয়া নিজেও গাত্রোত্থান করিলেন।

সকলেই কুটিরাভ্যন্তরে নিদ্রার্থ গমন করিলেন। কেবল শান্তিদেবী জাহ্নবী-পুলিনে, পুষ্পবন-বেষ্টিত প্রস্তর আসনে গিয়া উপবিষ্টা হইলেন। আশা এবং ক্ষমাদেবী সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তিদেবী।

সেই পূর্ণিমার রজনীতে ক্ষমা ও আশাদেবী সেই স্থানেই বসিয়া আছেন। আশা ঔৎসুক্যপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "দেবী আপনাকে আদেশ ক'রেছেন, এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দিবার উপযুক্ত সময়। এইবার দয়া ক'রে আমায় দেবীর পরিচয় প্রদান করুন।"

"ব্যস্ত হোয়ো না, স্থির হ'য়ে শোন। সংসারে যাঁর মৃত্যু-সংবাদ রটনা হ'য়েছে, ইনি তোমারি সহোদরা জ্যেষ্ঠা ভগিনী শান্তিদেবী। নবম বৎসর বয়সের সময় শান্তিপুর নিবাসী হরিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ব্রজলালের সহিত, তোমার পিতাঠাকুর মহাশয় মহা সমারোহে ইঁহার বিবাহ দেন। এ সকলি বোধ হয় তুমি শুনে থাকবে। রূপে-গুণে চরিত্রে শান্তিদেবীর পতি কোন বিষয়েই হীন ছিলেন না। শান্তিদেবী সৎপাত্রেই অর্পিতা হয়েছিলেন। বিবাহের তিন চারি বৎসর পরে পিতৃ-আজ্ঞায় ব্রজলাল শান্তিদেবীকে, সংসার ক'রবার জন্য স্বগৃহে নিয়ে যান। শান্তিদেবীর বয়স তখন বারো বৎসর। পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী, প্রভৃতির আদরে যত্নে পরমানন্দে চার পাঁচ বৎসর অতিবাহিত কর্‌লেন। হায়! জানিনা কোন কর্ম্মফলে নিয়তির গতিতে অকালে শান্তির চির সুখ-শান্তির অবসান হ'ল! নাট্যের আরম্ভেই যবনিকা পতন হ'ল। সপ্তদশ বৎসর বয়সে শান্তিদেবী বিধবা হ'লেন! এই নিদারুণ দুঃসংবাদে মর্ম্মপীড়িত হয়ে তোমার পিতা রামচন্দ্র রায় মহাশয়, শান্তিদেবীকে নিজ গৃহে আন্‌বার জন্য

বহু প্রকার যত্ন ক'রেছিলেন। দেবী পিতাকে অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে লিখেছিলেন, "আমার সহবাস এখন সকলেরই অপরিসীম ক্লেশের কারণ হয়েছে। বিশেষ স্নেহময়ী মা আমার, তাঁহার আজন্ম যত্নসজ্জিত আমার এই ছাররদেহ দর্শনে কোন প্রকারেই তিলার্দ্ধ শান্তির মুখ দেখ্‌তে পাবেন না! তিনি অভাগিনীকে হৃদয়ে ধরে বড় সাধেই 'শান্তি' নাম দিয়েছিলেন। হায়, কে জান্‌ত সেই শান্তিই তোমাদের সকল অশান্তির নিলয় হ'বে।" দেবীর এই বিষাদময় পত্র পেয়ে, রায় মহাশয় স্বয়ং প্রাণসমা কন্যাকে আন্‌বার জন্য শান্তিপুর গেলেন, এবং সান্ত্বনাময় বাক্যে অনেক প্রকারে কন্যাকে অনুরোধ ক'র্‌লেন।

আশাদেবী এতক্ষণ বহুকষ্টে হৃদয়-বেগ সম্বরণ পূর্ব্বক, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে যোগিনীদেবীর বিষাদময় কাহিনী শুনিতেছিলেন। কিন্তু আর পারি-লেন না; রুদ্ধ-কণ্ঠে "বাবা গো" বলিয়া যোগিনীদেবীর বক্ষে মুখ লুকাইলেন।

যোগিনীদেবী সযত্নে আশাদেবীর নয়নধারা মুছাইয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "কষ্ট পাও ত থাক্‌, এ ক্লেশকর বৃত্তান্ত শুনে আর কাজ নেই!"

আশাদেবী আত্মসম্বরণ করিয়া ধীর স্বরে কহিলেন, "না দেবি, আর কষ্ট হ'বে না। আপনি দয়া করে সকল কথাই আমায় বলুন।"

ক্ষমাদেবী কহিলেন, "তবে শোন। শান্তিদেবী পিতার চরণ নয়ন-জলে ধৌত ক'রে অবনত মুখে বল্লেন, আপনার অবাধ্য হ'তে আমি নিতান্তই ভীতা হচ্ছি! আমায় ক্ষমা করুন। যাঁর হাতে আমায় অর্পণ ক'রেছিলেন, সেই লোকান্তরবাসী দেবতার স্মরণই আমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে বস্তু দর্শন-সহায়ে সেই স্মরণ ঘনীভূত হয়, সেই সব এখন আমার একমাত্র স্পৃহণীয়। তাঁর পিতামাতার চরণ সমীপে, তাঁর বাস স্থানে বাস ক'র্‌তে আমায় অনুমতি করুন। মাকে ব'ল্‌বেন আমার জন্য যেন

ভাবেন না, আমি বেশ থাক্‌ব।" শান্তিদেবীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। ধর্ম্মাত্মা মহোন্নতহৃদয় রায় মহাশয়, বালিকা কন্যার এই প্রকার ধর্ম্ম-সঙ্গত মহৎ বাক্যের প্রতিকূলে কোন কথা ব'ল্‌বেন না। অন্তরে কন্যার ভূয়সী প্রশংসা ক'রে, হর্ষবিষাদ অন্তরে, অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে, প্রাণতুল্য কন্যার অপরাধ-শূন্য নিষ্কলঙ্ক অশ্রুপ্লাবিত দুঃখ-পূর্ণ মুখকমলের প্রতি দৃষ্টি ক'রে, স্নেহময় হাতে নয়ন-ধারা মুছিয়ে, "মা আমার, তবে তাই হউক, নিষ্কাম ধর্ম্ম তোমার লাভ হউক। বাসনাহারী" মঙ্গলময় শ্রীহরি তোমার সহায় হউন" এইরূপ শুভাশীর্ব্বাদ ক'রে নিজ গৃহে প্রস্থান ক'র্‌লেন। শান্তিদেবী পতি-দেবতাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে তিন বৎসর পর্য্যন্ত শান্তিপুরে শ্বশুরালয়ে যাপন ক'র্‌লেন। তাহার পর চতুর্থ বৎসরে তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয়, তৃতীয় পুত্র মাধবদাসের হস্তে তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি অর্পণ ক'রে, একমাত্র কন্যাকে কৃষ্ণনগরে তার শ্বশুরালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে, ৺কাশীধামবাস মানসে সস্ত্রীক শান্তিদেবীকে নিয়ে চ'লে গেলেন। সে স্থানে এক বৎসর বাসের পর, কোন দুরারোগ্য সংক্রামক পীড়ায়, শান্তির পুণ্যাত্মা শ্বশুর শাশুড়ী উভয়েই ইহধাম পরিত্যাগ ক'রে অমরধামে চলে গেলেন! শান্তিদেবী একমাত্র পুরাতন ভৃত্য কাশীনাথ, একজন পাচিকা ব্রাহ্মণী ও একজন ঝি নিয়ে অসহায় অবস্থায় অবস্থিতি ক'র্‌ছেন শুনে, রায় মহাশয় ও মাধব-দাস তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ ক'র্‌লেন। তাঁদের প্রেরিত লোকেরা সেই বাড়ীতে আস্‌বামাত্র, উক্ত লোকজনেরা বল্‌লে "বউঠাকরুণ আজ তিন দিন হ'ল কোথায় চলে গিয়েছেন; আমরা কোথায়ও তাঁর খোজ খবর পাচ্ছি না! এই দেখুন তিনি এক কাপড়ে চ'লে গিয়েছেন, যেখানের যা সবই প'ড়ে রয়েছে! কাশীনাথ সরোদনে আরো বল্‌লে, "বউ ঠাকরুণ যে দেবী! তিনিত কখনো কোন দোষ

ক’রেন নি—তবে তিনি কোথায় গেলেন! সেই যোগিনী, সেই যোগিনীই বোধ হয় তাঁকে মন্ত্র দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে!”

প্রেরিত লোকেরা বল্‌লে, “কে যোগিনী কাশীনাথ? কোথায় যোগিনী?”

“কর্ত্তা-গিন্নী থাকতে একজন যোগিনী আস্‌ত, বৌঠাকরুণের সঙ্গে গোপনে কত কথা বল্‌ত। আমার বোধ হয় সেই যোগিনীই বৌ-ঠাকরুণকে ভুলিয়ে নিয়ে সন্ন্যাসিনী ক’রেছে?”

প্রেরিত লোকজনেরা দুঃখিত অন্তঃকরণে নানাস্থানে অনুসন্ধান ক’রে কোন তত্ত্ব না পেয়ে, শেষে হতাশ মনে স্বদেশে ফিরে গিয়ে এই দুঃসংবাদ রায় মহাশয়কে জানালেন। বলা বাহুল্য, রায় মহাশয় এ সংবাদে নিতান্তই মর্ম্মপীড়িত হয়েছিলেন। তিনিও বহুদিন পর্য্যন্ত নানাস্থানে বিশেষরূপে অনুসন্ধান ক’রেছিলেন। কিন্তু কোথাও শান্তিদেবীর সন্ধান পান নাই।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষমাদেবী নীরব হইলেন।

আশাদেবী বিস্মিতান্তঃকরণে কহিলেন, “তারপর কি হ’ল বলুন, শান্তিদেবী কোন যোগিনীর সঙ্গে কোথায় গেলেন?”

“সত্যই শান্তিদেবী নির্জ্জনে আপন প্রাণেশ্বরকে সর্ব্বস্ব অর্পণ মানসে যোগিনী দেবীর সহগামিনী হ’য়েছিলেন। সে যোগিনী দেবী আর কেউ নন; আমাদের এই পরমারাধ্যা ভক্তিদেবী।”

“আরো বলুন, এখানকার সকল তত্ত্ব দয়া ক’রে খুলে বলুন।” আশাদেবী সাগ্রহে এই বলিয়া ক্ষমাদেবীর পদধূলি মস্তকে দিলেন।

“যা শুনেছি, তা শোন। এই ভক্তিদেবীর জাতি-ধর্ম্ম জন্ম-কর্ম্ম আমরা কেহই জ্ঞাত নই। তবে ইনিই আমাদের কার্য্যের মূলে বর্ত্তমান, এই মাত্র জেনে রেখো। ভক্তিদেবী শান্তিদেবীকে নিয়ে তিন বৎসর ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ ক’র্‌লেন। এই তিন বৎসর অবধি সকল সময়েই যে

ভক্তিদেবী শান্তিদেবীর সঙ্গে থাকতেন, তা নয়; তবে শান্তিদেবীর সমস্ত কার্য্যের মূলে ইনি সর্ব্বদাই অবস্থিত থাকতেন। সকল প্রকার বিপদ হ'তে শান্তিদেবীকে নিরন্তর রক্ষা ক'রতেন। নানা পরীক্ষার বিষয় হ'তে উত্তীর্ণা ক'রে তিন বৎসর পরে, ভক্তিদেবী শান্তিদেবীকে নিয়ে এই নির্জ্জন তৃপ্তিপূর্ণ শান্তি-আলয়ে হিমালয়ে উপস্থিত হ'লেন। তার পর এই স্থানে বহুবিধ শারীরিক ও মানসিক কষ্টসাধ্য ব্রত এবং সংযম শিক্ষা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হঠযোগ এবং নানাবিধ কার্য্য প্রণালীও শিখাইলেন। এইরূপে তিন বৎসর গত হ'লে, তারপর তিন বৎসর নানাবিধ শাস্ত্র এবং সর্ব্বশাস্ত্র-সার ভগবদ্গীতা শিক্ষা দিলেন। এই প্রকারে ছয় বৎসর শান্তিদেবীর পাপাবর্জ্জনা-শূন্য হৃদয়-ক্ষেত্রে কর্ষিত হ'লে শ্রীগুরুদেব অক্ষয় নামবীজ বপন ক'লেন। অচিরাৎ অমূল্য পুণ্যরত্নে শান্তিদেবীর নির্ম্মল হৃদয়-ভাণ্ডার পূর্ণ হ'য়ে গেল! সেই সকল যত্ন-সঞ্চিত রত্নরাজি প্রেম-থালে পূর্ণ ক'রে, তিন বৎসর পর্য্যন্ত শান্তিদেবী গভীর ধ্যানযোগে নিয়ত ব্রতী হ'লেন। পরে বাঞ্ছাকল্পতরু দেবতাকে প্রাণের প্রত্যক্ষে আপনার সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে, জ্যোতির্ম্ময়ী শান্তিদেবী এখন পূর্ণানন্দে নিশ্চিন্ত মনে নিষ্কামী হ'য়েছেন। এখন শান্তিদেবীকে যে নিয়ত কার্য্যে ব্রতী দেখছ, ও শুধু দেবতার আদেশে নিষ্কাম কার্য্য। কার্য্য ব্যতীত কর্ম্মক্ষয় হয় না, আবার কর্ম্মক্ষয় ভিন্ন মুক্তি হয় না—ইহাই বিধির বিধান। শান্তিদেবীর এক্ষণে লৌকিক কার্য্য সমাপ্ত হয়েছে! আর তাকে সশরীরে লোকালয়ে কোন কার্য্যে লিপ্ত দেখতে পাবে না। শান্তি-দেবীর জীবনের কাহিনী এবং তাঁর সাধন-প্রণালী সমুদয় সংক্ষেপে ব'ল্লেম। আমাদের এই শান্তি-আলয়ে প্রত্যেক দেবীকেই এইরূপে শিক্ষা প্রদান করা হ'য়ে থাকে। ইহা ভিন্ন কেহ অপরাধ ক'র্লে তার প্রায়শ্চিত্ত বিধিও আছে।"

ক্ষমাদেবী নীরব হইলে, আশাদেবী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ অপরাধের কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত বিধান, এবং এখানকার আর আর কার্য্য-প্রণালী খুলে বলুন।"

ক্ষমা। ঐ দেখ জ্ঞানদেবী দয়াদেবীর নিকট অপরাধিনী হ'য়েছেন। সেই জন্য জ্ঞান দেবীকে এক বৎসর মৌনব্রত গ্রহণ ক'রে থাক্‌তে হ'বে, এবং যে বিষয়ে অপরাধিনী নিরন্তর সেই বিষয়ের আলোচনায় সময় ক্ষেপণ করতে হবে। যিনি যে কোন বিষয়ে অপরাধিনী হবেন, ভক্তিদেবীর নির্দ্দেশে শান্তি-আলয়ের বিধানানুসারে তাঁকে দণ্ড গ্রহণ ক'রতেই হবে।

আশা। আচ্ছা শান্তি-আলয়ে এই যে দেবীদিগকে দেখছি, এঁরা সব কে? এঁদের উদ্দেশ্য কি, কার্য্যই বা কি? কাহার কর্ত্তৃক এঁরা এই সুনিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ? আপনি দয়া ক'রে সমুদয় খুলে বলুন।

ক্ষমা। এই যে দেবীদিগকে দেখ্‌ছ, এঁরা সংসার-পীড়িতা ধর্ম্ম-পিপাসিনী! জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মযোগ সাধন এঁদের কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ ইহাদের উদ্দেশ্য। ভক্তিদেবীর আশ্রয়ে শ্রীগুরুদেবের নিয়ম-শৃঙ্খলে এঁরা আবদ্ধা। বারো বৎসর এখানকার কঠোর সাধনের নিয়ম। তৎপরে সিদ্ধি লাভ ক'রে শ্রীগুরুর আদেশে ছয় বৎসর লোকালয়ে কার্য্য ক'র্‌তে হবে—ইহাই বিধান! ইহা ভিন্ন আরো অধিক কাল যদি কেহ লৌকিক কার্য্যে ব্রতী থাক্‌তে ইচ্ছা করেন, তাতেও গুরুদেবের নিষেধ নাই।

আশা। আচ্ছা, লোকালয়ে আপনারা কি কার্য্য করেন। এখনো কি লোকালয়ে কেহ কোন কার্য্যে ব্রতী আছেন?

ক্ষমা। আছেন বইকি; মোক্ষদা, পুণ্যদা, মুক্তি প্রভৃতি বিশজন

দেবী এখনো লোকালয়ে কর্ম্মযোগ সাধনে ব্রতী আছেন। দুর্জ্জন কর্ত্তৃক অত্যাচারিত, বিপদাপন্ন, এবং পতিতদিগকে উদ্ধার করা ইত্যাদি আমাদের কার্য্য। পাপী তাপী, রোগী শোকী প্রভৃতিকে শান্তি প্রদান করে সুপথ দেখিয়া দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। শ্রীহরি স্মরণ ক'রে সাধ্যানুসারে সংসারে আমরা এই সব কার্য্যেই ব্রতী থাকি। আর যদি কোন সংসারবিমুখ রমণীকে আমাদের এই আশ্রমের নিয়মভুক্তা ও সহায়কারিণী হ'বার উপযুক্ত মনে করি, তা হলে এই শান্তি-আলয়ে এনে থাকি।

আশা। দেবি, গুরুদেব কোথায় আছেন! আমি কি তাঁকে দেখ্‌তে পাব না? আমি কি চিরকালই বাসনা-বিষে জর্জ্জরিতা হ'য়ে মর্‌ব? বৃথা এ জীবনভার আর বইতে পারি না। হায় দেবিগো! আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই হ'ল না।

ক্ষমা। কেঁদ না দিদি; আমাদের এ শান্তি-আলয়ে সকলেই শান্তিপূর্ণ আনন্দময়। শ্রীগুরু তোমার সকল বাসনার পরিসমাপ্তি ক'র্‌বেন। গুরুদেব একস্থানে আবদ্ধ থাকেন না। তিনি কখন শিষ্য-গণ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে লোকালয়ে অবস্থান করেন; আবার কখনও বা লোক চক্ষুর অন্তরে অপরিজ্ঞাত স্থানে অবস্থিত হন। তাঁর মাহাত্ম্যের কথা ক্ষুদ্রাধমা আমি কি বল্‌ব? একাধারে এত শক্তি সামর্থ্য, ভক্তি বিশ্বাস, জ্ঞান প্রেম, পুণ্য পবিত্রতা, মনুষ্য অবয়বে বুঝি বা দুর্লভ। তিনি ছয়মাস অন্তর, অর্থাৎ বৎসরে দু'বার, আমাদের দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেন। তিনি আগামী পরশ্ব কৃষ্ণাষ্টমীর দিনে এই স্থানে আমাদের দর্শন দেবেন। শান্তি দেবীর পরিচয় পেলে ত? ইনিই তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী শান্তিদেবী!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ক্ষমাদেবী।

"দেবি, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন গুরুদেব এই অধমাকে দয়া করেন।" এই বলিয়া আশাদেবী ক্ষমাদেবীর চরণ ধূলি মস্তকে লইয়া পুনরায় কহিলেন, "আপনি দেবীর আদ্যোপান্ত এত গূঢ় সংবাদ কিরূপে জ্ঞাত হ'লেন তা বলুন। আর একটী কথা আপনাকে ব'ল্‌তে হ'বে; আপনার পরিচয় জান্‌তে নিতান্ত ইচ্ছুক হ'য়েছি, বিশেষ আপত্তি না থাক্‌লে তাও বলুন।"

ক্ষমাদেবী হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা এতদূর যখন ব'লেছি, তখন সকলি বলি শোন। শান্তিপুরে, শ্রাবণের পূর্ণ স্রোতময় ভরা গঙ্গাতীরে, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র মাথায় নিয়ে, একটী সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী অতি দ্রুত-গতি সোপান অবতরণ পূর্ব্বক, কি জানি কোন দারুণ জ্বালা নিবারণহেতু, গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান ক'র্‌লে! পরক্ষণেই লম্বিত জটাজুটধারিণী উন্নত্ত কায়া মূর্ত্তিমতী জাহ্নবী-দেবীসদৃশী এক সন্ন্যাসিনীর করুণাপূর্ণ বাহু-বেষ্টিতা হ'য়ে, নিমজ্জিতা যুবতী তীরে উত্থিতা হ'লেন। সন্ন্যাসিনী নীরবে নিকটবর্ত্তী তরণীতে যুবতীসহ উঠলেন, এবং সত্বর সে স্থান হ'তে অনুকূল বায়ু সহায়ে তরণী বেয়ে চ'লে গেলেন।"

"কেই বা যুবতী, কেই বা যোগিনী, আর কেনই বা গঙ্গায় ডুব্‌তে গিয়েছিলেন—আমাকে সমুদয় খুলে বলুন।"

"ঐ নিকৃষ্টা যুবতী আর কেউ নয়,—দুর্ম্মতি পাপিষ্ঠা ক্ষমা! আর ঐ উদ্ধারকারিণী দয়াময়ী যোগিনী শান্তিদেবী! অভাগিনী ক্ষমার বয়স

যখন নয় বৎসর, তখন কৃষ্ণনগরে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের এক বৎসর পরে তাহার পূজনীয় পিতৃদেব তাকে শ্বশুরালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে কাশীবাসী হন। ক্ষমার পিতা আর কেউ নন, শান্তিদেবীর পূজনীয় শ্বশুর! ক্ষমার পিতা কাশীবাসী হওয়ার পর যা যা ঘটেছিল, তা পূর্ব্বেই শুনেছ। ক্ষমার বয়স যখন একাদশ বৎসর, তখন তার পতি গোকুলদাস পঞ্চদশ বৎসর বয়সে জ্বর প্লীহা রোগে প্রাণত্যাগ কল্লেন। তখন ক্ষমার পিতা মাতাও ৺কাশী প্রাপ্ত হ'য়েছেন! অভাগিনী ক্ষমা, অলক্ষণা ব'লে স্বামীর আত্মীয় স্বজনের নিকট নিতান্ত নির্য্যাতিত হ'তে লাগ্‌লেন। ক্ষমার ভ্রাতা মাধবদাস এই ক্লেশকর সংবাদ শুনে স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে, ক্ষমাকে পিতৃগৃহে শান্তিপুরে নিয়ে গেলেন। অপেক্ষাকৃত শান্তিতে ক্ষমার জীবনের দুই বৎসর কেটে গেল।"

ক্ষমাদেবী নীরব হইলে আশাদেবী ঔৎসুক্যপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "তারপর!"

"তারপর হিতাহিত-বোধ-শূন্য ক্ষমা, প্রথম প্রণয়োদ্ভবে দাদা মাধবদাসের বন্ধু প্রমোদরঞ্জনের প্রতি প্রথম প্রেমনয়নে দৃষ্টিক্ষেপ ক'র্‌লে!"

আশালতা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "এঁ্যা—সেকি।"

"তারপর প্রমোদরঞ্জন রায় তার সর্ব্বনাশের হেতু হ'ল। প্রমোদরঞ্জন রায় শান্তিপুরস্থ সম্ভ্রান্ত জমীদারের পুত্র। তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়স; নম্রতা ও বিনয়-ভূষণে বিভূষিত—অতীব সুদৃশ্য যুবক। দাদার সঙ্গে বন্ধুতা-প্রযুক্ত, গৃহস্থিত আত্মীয়ের ন্যায়, অবারিত ভাবে পরিবারের মধ্যে আস্‌তেন—যেতেন। উজ্জ্বল রূপশিখার আকর্ষণে অভাগিনী ক্ষমা আত্মজ্ঞান-রহিতা হ'য়ে জীবন বিসর্জ্জন ক'র্‌লে! ক্ষমা আর সে বালিকা নয়, ক্ষমা আর প্রমোদরঞ্জনের কাছে যায় না; আর তাঁকে দাদা ব'লে ডাকে না; প্রমোদরঞ্জনের মধুর আহ্বানে অল্পক্ষণের জন্য যদিও কাছে

যায়, আর সে পবিত্র সরল নয়নে তাঁহার প্রতি চাইতে পারে না! কিন্তু প্রমোদরঞ্জন প্রেম প্রকাশ ক'র্‌তে ছাড়েন না। নিত্যই আসেন, নিত্যই বহু প্রকারে আদর বাক্যে যত্ন জানিয়ে যান। এইরূপে দিনের পর দিন কেটে গেল। অবোধ অবলা নিরর্থক কল্পনার কামনায় ক্রমে ক্ষীণা মলিনা হ'য়ে গেল। দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তি গোপন হেতু শীঘ্রই বিষম বিকারগ্রস্ত জ্বররোগে আক্রান্ত হ'য়ে পড়্‌ল।"

ক্ষমাদেবী সহসা নীরব হইলেন। কি জানি কোন বাক্য স্মরণে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল! আশাদেবী তাঁহার বদনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "তারপর কি হ'ল বলুন দেবী!"

"তার পর যখন জ্ঞানোদয় হ'ল, তখন ক্ষমা দুর্ব্বল নয়ন মেলে দেখ্‌লে জগৎ বড়ই মধুময়! দিবা রাত্র প্রমোদরঞ্জন তার পার্শ্বে বসে, অক্লান্তভাবে, প্রেমময় হাতে তার সেবায় নিরত। ক্ষমা অবশ অবয়বে নয়ন মুদিত করলে—অশ্রুধারা গণ্ড বেয়ে গড়াল! প্রমোদরঞ্জন প্রেমপূর্ণ মৃদু মধুর স্বরে ব'ল্‌লেন, "ঈশ্বরের কৃপায় তুমি এখন সেরেছ। আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন! আজ এই শুভ দিনে একটী কথা তোমায় ব'ল্‌ব। প্রাণের ক্ষমা অনেক দিনের লুকানো কথা আর লুকাতে পার্‌লেম না; আমি তোমায় বড় ভাল বাসি!—প্রিয়তমে একবার ব'ল্‌বে কি?—তুমি কি আমায় ভালবাস?"

প্রমোদরঞ্জনের প্রশ্নে ক্ষমার দুর্ব্বল শরীর কণ্টকিত হ'ল। ক্ষমা সচকিতে বিস্ফারিত নেত্রে একবার প্রমোদরঞ্জনের বদনের প্রতি দৃষ্টি ক'রে আবার নয়ন মুদ্রিত ক'র্‌লে। নয়নধারায় তাঁর ক্ষীণ গণ্ড সিক্ত হয়ে শয্যাভিজে গেল! প্রমোদরঞ্জন আবার বল্‌লেন, "ক্ষমা আমি কি তোমার পবিত্র প্রাণে কষ্ট দিলেম? তুমি কি আমাকে ভালবাস না?"

তখন ক্ষমা আর সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ল না। বহুদিনের যত্ন-সঞ্চিত

অতি গোপনীয় মনোগত ভাব ব্যক্ত হয়ে পড়্‌ল! ক্ষমা নয়ন মুদ্রিত ক'রে ক্ষীণ কণ্ঠে ব'ল্‌লে "অনেক দিন হ'ল, আমি আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে আপনাকে ভাল বেসেছি! কিন্তু অবোধ আমি, না বুঝে বেসেছি। প্রাণান্তে চেষ্টা ক'রেও এ হ'তে অব্যাহতি পেলেম না! তাই দিবানিশি বিষম অতৃপ্ত বাসনা-বিষে জর্জ্জরিতা হ'য়ে মরণাপন্না অবস্থায় উপনীতা হয়েছি। এখন আমি সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি। হায়, হতভাগিনীর পরিণাম কি ভীষণ! কেন আপনার মধুময় ভালবাসা অপাত্রে ফেলেছেন? এখনো প্রত্যাহার ক'রে, সার্থকজন্মা সুপাত্রীতে অর্পণ করুন। আমাকে ক্ষমা করুন।"

আবেগপূর্ণ কণ্ঠে এই ব'লে, ক্ষমা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ক'রে উপাধানে মুখ লুকাল! পরিচারিকা সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে দিয়ে গেল। গৃহস্থিত অন্যান্য লোক ক্ষমার পাশে এসে বস্‌ল। প্রমোদরঞ্জন সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে দিনের মত চ'লে গেলেন।

ক্ষমা রোগমুক্তা হ'য়েছে। কিন্তু প্রমোদরঞ্জনের নয়ন-পথে আর বাহির হয় না। কাজকর্ম্মের পর নিরন্তর গৃহ-মধ্যে থাকে। আর আপনার জ্বালায় আপনি জ্বলে পুড়ে মরে। কিন্তু এতেও অভাগিনী অব্যাহতি পেলে না। অচিরাৎ প্রমোদরঞ্জন-সংশ্লিষ্ট কলঙ্ক লোকমুখে রটনা হ'তে লাগ্‌ল! মাধবদাসও স্ত্রীর প্ররোচনায় প্রমোদরঞ্জনের আসা যাওয়ায় যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। ক্রমে প্রমোদরঞ্জনের কানেও এই অপবাদের কথা উঠ্‌ল! প্রমোদরঞ্জন আসা যাওয়া ও ঘনিষ্টতা ক্রমে কমিয়ে ফেল্‌লেন।

ছয় মাস পরে একদিন প্রমোদরঞ্জন নির্জ্জন স্থানে, ক্ষমাকে প্রলোভনপূর্ণ প্রেমময় ভাষায় অনেক ভালবাসা জানিয়ে, মনোভাব ব্যক্ত ক'র্‌লেন। তখন ক্ষমা সুরোদনে প্রমোদরঞ্জনের পদনিম্নে পতিতা

হ'য়ে, সজল নয়নে, কাতর কণ্ঠে বল্‌লে, "আপনি আর ও সকল কথা ব'লে আমায় বিনাশ ক'র্‌বেন না! আমি অনাথিনী, মহাপাপিনী; আপনি দয়া ক'রে আমাকে এ কলঙ্ক থেকে উদ্ধার করুন।"

প্রমোদরঞ্জন অশ্রুসিক্ত নয়নে ব্যথিত স্বরে বল্‌লেন, "আমিই তোমার বৃথা কলঙ্কের কারণ বটে। ক্ষমা, আমি এতদিন অবিরত অনেক যাতনা সয়েছি; কিন্তু তোমার পবিত্র দেহ স্পর্শ ক'র্‌তে সাহসী হই নাই! দেহ স্পর্শ করি নাই বটে, কিন্তু আমার অন্তর দেখাবার হ'লে দেখ্‌তে পেতে, সেখানে তোমার মূর্ত্তি কিরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে! শত চেষ্টাতেও আমি তোমার পবিত্র বাঞ্ছিত মূর্ত্তি অন্তরিত ক'র্‌তে পারি নাই। তাই এখন মনে ক'রেছি, মিথ্যা কলঙ্ক যথার্থ হউক,—তুমি প্রসন্না হও!"

ক্ষমা ব'ল্‌লে, "একথা আপনার মুখে শুন্‌ব, আমি কখনও ভাবি নাই! ছিঃ আর ও ঘৃণিত কথা মুখে আন্‌বেন না। ধর্ম্ম আপনাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার সাক্ষাতে ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে ব'ল্‌ছি, আপনি যে দিন এ পাপ শরীর স্পর্শ ক'র্‌বেন, নিশ্চয় জান্‌বেন সেই দিন এ ছার জীবন বিসর্জ্জন ক'রে সকল জ্বালা জুড়াব! শুনেছি নানাস্থান থেকে আপনার বিবাহের প্রস্তাব আস্‌ছে,—আপনার কিসের অভাব? রূপে গুণে সর্ব্বোৎকৃষ্টা কত রমণী আপনি লাভ ক'র্‌তে পার্‌বেন। আপনি বিবাহিত হ'লে এ অভাগিনীও অনেক পরিমাণে অপমানের হাত হ'তে মুক্তি লাভ ক'র্‌তে পার্‌বে। আর আপনাকে সুখী দেখে ঘোর অশান্তিতেও কিঞ্চিৎ শান্তি বোধ ক'র্‌বে, আপনি আমায় রক্ষা করুন।" নয়ন জলে ক্ষমার কাতরকণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেল!

প্রমোদরঞ্জন কাতর প্রাণে বল্‌লে, "উঃ, আর সহ্য হয় না! যদি জন্মান্তর থাকে, বিধাতার কাছে এই ভিক্ষা, যেন তোমার মত অমূল্য

রত্ন পেয়ে কৃতার্থ হই। ক্ষমা কর, ক্ষমা! তুমি এ পাষণ্ডকে জন্মের মত ভুলে যাও। তবে আজ এই শেষ সাক্ষাৎ। আমি জন্মের মত বিদায় হ'লেম!"

কিছুক্ষণ পর ক্ষমা নয়ন ধারা মুছে দেখ্‌লেন, প্রমোদরঞ্জন আর সে স্থানে নাই, সেস্থান শূন্য! কেবল ক্ষমার শ্মশানসম শূন্য প্রাণে "জন্মের মত বিদায় হ'লেম" এই শব্দ পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হচ্চে। ক্ষমা বিদীর্ণপ্রায় বক্ষ চেপে আপনার নীরব গৃহপ্রাঙ্গণে শয়ন ক'র্‌লেন।

ছয় মাসান্তে প্রমোদরঞ্জনের বিবাহ কার্য্য মহাসমারোহে সমাধা হ'য়ে গেল! আনন্দোচ্ছ্বাসিত পুষ্প-শয্যার রজনীতে, সুখ সজ্জীভূতা ভাগ্যবতী পত্নীর পার্শ্বস্থিত প্রমোদরঞ্জনের সুহাস্য বদন, গবাক্ষ্য-মধ্য হ'তে দুটী অতৃপ্ত চক্ষু দর্শন ক'রে জাহ্নবী-তীরে এসে দাঁড়ল!"

আশাদেবী বিষাদপূর্ণ অন্তরে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দেবি, কে গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়াল?

"ক্ষমা; ক্ষমা অসহ্য যাতনা জুড়াতে শীতল বোধে ভরা গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে। ক্ষমার মৃত্যু হ'ল! পরে শান্তিদেবীর মৃত-সঞ্জীবনী করস্পর্শে পুনর্ব্বার ক্ষমার নূতন জীবন-সঞ্চার হ'ল। ছয় বৎসর পর্য্যন্ত শান্তিদেবী ক্ষমাকে নিয়ে সংসারে কর্ম্মযোগে ব্রতী হ'লেন। কঠোর সাধনে সিদ্ধি লাভান্তে, লোকালয়ের কার্য্যে ব্রতী হয়ে, পাপিনী ক্ষমাকে উদ্ধারই তাঁহার প্রথম কার্য্য। তার পর শত শত তাপীর তাপ দূর ক'রে শান্তি প্রদান ক'রেছেন। ক্ষমা তাঁকে চিন্‌তে পারেন নাই। শেষ বৎসরে ক্ষমার নিকট আপনার পূর্ব্বের সকল পরিচয় প্রদান ক'রেছেন। আমি যে ক্ষমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তোমায় বল্‌লেম সে আর নেই। এখন যাকে দেখছ, এ সে নয়—এ ক্ষমা দেবী।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শুভ সম্মিলন।

আজ শান্তি-আলয়ে প্রাতঃকাল হইতে সমুদয় দিনব্যাপী আনন্দোৎসব উচ্ছ্বসিত হইতেছে। আজ এ আলয়ে ব্রত নাই, তপস্যা নাই, প্রায়শ্চিত্ত, দণ্ড প্রভৃতি কিছুই নাই। যদৃচ্ছাক্রমে আজ যোগিনীগণ পরমানন্দে আহার বিহার করিয়া বেড়াইতেছেন। আজ ইঁহাদের দর্শন করিলে বোধ হয় ইঁহারা বুঝি এ পৃথিবীর লোক নহেন। ইঁহাদের রাজ্যে জরা মৃত্যু, শোক তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা, কষ্ট কঠিনতা বুঝি কিছুই নাই। ইঁহাদের জগতে বুঝি কেবল চাঁদ উঠে, কুসুম ফুটে, মলয় বহে, কোকিল গাহে, যমুনা ধায়, বাঁশী বাজে। যোগিনীগণ আজ অপরাজিত হৃদয়ে, অতুল আনন্দে কেহ গাহিতেছেন; কেহ যন্ত্র হস্তে নির্জ্জনে সুধার ধারা প্রবাহিত করিয়া বাজাইতেছেন; কেহ বা হাস্যানন্দে শান্তি-আলয় আলোকিত করিতেছেন। আবার কেহ কেহ বহুবিধ মনোহর বর্ণবিশিষ্ট সৌরভ পুষ্পরাশি চয়ন করিয়া সুন্দর সুন্দর পুষ্পালঙ্কার প্রস্তুত করিতেছেন।

ক্রমে অপরাহ্ন আসিল। যোগিনীগণ আপন আপন সুন্দর বপু ফুল সাজে সজ্জিতা করিলেন। শান্তিদেবী প্রথমে ভক্তিদেবীর পবিত্র অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া, যে অঙ্গে যাহা দিলে সাজে, মনের সাধে সেই কুসুমালঙ্কারে সাজাইলেন। পরে আশাদেবীর মনোহর অঙ্গ মনোমতরূপে সাজাইয়া আপন গলদেশে পুষ্পহার দোলাইলেন। পুষ্পই জগতের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—দেব-প্রসাদিত হইবার যোগ্য। দেবীগণ

শ্রীগুরুদেবের মুখে শুনিয়াছেন—দেব মন্দির পরিষ্কার এবং সজ্জিত রাখা কর্ত্তব্য। পরিচ্ছন্ন পবিত্র দেহাভ্যন্তরে, সুনির্ম্মল পবিত্রতার সিংহাসনে, দেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহাই সন্ন্যাসিনীদিগের সন্ন্যাস-শরীর সাজাইবার কারণ। অদ্য কৃষ্ণাষ্টমী। অদ্য যোগিনীদিগের ভব-সাগরের কাণ্ডারী শ্রীগুরুদেব দর্শন দিবেন।

সহস্ররশ্মি দিবাকর কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপনান্তে, আকাশ-সাগরে আপন স্বুবর্ণ-কিরণ বিকীর্ণ করিয়া, ধীরে ধীরে উন্নত পর্ব্বতাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। সলজ্জ সন্ধ্যাদেবী ক্রমে কৃষ্ণাবগুণ্ঠনে আবৃতা হইয়া জগতে দেখা দিলেন। শান্তি-আলয়ের সুপরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ-পার্শ্বস্থিত নয়ন-তৃপ্তি-দায়ক তিনটী দেব মন্দিরের রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটীত হইল। মন্দিরাভ্যন্তর দীপমালায় আলোকিত হইল, স্তরে স্তরে পুষ্পচন্দন স্থাপিত হইল। ধূপ ধূনা ইত্যাদির পবিত্র মধুর সৌরভে সকল দিক আমোদিত হইল।

যোগিনীগণ হর্ষান্বিত অন্তরে সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিতেছেন। শান্তিদেবী মন্দির-সম্মুখে যোগাসনে বসিয়া আছেন। আশাদেবী এত-ক্ষণ পুষ্পসাজে সজ্জিতা হইয়া, জাহ্নবী-পুলিনে বসিয়া, গঙ্গাস্রোতে নেত্র নিবিষ্ট করিয়া, ভাগীরথীর কুল কুল ধ্বনি মুগ্ধ অন্তরে শ্রবণ করিতেছিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলদিক আবৃত হইল দেখিয়া, ধীরপদে আশ্রমা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখস্থিত আলোকাকীর্ণ মন্দির-মধ্যগত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, বিস্মিত বিমুগ্ধ চিত্তে বিহ্বলের ন্যায় শান্তিদেবীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন! কিছুক্ষণ পর শান্তিদেবীর স্নেহময় করস্পর্শে শিহরিয়া কহিলেন, "সত্য বলুন দেবী, যা দেখছি তা স্বপ্ন না সত্য!"

"সত্য ইহা স্বপ্ন, কল্পনা এবং মিথ্যার অতীত—পরম সত্য!"

"তবে এই জ্ঞান-বিমূঢ়াকে এই অপরূপ সত্য-স্বরূপের যথার্থ ব্যাখ্যা ক'রে কৃতার্থ করুন।"

"আগে ঐ মহীয়সী মুর্ত্তি তন্ন তন্ন ক'রে ভালরূপে দেখে নাও। তার পর ব্যাখ্যা শুনলে সহজে বুঝ্‌বে।"

আশা স্থির নয়নে দেখিলেন, মন্দির মধ্যস্থিতা, অত্যুজ্জ্বল সূর্য্যপ্রভা সদৃশী, ত্রিভঙ্গওঁঙ্কারগর্ভসংস্থিতা দেবী তেজোময় চতুর্ম্মুখ বিধাতার শিরোপরি সমাসীনা। তাঁহার রাঙ্গা চরণপদ্মদ্বয় হিরণ্ময় পদ্মে স্থাপিতা। মহিমা-মণ্ডিত অপূর্ব্ব কালিকা-মুর্ত্তি! সেই কালিকার দক্ষিণ অঙ্গ-যুক্ত হইয়া শ্বেতময় শঙ্কর বিদ্যমান; এবং বাম অঙ্গানুলিপ্ত রাজ-রাজেশ্বর রূপে বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজমান! আশা নয়ন ফিরাইয়া এই মধ্য-মন্দিরের দক্ষিণ ভাগের মন্দির মধ্যে মুগ্ধ নেত্রে দেখিলেন, ত্রিভঙ্গিমঠামে পরমারাধিকা শ্রীমতী রাধিকায় লিপ্ত হইয়া, এবং সুসজ্জীভূতা গোপিকা-গণ পরিবেষ্টিতা হইয়া, কৃষ্ণমুর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন! আশা পুনর্ব্বার দৃষ্টি ফিরাইয়া বাম পার্শ্বস্থ মন্দির ভিতরে আর এক অপূর্ব্ব মুর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন। উজ্জ্বল সুবর্ণ সিংহাসনে, কাঞ্চন-নির্ম্মিত অতুল গৌরাঙ্গ মুর্ত্তি! এই মূর্ত্তির সিংহাসন-নিম্নে ভক্তবৃন্দ প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া, ভাব-পুলকিত হইয়া ভক্তি-উচ্ছ্বসিত প্রাণে নৃত্য করিতেছেন! আশা বিস্মৃত নেত্রে আরও দেখিলেন, মণ্ডলাকার এই সকল ভক্তবৃন্দের মধ্যদেশে ধারাবাহী ঊর্দ্ধ নেত্রে ঐ গৌরাঙ্গ-মুর্ত্তি বিদ্যমান।

"দেবি, তবে এখন এই মহিমাময় মুর্ত্তি সকলের ব্যাখ্যা ক'রে, এই জ্ঞানহীনা অধমাকে কৃতার্থ করুন।" এই বলিয়া আশাদেবী ঔৎসুক্য-পূর্ণ সজল নেত্রে শান্তিদেবীর প্রতি দৃষ্টি করিলেন।

তখন শান্তিদেবী মধ্য মন্দিরস্থ ত্রিভঙ্গাকার ওঁঙ্কার রূপের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে মধুর স্বরে কহিলেন, "ঐ যে অত্যুজ্জ্বল ওঁঙ্কার রূপ দেখ্‌ছ, উহাই আদি রূপ, অরূপ এবং স্বরূপ! আদিতে শুধু ঐ রূপই চিন্ময় রূপে বিদ্যমান ছিলেন। মহিমাময় ঐ ত্রিভঙ্গের মধ্যেই

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের উৎপত্তি—ঐ ত্রিভঙ্গেই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের স্থিতি। ইঁহার বিশাল গর্ভে সৃষ্টি, স্থিতি, এবং লয় অবিরত লীন হ'চ্ছে। আদিতে যখন কোথায় কিছু ছিল না, তখন ঘন চৈতন্য রূপে কেবল ইনিই বিদ্যমান ছিলেন। তাই ইঁহার তিন দেশে আদি মধ্য এবং অন্ত এই কালত্রয় বিরাজ করছে! ইনিই জন্ম-মৃত্যুরহিত অমরধাম, প্রণব-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। ইহাই একে তিন তিনে এক। ইহাই অরূপ, ইহাই স্বরূপ। ইহাই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—ইহাই তেত্রিশ কোটি দেবোপম।

চেয়ে দেখ, এই নিরাকার মধ্য হ'তেই সৌন্দর্য্যময় অসীম সাকার প্রস্ফুটিত হ'য়েছে। ত্রিলোক-মধ্যে এই ওঁ স্বরূপের অনন্ত-মহিমা কীর্ত্তন ক'রতে কেহই সক্ষম হন নাই। দেবর্ষিগণ বেদ পুরাণ ও তন্ত্রে ইঁহার স্তব প্রকাশ ক'রতে গিয়ে, "তুমি শব্দাতীত" ব'লে স্তব্ধ প্রাণে নির্ব্বাক হ'য়েছেন! ইঁহার দেবারাধ্য মহিমা-কীর্ত্তন শুধু আপনাতেই বর্ত্তমান! ঐ শব্দাতীত অবয়ব মধ্য হ'তে অতি নির্জ্জনে, প্রেম-যমুনা তীরে, সুসৌরভযুক্ত বিশ্বাস-কদম্ব-মূলে, অতীব প্রশান্ত গম্ভীরতম র'বে, ভক্ত-চিত্ত-বিমোহনকারী মোহন বংশী রব, অনুক্ষণ ওঁ শব্দে নিনাদিত হ'য়ে, জগৎ চরাচরে সুধার ধারা প্রবাহিত ক'রছে! এই উন্মাদকারী সুমধুর করুণ বংশী রব, ভক্ত-কর্ণে নিয়ত ধ্বনিত হ'চ্ছে! এই সত্য বংশী বাক্যই সকল বাক্যের আধার জানবে!

তৎপরে ইঁহার মহদিচ্ছায়, ইঁহার বিশাল অভ্যন্তর হ'তে এই মহা-মহিমাময়ী ঘন-বরণী মহৎ-প্রকৃতি মাতার উদ্ভব হ'ল। শব্দ এই মাতার বাক্য, স্পর্শ ইঁহার শ্বাস প্রশ্বাস, ভাস্কর ইঁহার চক্ষু, রস ইঁহার স্তনদুগ্ধ, গন্ধ ইঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এবং শশাঙ্ক ইঁহার হৃদয়। ইঁহার বিশাল অবয়বে অসীম সৌরজগতীয় জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, গ্রহ উপগ্রহ,

সমুদ্র পর্ব্বত, নদ নদী, বৃক্ষ লতা, ফল পুষ্প, জীব জন্তু, প্রভৃতি অধিষ্ঠিত। ঐ যে তপনতুল্য অত্যুজ্জ্বল দিব্য নয়নত্রয় দেখ্‌ছ—ওতেই মাতা, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই ত্রিভুবন, ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান এই কালত্রয়, এবং মন প্রাণ আত্মা নিরন্তর নিরীক্ষণ ক'র্‌ছেন। জীবের ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিদ্রা জাগরণ ইত্যাদি সকল কারণের কারণ রূপে এই মাতা প্রতিষ্ঠিতা। পাপেতেই পাপের সৃষ্টি, এবং বৃদ্ধি; তাই মাতা ভয়াতুর-জনকে রক্ষা হেতু, মহাপাপ রক্তবিজাসুরের রক্তলেহনার্থ, বিস্তৃত লোল-জিহ্বা বাহির ক'রেছেন! করচতুষ্টয়ে চতুর্দ্দিক রক্ষা ক'র্‌ছেন। জীব-বৃন্দকে রক্ষা হেতু এক হস্তে অসি, এক হস্তে পাপাসুরের মুণ্ড, আবার এক হস্তে বর, অন্য হস্তে পাপ-ভীতজনে অভয় দান কর্‌ছেন! ইঁহারি অপূর্ব্ব প্রকৃতিতে একত্র দয়া ও ন্যায়পরতা, ক্ষমা ও শাসন, ইত্যাদি বিজড়িত হ'য়ে অবিরত এই অসীম সৌরজগৎ অথবা জীব-মনোরাজ্য সুশাসিত হ'চ্ছে। ঐ দেখ, মাতার স্তন হ'তে দয়া-ক্ষীর বিনির্গত হ'য়ে সৃষ্টি পোষণ ক'র্‌ছে! আবার চেয়ে দেখ, মায়ের ঐ চরণ-কোকনদ-অভয় আশ্রয় মনোমোহন রূপে, ভক্ত-হৃদয়-শতদলে কেমন সুন্দর-ভাবে স্থাপিত হ'য়েছে। মাতার দক্ষিণ ভাগে ঐ যে শঙ্কটহারী ধবল-গিরিসম শুভ্র শ্বেতমূর্ত্তি দেখ্‌ছ, উনিই আদি পুরুষ, সত্য-সুন্দর, পূর্ণ-মঙ্গলরূপী সদাশিব। ইনি পূর্ণজ্ঞানময় করুণ দৃষ্টিতে জগৎত্রয় প্রত্যক্ষ ক'রে, স্বয়ং বিশ্বপতি হয়েও, সর্ব্বত্যাগী পরম বৈরাগী বেশে সংসারের সর্ব্বমঙ্গল সংসাধিত ক'র্‌ছেন।

আর জননীর বাম ভাগে ঐ যে রাজরাজেশ্বর রূপে, শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী মহামহিমান্বিত রূপ দেখ্‌ছ—উহাই বিশ্বপালন কর্ত্তা বিষ্ণুমূর্ত্তি! করুণানিধান ভগবান্, গদা দ্বারা শাসন, চক্র দ্বারা দণ্ড, পদ্ম হস্তে পোষণ ক'রে, নিরন্তর ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত ক'রে বিজয়রূপ মহাশঙ্খ

নিনাদিত ক'র্‌ছেন। এইরূপে নিয়ত ব্রহ্মাণ্ডের সংসারের জীবপুঞ্জ প্রতিপালিত হ'চ্ছে!

আরো দেখ, মহাপ্রকৃতি বিশ্বজননী ব্রহ্মার মস্তক-চতুষ্টয়ে সংস্থিতা। বিধাতার শির-চতুষ্টয় হ'তেই এই বিশ্বরূপিণী ব্রহ্মময়ী চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্তা হ'য়েছেন।

তৎপর দেখ, চন্দ্রপ্রভা দেবদুর্ল্লভ চরণ-কমল ভক্ত-হৃদয়ে স্থাপিত ক'রে, সাধকের সকল বাসনা শেষ করে, দয়াময়ী মা আমাদের, যোগিচিত্ত কৃতার্থ ক'র্‌ছেন।

ব্রহ্মপ্রতিপাদক ওঁঙ্কার-গর্ভগত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সংযোগে মহামহিমাময়ী মহামাতা! ইনিই ত্রিজগতে মহাশক্তি নামে অভিহিতা জানবে।"

এই বলিয়া শান্তিদেবী প্রেমাশ্রুধারায় অভিষিক্তা হইয়া, ভক্তি-বিগলিত দেহে বিশ্বজননীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। আশাদেবী এতক্ষণ বিমুগ্ধ চিত্তে এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিতেছিলেন। তাঁহার প্রেমময় হৃদয় বিগলিত করিয়া প্রেমধারা প্রবাহিত হইতেছিল। তিনিও ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া জগন্মাতার সম্মুখে প্রণতা হইলেন।

পরে আশা আনন্দাশ্রু মুছিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাইয়া কহিলেন,—"ঐ যে পবিত্রতার আধার স্বরূপা, স্নিগ্ধোজ্জ্বল সুশ্যামবরণী, দেবতা ঋষি, যোগী তপস্বী, সাধু সাধ্বীদিগকে সাদরে কোলে নিয়ে, সুকোমল হস্তে রত্নকাঞ্চন, গন্ধদীপ, ফলপুষ্প, ও অন্নজলপূর্ণ ডালা ভ'রে, পরম প্রীতির সহিত মাতাকে উপহার দিচ্ছেন,—বলুন দেবি, ঐ সার্থকজন্মা দেবী কে?"

শান্তি। উনিই আমাদের গর্ভধারিণী জন্মভূমি—ভারতমাতা! ইনি জগতে অতুলনীয়া এবং মহামাতার প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠা কন্যা। ইঁহারি

সুপবিত্র গর্ভে স্বয়ং ভগবান্ জন্ম নিয়ে থাকেন। ঐ দেখ, ইঁহবশে অভ্যন্তরে ব্যাস বাল্মীকি, দেবর্ষি রাজর্ষি প্রভৃতি, সীতা সাবিত্রী ইত্যস্মুখে জন্ম নিয়ে ধন্য হ'য়েছেন। দেবতার ইঙ্গিতে প্রথমে এই মাতার ললন্তাসা জ্ঞানারুণ উদিত হ'য়েছিল। ইঁহারি হৃদয়ে—তপোবন বিচরণকারামা-সিদ্ধমহর্ষিগণ প্রথমে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী ওঁঙ্কার পরমপুরুষের স্তুতি গীতিতে ধরিত্রী ধন্য ক'রেছিলেন। শ্রুতি-স্মৃতি, পুরাণ-কাব্য প্রভৃতি ইঁহার গর্ভজাত প্রিয়পুত্র ঋষিবৃন্দই, জগতের হিতার্থে প্রথমে প্রচার ক'রেছিলেন। যুগে যুগে কত মহাত্মাই এই পরম পুণ্যশালিনী ভারত জননীর গর্ভে অভ্যুদিত হ'চ্ছেন, তার ইয়ত্তা নাই। এখনও দেখ মাতা,—দেবেন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রভৃতি অমর মহাপুরুষদিগকে পরম আদরে কক্ষে নিয়ে করুণ নয়নে বিশ্বজননীর বদন প্রতি চেয়ে র'য়েছেন!"

আশা। কিন্তু বলুন দেবি, মাতার সুনির্ম্মল শ্রীবদনে ব্যথার কালিমা বিকশিত হ'য়েছে কেন? মহামাতার প্রতি নিহিত, প্রীতিবিস্ফারিত পবিত্র বিশাল নয়নযুগলেই বা অশ্রুধারা বিগলিত হ'বার কারণ কি?

শান্তি। দুরন্ত দস্যুদিগের দারুণ উৎপীড়নে ব্যথিতা হ'য়ে, জননী দিন দিন, শ্রীহীনা হ'য়ে পড়েছেন। তাই এই উৎপীড়ন নিবারণার্থ সজল নয়নে, সকরুণে মহাশক্তির নিকট শক্তিসম্পন্ন মাতৃভক্ত সুপুত্রের প্রার্থনা ক'রছেন; এবং রসাতলগামী পুণ্যবিমুখ অসাধু সন্তানদিগের মুক্তির নিমিত্ত, সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলময়ীর নিকট শ্রীহরি-ভক্ত পুত্রের কামনা ক'রছেন। স্বর্গাদপি গরিয়সী শান্তিময়ী মাতার চরণে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম কর।

এই বলিয়া শান্তিদেবী ভক্তি-গদ্‌গদ প্রাণে, গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন। আশাদেবীও তদ্‌গদচিত্তে বিনয়াবনত মস্তকে প্রণাম

লেন। পরে আশাদেবী দৃষ্টি ফিরাইয়া মহাদেবীর বামভাগস্থিত মধ্যগত মনোমোহন মূর্ত্তির মহিমা সবিনয়ে শান্তিদেবীর নিকটে াসা করিলেন। শান্তিদেবী গলদশ্রুলোচনে পুলকিত দেহে কহিতে গলেন;—

"ত্রিলোকব্যাপী, সচ্চিদানন্দ ওঁঙ্কাররূপী, অখণ্ড, অসীম, দয়াময় বাঞ্ছাকল্পতরু স্বপ্রকাশ ভগবান্, শুধু কৃপাপরবশ হ'য়েই, সসীম ক্ষুদ্র ভক্তহৃদয়ে প্রকাশিত হয়ে, ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ ক'রে থাকেন। দয়াতেই অনন্তে সান্তে অপূর্ব্ব সম্মিলন সঙ্ঘটীত হ'য়ে থাকে। সর্ব্বত্যাগী ভক্তজনে, বিশ্বসংসারে তিনি ভিন্ন আর কে ত্রাণ ক'র্‌বে? তাই সর্ব্বশক্তিমান্, ইচ্ছাময় শ্রীহরি স্বেচ্ছায় ভক্তশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার অঙ্গে অভিন্ন ভাবে সংযুক্ত হ'য়ে, ভক্ত-হৃদয়-সিংহাসনে সমুদিত হ'য়ে, অনন্ত মহিমায় বিরাজ ক'র্‌ছেন। আ মরি, মরি! আপনি নিরাকাঙ্ক্ষ বিশ্ব-সংসারের অদ্বিতীয় রাজরাজেশ্বর হ'য়েও, অবলা আহীরিণীর প্রেমময় বাহুপাশে আবদ্ধ থেকে নিয়ত অনুরক্তজনের চিত্ত আকর্ষণ ক'র্‌ছেন। এই স্থানেই মহাদেবতার শ্রেষ্ঠলীলার বিকাশ জান্‌বে!—ভগবানের অনুপম প্রেমপূর্ণ আঁখি অনুরাগী ভক্তের প্রতি কেমন মনোহর ভাবে অনিমেষে সন্নিবেশিত হ'য়েছে। আবার ঐ দেখ, ত্রিভঙ্গিম ঠাকুর, রাধা নামে সিদ্ধ মোহন বংশীধ্বনিতে ত্রিভুবন বিমোহিত ক'রে, অনুক্ষণ ভক্তগণকে আহ্বান ক'র্‌ছেন। ভক্তিবসন প্রেমভূষণে সজ্জিতা হ'য়ে, প্রেমাভিলাষিণী ব্রজগোপীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ হৃদয়-দোলায় আন্দোলিত ক'রে, কেমন বিশুদ্ধ আনন্দ সাধের দোলযাত্রা সম্ভোগ ক'র্‌ছেন। দেহধারী মানবের পক্ষে ইহার অধিক আনন্দময় ঈপ্সিত আরাধ্য মূর্ত্তি আর কি হ'তে পারে?"

আশা প্রাণ ভরিয়া এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরে প্রেমোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে "জয় রাধা কৃষ্ণ" বলিয়া মহাভাবাবেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হইলেন। শান্তিদেবীও এই প্রেমময় মূর্ত্তি-সম্মুখে ভক্তিরাগরঞ্জিত প্রাণে প্রণাম করিলেন। পরে আশাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি, মহাদেবীর বাম ভাগস্থিত মন্দির-মধ্যগত ঐ মহিমা-মণ্ডিত দেব-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করুন।"

শান্তিদেবী পুনর্ব্বার কহিতে আরম্ভ করিলেন, "মহাদুর্ভাগ্যবান্ কলুষিত মানবের অন্তরে, ঐ পরম পবিত্র দেবারাধ্য যুগলরূপ যখন কলুষ-ভাবে আখ্যাত হ'তে লাগ্‌ল, এবং সেই ঘোর পাপে জীবপুঞ্জ রসাতলগামী হ'তে লাগ্‌ল—জগতের সেই অতি দুঃসময়ে, দয়াবশে করুণানিধান ভগবান্ জগৎত্রাণ হেতু অবনীতলে, অবতীর্ণ হ'লেন। কৃপাপাত্রের মলিন অন্তর হ'তে কলঙ্ক কালিমা মোচনার্থ, শ্যামসুন্দর শ্রীরাধারূপে শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদিত ক'রে, ভক্তমণ্ডলী মধ্যে অবতীর্ণ হ'চ্ছেন। কাঞ্চন সিংহাসনে স্থাপিত ঐ যে প্রভাতারুণতুল্য প্রভাময় সুবর্ণমণ্ডিত মনোরম রাজ্যেশ্বর আকৃতি দেখ্‌ছ,—উহাই ভক্তারাধ্য মুক্তিদাতা মূর্ত্তি! সর্ব্বময় দেবতা এইরূপে ঠাকুর হ'য়ে পূজা গ্রহণ ক'র্‌ছেন। আবার ঐ যে নিম্নে ভক্ত যোগিগণ-বেষ্টিত প্রেমোন্মত্ত অনুরক্ত ব্যাকুল অবয়ব দেখ্‌ছ—মহিমাময় চৈতন্য দেবতা ঐরূপে ভক্তবৃন্দকে, সাধিয়া শিক্ষা দিচ্ছেন। কখন বা প্রেমোন্মাদিনী রাধাভাবে মত্ত হ'য়ে প্রেমামৃত পান ক'রছেন; কখন বা কৃষ্ণরূপে প্রেম-সুধা বিতরণ ক'রে ভক্তের তৃপ্তিবিধান ক'র্‌ছেন! আবার কখন বা দাসানুদাস হ'য়ে ভক্তের নিকট মুক্তির মূল ভক্তি শিক্ষা ক'রে মোক্ষ-প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন। সত্য-সনাতন পূর্ণ জ্ঞানময় শ্রীহরি জ্ঞান-বিমুখ, সাধন-শিক্ষাহীন, জীবকে এবার অমরগণ-অভিলাষিত আনন্দময় সরস হরিনাম সাধনের মধ্যে যে মুক্তির বিধান নিহিত আছে—তাই দেখালেন।"

শান্তিদেবী এই বলিয়া মধুময় মূর্ত্তি-সম্মুখে সভক্তি প্রণাম পূর্ব্বক “ইহাঁর বাক্যাতীত চরিত্র-মাহাত্ম্য অন্য সময় শুনে মন প্রাণ কৃতার্থ ক’র, এখন শ্রীগুরুদেবের আস্‌বার সময় হয়েছে।”—এই বলিয়া আশার প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, অবিরত প্রেমাশ্রুধারায় আশার গণ্ড বহিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয় প্লাবিত হইতেছে। শান্তিদেবী প্রেমময় হস্তে আশা-দেবীর নয়ন-ধারা মুছাইয়া কহিলেন, “ঐ নিষ্কামী দেবদর্শনে মানবের বাসনা-কর্দ্দম এইরূপেই ধৌত হয়!”

আশাদেবী দেবারাধ্য ঠাকুরের চরণে বারংবার প্রণতা হইয়া, শান্তি-দেবীর চরণ ধূলি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক সুকোমল স্বরে কহিলেন, “দেবি, এই সকল অমরগণ-আরাধ্য অভয় মূর্ত্তি কোন মহাত্মা-কর্ত্তৃক কবে প্রতি-ষ্ঠিত হ’য়েছে? কোন ভাগ্যবান্ ইহার পুরোহিত? আর ইহার দ্বার রুদ্ধ থাক্‌বারই বা কারণ কি? সম্প্রতি এই কয়েকটী কথার উত্তর দিয়ে আমার সংশয় দূর করুন।”

“কোন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক কোন যুগে ইহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত তা’ আমি জানি না। শ্রীগুরুদেবই ইঁহার উপযুক্ত পুরোহিত, তবে ভক্তিদেবীকে ইনি প্রতিনিধি রূপে বরণ ক’রেছেন। আবার গুরুদেবের ইচ্ছায়, ভক্তি-দেবী সময় সময় আমাকেও পূজার অধিকার ও উপদেশ দিয়ে থাকেন। অনন্ত দেবতার এই সকল বহু তপস্যালব্ধ দেবদুর্ল্লভ মুক্তিময় শান্তমূর্ত্তি, একমাত্র পরম সৌভাগ্যবান্ ভক্তের মহাভক্তি আকর্ষণে আকৃষ্ট হ’য়ে, ভক্ত-হৃদয়-মন্দিরে সমুদিত হ’য়ে থাকেন। ভক্ত-মনোহারী অন্তর্য্যামী সদয় ভগবান্ ভক্তের নিকট ভিন্ন প্রকাশিত হন না। সেই জন্য দুর্ল্লভ দর্শন সকল সময় লাভ হয় না। তাই এই মন্দির দ্বার অনেক সময় রুদ্ধ থাকে।”

শান্তিদেবীর বাক্য শেষ হইতে না হইতে, মাতৃমন্দির হইতে

জটাজূটধারী অসীম তেজঃপুঞ্জ, বিশাল অবয়ববিশিষ্ট যোগেশ্বর মহাদেব-তুল্য এক যোগি-মুর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া মহাভক্তিযোগে মহামাতার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। যোগিবরের দক্ষিণ এবং বাম অংশে আর দুই জন সন্ন্যাসী ঐরূপে মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহা-দের দর্শনে সকল যোগিনীগণ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক করযোড়ে দণ্ডায়মানা হইলেন। যোগিবর মন্দির হইতে নির্গত হইয়া প্রাঙ্গণস্থিত মর্ম্মরপ্রস্তরমণ্ডিত বেদির উপরে সমাসীন হইলেন। অন্য যোগিদ্বয় তাঁহার কিঞ্চিৎ নিম্নে অপর দুই খণ্ড প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট হইলেন! গভীর নিশাযোগে নির্জ্জন পর্ব্বত-প্রদেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, যোগিবর সুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "জয় কৃষ্ণচন্দ্রের জয়।" যোগিবরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিত করিয়া, যোগিনীগণ বলিয়া উঠিলেন, "জয় কৃষ্ণচন্দ্রের জয়।" তৎপর যোগিনীগণ ভক্তি-বিগলিত প্রাণে যোগিবরের শ্রীচরণে প্রণতা হইলেন।

জাহ্নবী-পুলিনে শান্তি-আলয়ে পুষ্পগন্ধযুক্ত সুমন্দ মলয়ানিল শ্যামল তরুপল্লব কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। অগণ্য নক্ষত্র-পূরিত অসীম নীলাকাশে অষ্টমীর অর্দ্ধ চন্দ্র উচ্চ গিরিচূড়া চুম্বন পূর্ব্বক সমুদিত হইল। শান্তিদেবী বিস্ময়-বিহ্বলা আশাদেবীকে কহিলেন, "ইনিই আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব! ইঁহার পার্শ্বস্থ যোগিদ্বয়, ইঁহার অনুচর। ইঁহাদের নাম সাধনকৃষ্ণ ও সিদ্ধকৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব বিজয়কৃষ্ণ নামে অভিহিত। আজ আমাদের বড় আনন্দের শুভ সম্মিলন!"

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভূত না মানুষ!

মঙ্গলময়ী প্রকৃতি দেবী গাম্ভীর্য্যময় প্রৌঢ়াবস্থায় সমাসীনা। শুভ শরৎ ঋতুতে বর্ষা-বিধৌত উজ্জ্বল গাঢ় হরিদ্বর্ণে আবৃতা রসময়ী প্রকৃতি সুন্দরী বিশাল দেহে, স্থির হাস্যে, বর্ষার বিষণ্ণ জীবকুলকে আনন্দ দান করিতেছেন। মেঘযুক্ত গাঢ় নীলাকাশে কত বর্ণের মেঘমালা উঠিতেছে—ডুবিতেছে! আবার কত রকমের কত আশ্চর্য্য মূর্ত্তিই ধরিতেছে। কখনও শ্বেত-কৃষ্ণ পর্ব্বত হইতেছে, কখনও অগাধ-নীল সমুদ্র মূর্ত্তি, তন্মধ্যে অর্ণব-পোত, প্রভৃতি আকৃতি ধারণ করিতেছে, কখনও নানা বর্ণের নদ নদী, বৃক্ষাদি, আবার কখনও বা বিচিত্র বর্ণের অদ্ভুত পশু-মূর্ত্তিতে পরিণত হইতেছে! শরৎ-সুন্দরী প্রকৃতি দেবী যৌবনের ছায়ায়, বৃদ্ধার ঈষদাভাবে সৌন্দর্য্যের পূর্ণত্বে উত্তীর্ণা হইয়া শরচ্চন্দ্রের শুভ্র কিরণে ধীরভাবে ডুবিয়া গিয়াছেন।

শুভ আশ্বিন মাসে, আনন্দহীন, নির্জ্জীব বঙ্গবাসীকে সবান্ধবে মিলিত করিয়া, আনন্দদায়িনী শ্রীশ্রীদুর্গা জগন্মাতা অশুভ পাপাসুর জয় করিয়া, বরাভয়, জয়মঙ্গল, জ্ঞানৈশ্বর্য্য বিতরণ করিতে, পূর্ণমঙ্গলারূপে দীন বঙ্গ-গৃহে আবির্ভূতা হইলেন। শক্তিশ্বরী প্রকৃতিমাতার জয় জয়কারে, বঙ্গালয় ভরিয়া উঠিল; বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, দয়াময়ী মায়ের শুভাগমনের বার্ত্তা লইয়া ঢাক ঢোল, শঙ্খ ঘণ্টা, প্রভৃতি আনন্দে বাজিয়া উঠিল; বৎসরান্তে নর-নারী, বালক-বালিকা অশুভ আঁখিজল মুছিয়া ফেলিল;—নববস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করিল!

হাবড়ার মধ্যভুক্ত ব্যাট্‌রা নামক গ্রামে, জঙ্গলাকীর্ণ নির্জ্জন স্থানে, একটী জীর্ণপ্রায় শিব-মন্দির সম্মুখে, সন্ধ্যার অন্ধকারে আবৃত হইয়া একটী যোগিনী বৃহৎ বটবৃক্ষের নিম্নে, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রোয়াকের উপর উপবেশন করিয়া আছেন। যোগিনী অগণ্য নক্ষত্র-পূরিত নীলাকাশে চাহিয়া দেখিলেন, শরতের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীর শান্ত শশাঙ্ক সুস্নিগ্ধ কিরণজালে সুশ্যামল প্রকৃতি-তনু আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। সন্ধ্যা-বায়ু পুষ্পগন্ধ আহরণ পূর্ব্বক, সুদৃশ্য বৃক্ষপত্র কম্পিত করিয়া ধীরে প্রবাহিত হইল। কল্য মহামাতার পূজা হইবে—আজ অধিবাস। সানন্দে অধিবাসের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল।

যোগিনী ঈষৎ হাসিয়া আপন মনে কহিলেন, "ভৌতিক দেহাশ্রিত মনের কি আশ্চর্য্য ক্রিয়া! এখনও হর্ষে উৎফুল্ল, বিষাদে বিমর্ষ হয়! সেই ছেলেবেলার আহ্লাদ বুঝিবা আবার ফিরে এলো। তাই বুঝি এই ঢাক ঢোলের শব্দে মনটা আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠ্‌ল! আনন্দটা কি? কার আনন্দ হয়?—আমার? আমি কে? অগাধ সমুদ্রের আমি একটী বুদ্‌বুদ্‌; অনন্ত বিশ্বস্বরূপের আমি একটী রেণুকণা! বুদ্‌বুদের পৃথকত্ব কতক্ষণ থাক্‌বে? অসীম জগতে ক্ষুদ্র রেণুকণার অস্তিত্ব কতক্ষণের জন্য? কিন্তু 'আমি', এই শব্দটা কত বড় বৃহৎ! এই 'আমি'র মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জড়ান রয়েছে! এই 'আমি'র কি অসীম শক্তি। এই আমার বিকাররূপ বিপদ আছে, তাই সারা জীবন বিষম ভ্রমে পতিত হ'য়ে, বৃথা হর্ষের অন্বেষণে ঘুরে মর্‌ছি। কিন্তু প্রত্যক্ষই দেখ্‌ছি, এই সুখ দুঃখের বিস্তৃতি অতি অল্প। শিশুকাল হ'তে আজন্ম কেবল আমার আমার কর্‌ছি। আমার দেশ, আমার প্রতিবেশী, আমার গৃহ, আমার দ্রব্যাদি, আমাদ ধনৈশ্বর্য্য, আমার সন্তান পরিজনবর্গ। এদের দুঃখে আমার দুঃখ, এদের সুখে আমার

সুখ। এদের নিকট আমি স্বেচ্ছায় দাসত্ব নিয়ে আজীবন সংসারের গুরুবোঝা মাথায় করে চলে যাচ্ছি! এত করে মরি কেন? হায়, আমরা বুঝি না যে, 'আমার' নামে—এই আমিময় দ্রব্যই অত্যাশ্চর্য্য সংসার-চক্র। এই অত্যদ্ভুত মহামায়ার গুণময়ী সুদৃঢ়তরা মায়া-শৃঙ্খলে জগৎ বাঁধা আছে বলেই, বিশ্ব সম্মোহিত হয়ে সুশৃঙ্খলে চালিত হ'চ্ছে। যে সৌভাগ্যবান্ এই আমির অভ্যন্তরে তাঁহার নির্দ্দেশ নিরীক্ষণ ক'র্বেন, তাঁহার আমিত্ব সার্থক! এ ছাড়া যে 'আমি'—সেই আমি। যোগিনী নীরব হইলেন!

সহসা যোগিনীর সম্মুখে সেই বটবৃক্ষ হইতে ঝপ্ করিয়া একটা ভূত ভূমিতে পতিত হইল, এবং যোগিনীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক জোড় হস্তে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। পাঠকের সহিত এই ভূতের কয়েকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। যোগিনী হাসিয়া কহিলেন, "ভূত, গাছ থেকে পড়া অভ্যাসটা কি তোমার কিছুতেই যাবে না!"

ভূত ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "মা, আপনি রোজা হ'য়ে কাণে মন্ত্র না দিলে ভূত চিরকালই এইরূপ ভূত থাক্বে!"

যোগিনী। কিন্তু তোমার এই অদ্ভুত ভূতত্ব ঘোচাতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না। এই সংসারে বিনোদের ন্যায় কত বিকারযুক্ত রোগী আছে। আমার ইচ্ছা তুমি সেই সকল দেহ আশ্রয় ক'রে ভূত জন্ম সার্থক কর!

ভূত। ভূত এখন আর সে সব কার্য্যে অশক্ত। এ অবস্থায় ভূতের কি মুক্তি হবে না।

যোগিনী। হ'বে বই কি, মুক্তি-বিহীন জীব বিশ্বে নাই।

ভূত। দেবি, তবে আর কেন? এ অধম নিকৃষ্ট ভূতের ভবসাগর পারের বিহিত বিধান করুন।

যোগিনী। অবশ্য তোমার সাধুতার পুরস্কার তুমি পাবে। সদ্-

গুরু তোমার চির জীবনের সহায় হবেন সন্দেহ নাই! এখন বল, তোমার সংসারের অবস্থা কিরূপ দেখে এলে।

ভূত। সে জন্য আমার কোন ভাবনা নেই। দেখ্‌লেম তারা বেশ আছে। আমার বৌকে কাতর অবস্থায় একলা থাক্‌তে দেখে, আমার ঝি জামাই এসে সংসারের ভার নিয়ে তার কাছে বাস ক'র্‌ছে। তাদের কোন অভাব দেখ্‌লেই দয়াময়ী করুণাবালা, তখনি তা দূর করেন! তাদের কোন ক্লেশ নেই।

যোগিনী। তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ?

ভূত। না, কাল সমস্ত দিন গোপনে আমি তাদের সংবাদ জেনে শুনে আস্‌ছি।

যোগিনী। ঠিক্ হয় নাই। তুমি তোমার স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়গণের নিকট পরিচিত হ'য়ে দেখ, তোমার মনের অবস্থা কিরূপ হয়। শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক যে স্থানে, যে অবস্থায়, যে কাজ ক'র্‌বে, তাতেই মুক্তি-পথে অগ্রসর হবে। 'সংসার বাহিরে নহে—অন্তরে। বাসনাপূর্ণ অন্তর নিয়ে ভেক ধারণ ক'রে সংসারত্যাগী হওয়ার মতন অন্যায় আর কিছুই নাই।

ভূত। দেবী 'আজ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত যে অবস্থায় বেড়াচ্ছি, তা আপনি কি অজ্ঞাত আছেন? সেই দিন,—যে দিন আশারাণী দুরাচার বিনোদ কর্ত্তৃক আক্রান্তা হ'য়ে প্রথমে গঙ্গার মধ্যে ঝাপ দেন—সংসারের নিকট চির বিদায় হন, সেই দিন হ'তে আমিও সংসারের নিকট বিদায় নিয়েছি। তার পর আপনার ইঙ্গিতেই এ পর্য্যন্ত চালিত হ'য়েছি। আপনি আমার সকলি জানেন। তবু আমার সংসারত্যাগ এতই অসম্ভব বোধ করেন কি?

ভূতের কণ্ঠ বাষ্প-রুদ্ধ হইল!

যোগিনী। না,—দুঃখিত হোয়ো না। জানি তোমার শক্তি ও ক্ষমতা যথেষ্ট। তবু এখনো একবার বিশেষ রূপে পরীক্ষা কর—এই আমার ইচ্ছা।

ভূত। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য! আপনার সাক্ষাৎ পুনর্ব্বার কবে কোথায় পাব?

যোগিনী। আমি আজই এ স্থান পরিত্যাগ ক'র্‌ব। আগামী রাস-পূর্ণিমার দিনে শ্রীবৃন্দাবনে, আমার দেখা পাবে। ইতিপূর্ব্বে তুমি কারও কাছে কোন কথা প্রকাশ ক'র না। করুণার নিকট, আশা এবং বিলাসকুমারের কুশল সংবাদ দিও। আর যদি তাঁদের ইচ্ছা হয়, ঐ পূর্ণিমার দিনে, আশার সহিত সাক্ষাত ক'র্‌তে বোল।

ভূত। আর যদি আমার স্ত্রী সঙ্গে যেতে চায়?

যোগিনী। উপযুক্তা এবং তোমার সহায়কারিণী বোধ কর ত অবশ্য সহচারিণী ক'র। তোমার জন্যই আমার বহুদিন পর বঙ্গদেশে আসা। এখন আমার যাবার সময় হ'ল,—তুমি তবে গৃহে গমন কর। সর্ব্ব-মঙ্গলা তোমায় রক্ষা করুন।

ভূত যোগিনীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক, "চরণে রাখ্‌বেন"—বলিয়া চঞ্চল পদে প্রস্থান করিল।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, বৃন্দাবনের পথে আশাদেবীর নিকট হইতে, নিশাযোগে, উন্মত্ত বিনোদবিহারীকে লইয়া ভূত অন্তর্হিত হইয়াছিল। সেই সময় যোগিনীদেবী আশার সম্মুখে সমুপস্থিতা হইয়া, তাঁহাকে প্রবোধিতা করিয়া, এবং তাঁহার গন্তব্য পথের নির্দ্দেশ করিয়া আপনি অন্তর্হিত হইলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর, এক কণ্টকময় বন্য বৃক্ষমূলে, বিনোদবিহারীকে অতি শোচনীয় অবস্থায় আবদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া, দয়াময়ী, তাহার বন্ধন মোচক পূর্ব্বক সদয় বচনে

তাহারও গন্তব্য পথ বলিয়া দিলেন। কিন্তু সহসা আবার সেই ভূত আসিয়া বিনোদের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। পরে যোগিনী-দেবীর ইঙ্গিত মাত্র, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, বিনোদের পথ ছাড়িয়া দিল; এবং অবনত মস্তকে যোগিনী দেবীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যোগিনী ভূতকে আরো দুই একবার দেখা দিয়াছিলেন। ভূত ইহা বিলক্ষণ জানিত, যে বোগিনীদেবী তাহাদের হিতৈষিণী। যোগিনীর কৃপাতেই এতদিন অনেক বিপদ হইতে তাহার এবং আশার জীবন রক্ষা হইয়াছে! ভূত যোগিনী দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইলে যোগিনীদেবী কহিলেন, "আর তোমাকে আশার অনুসরণ ক'র্‌তে হবে না। এখন আশার সম্পূর্ণ ভার আমি গ্রহণ ক'র্‌লেম। তুমি নিশ্চিন্ত মনে স্বদেশে গমন কর।"—এ ভূত আর কেহই নহে। এ অদ্ভুতকর্ম্মা মমতাকৃষ্ট কৃতজ্ঞতাবদ্ধ ভূত,—আমাদের পরিচিত সেই চাষা গোষ্টদাস!



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে শুধু সে!

শান্তি-আলয় হইতে কিয়দ্দূর ব্যবধানে, কলনাদিনী স্রোতস্বতী জাহ্নবী-তটে, যোগিনীগণের সযত্ন-স্থাপিত একটী মনোহর কুঞ্জবন। যোগিনীগণ তাহাতে বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট বহুবিধ নয়নানন্দ-বিধায়ক পুষ্পবৃক্ষ, এবং লতা স্বহস্তে রোপণ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে ঘনলতার অভ্যন্তরে, বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরখণ্ড দ্বারা সুদৃশ্য বেদিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। হরিদ্বর্ণ পত্রাবলীযুক্ত লতা বৃক্ষে, বহু বর্ণের রাশি রাশি কুসুমরাজী মধুর হাসি বিকাশ করিয়া, মৃদু বায়ু-হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া, চারিদিকে সৌরভ ছুটাইতেছে। বৃক্ষাবলীর শাখায় শাখায় পাখিগুলি সানন্দে নাচিয়া নাচিয়া মধুর স্বরে গীত গাহিতেছে। বেলা অবসানে যোগিনীগণ আনন্দে ফুলসাজে সজ্জিতা হইয়া এই লতামণ্ডপ মধ্যে কেহ সঙ্গীত করিতেছেন, কেহ নির্ম্মল আনন্দজনক কথোপকথন করিতেছেন। শান্তিদেবী কিন্তু দূরদৃষ্টিতে, গঙ্গাগর্ভে যেন কি দেখিবার আশায় বারংবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গঙ্গাগর্ভ হইতে করুণপূর্ণ সুমধুর কণ্ঠের গীতধ্বনি শ্রুত হইল! গায়ক ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। দেবীগণ বিস্ময়াভিভূতা হইয়া শ্রবণ করিলেন,—গায়ক গাহিতেছেন ;—

দেবী গো ফিরে এসো।

আমার পুণ্য প্রেমময়ী, ক্ষমাময়ী তুমি

হৃদি মাঝে ফিরে এসো।

আমার সুখের নিলয় এসো, আমার চির শান্তি ফিরে এসো ;
আমার অমিয় সাগর, মধুর মধুর,
নয়নে নয়নে এসো।
আমার ঊষার অরুণ এসো, আমার কনক বরণ এসো ;
আমার করুণ নয়ন, মনোমোহন,
মরমে মরমে পশ।
আমার ফুলরাশি ফিরে এসো, আমার মধু হাসি তুমি এসো ;
আমার সঙ্গীত লহরী, স্বপন মাধুরী,
আঁধারে আলোক এসো।
আমার মোহন বাঁশী তুমি এসো, আমার পূর্ণ শশী ফিরে এসো,
আমার পারিজাত মালা, নন্দনের বালা,
ধ্রুব তারা হ'য়ে এসো।

আশা গীত শ্রবণান্তে কম্পিত কলেবরে সকাতরে শান্তি দেবীর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। শান্তিদেবী কহিলেন, "গায়ক নিকটবর্ত্তী হ'য়েছেন; ক্ষমা আর মুক্তি ভিন্ন তোমরা সকলে আশ্রমে প্রবেশ কর।"

শান্তিদেবীর আদেশে, ক্ষমা এবং মুক্তিদেবী ব্যতীত, আর সকলেই আশ্রমে চলিয়া গেলেন। শান্তি দেবী, ক্ষমা ও মুক্তি দেবীকে লইয়া কুঞ্জকানন-পার্শ্ববর্ত্তী নিম্নতর গিরি-পার্শ্বে, গায়কের দৃষ্টির অন্তরে লুকায়িতা হইলেন। গায়ক গীত গাহিতে গাহিতে, সুমন্দ গতিতে ক্ষুদ্র তরণী বাহিয়া ক্রমে কুঞ্জকানন সমীপবর্ত্তী হইলেন; এবং তরণীখানি নিকটস্থ বৃক্ষে বাঁধিয়া, কুঞ্জবন মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া অধীর ভাবে পুনর্ব্বার গাহিতে লাগিলেন,—

হেথা বুঝি আছে সে আমার।
তাই যেন মম হৃদে হইতেছে
আশার সঞ্চার!
তরুলতা ফুল পূর্ণ, বন পাখী গীত-মগ্ন,
তাই কুঞ্জ সমাচ্ছন্ন;
বহিছে সুধার ধার!
আমাকে সে ভুলে গেছে, অমৃত প্রেম পাইয়াছে,
না হ'লে আসিত কাছে,
ভালবেসে বারংবার!

অন্তরাল হইতে ক্ষমা এবং মুক্তি দেবী ঈষৎ হাসিয়া, গায়ককে বিস্ময়-বিমোহিত করিয়া গাহিলেন,

তুমি কে হে বট?
কি নাম তোমার, কাহার কুমার
কোথায় বসতি কর?
নিতি আস যাও, কিবা তুমি চাও,
কাহার সন্ধান কর?
উজান বাহিয়া, বাঁশীটী লইয়া
কি গান গাহিয়া ফের?

গায়ক নির্জ্জন প্রদেশে বামাকণ্ঠ-বিনিঃসৃত মধুর গীত শ্রবণ করিয়া, বিস্মিত ভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "এ কি? যা শুন্‌লেম তা কি সত্য? দেবি, দেবি, আপনি যিনিই হ'ন, সদয় হ'য়ে দেখা দিন!"

অন্তরাল হইতে ক্ষমা কহিলেন, "তুমি কে?"

গায়ক। আমি? আমি কে জানি না!—আমি উন্মাদ!

ক্ষমা। তোমার কামনা কি?

গায়ক। আমি জগৎ দুর্ল্লভ রত্ন হেলায় হারিয়েছি!

ক্ষমা। কে সে?

গায়ক। কে সে? তাকে চিনি না! সে আমার উষার অরুণ, শরতের শশী, মলয় পবন ও চাঁদের কিরণ; সে পুষ্পের হাসি, মোহন বাঁশী; সে অগুরু চন্দন, অমূল্য রতন; সেই আমার জপ তপ, সেই ধ্যান জ্ঞান; সেই ধর্ম্ম কর্ম্ম, সেই প্রেমপুণ্য। সে কার জানি না! আমি ভাবি আমার!—আমার, সে শুধু আমার!

ক্ষমা। তুমি এখানে কেন আস?

গায়ক। এখানে যেন পবন তারি পদ্মগন্ধ নিয়ে প্রবাহিত হয়। লতাপুষ্প হেলে দুলে তারি মৌন ভাষা কয়। পাখিরা যেন তার স্বর অনুকরণে সুস্বরে গীত গায়। এখানকার সমুদয় যেন সেই নির্ম্মল আনন্দময়ীময়। তাই আমার এ আকুল প্রাণ এখানে আস্‌তে চায়!

গায়কের নয়ন ধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া শান্তিদেবী কোমল বচনে কহিলেন, "তবে তুমি তাকে চাও?"

গায়ক। হায়!, আমি যে তার তরে উন্মাদ!

ক্ষমাদেবী হাসিয়া কহিলেন, "তবে আজ যাও; তার দর্শন আশায় আজ সংযমী হ'য়ে থেক। কাল এসে তার শুভ পরিণয় দেখো!

গায়ক ভাবিলেন,—"পরিণয়? ক্ষতি কি?"

গায়ক আপন মনে ইহা কহিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন "দেবি, আপনাদের প্রণাম করি! এ পাপ চক্ষে কি আপনাদের দর্শন পাব না?"

ক্ষমা। আপনার হ'লে দেখা পাবে! কাল চিনে নেব, তুমি আপন কি পর? তুমি এখনো বল্‌তে পার্‌লে না, তুমি যারে চাও; সে কে?

গায়ক। তার তুলনা আমি কোথায় পাব? তার উপমা নাই! আমার সে শুধু সে!

গায়ক তরি আরোহণ করিয়া ধীরে চলিয়া গেল! যোগিনীগণও প্রফুল্ল অন্তরে আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পাঠক অবশ্যই এতক্ষণে গায়ককে চিনিতে পারিয়াছেন—ইনি আমাদের বিলাসকুমার।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শুভ পরিণয়!

শ্বেত চন্দন-চর্চ্চিতা, শ্বেত পুষ্পালঙ্কার-সুসজ্জিতা, শুভ্র বসন-পরিহিতা আশাদেবী, ধবল প্রস্তরাসনোপরি শ্বেতময়ী ভাগীরথী তীরে, সাধক-আরাধ্যা প্রস্তর-খোদিতা দেবীর ন্যায়, সমাসীনা। তাঁহার নীলোৎপল আকর্ণ নয়ন দুটী লহরীপূর্ণ জাহ্নবী-বক্ষে স্থিররূপে সন্নিবেশিত। লম্বিত উন্মুক্ত জটাজাল, সৌন্দর্য্যময়ী দেহলতা আবৃত করিয়া, মৃদু মলয়ানিলে আন্দোলিত হইতেছে। জানি না আজ দেবীর হৃদয়-তটিনীতে কিসের লহরী খেলিতেছে! দেবী আপন মনে কহিলেন, "শান্তিদেবী মহিমাময়ী। তিনি আমার পরম হিতার্থিনী। তাঁর অসীম স্নেহবারি সিঞ্চনে যে মৃতপ্রায় লতা সঞ্জীবিত হ'য়েছে, তাহা তাঁর বিধানে বিনাশ হওয়া অসম্ভব!" দেবী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার অভিমান ভরে কহিলেন, "ঠাকুর, এ আবার কি? আমি কি তোমার দাসীর যোগ্যা হ'তে পার্‌লেম্ না? তোমার চরণ সেবার সুমধুর অতুল আস্বাদ আমি কি ক'রে ত্যাগ ক'র্‌ব ঠাকুর? তোমার অভয় চরণে করযোড়ে ভিক্ষা করি, আমায় চরণচ্যুতা ক'রনা দেব!" দেবী নীরব হইলেন, তাঁহার আকর্ণ নয়ন পূর্ণ করিয়া অশ্রু দেখা দিল! নয়ন বারি মুছিয়া কিছুক্ষণ পরে আবার কহিতে লাগিলেন, "আমি কি? ছিঃ, আবার আপন ভাবনা ভেবে মরি! লজ্জা নিবারণ অন্তর্য্যামী হরি আমার! সকলি জান তুমি, আমি আর তোমায় কি ব'ল্‌ব? তোমার রাঙ্গা চরণের নূপুর হ'য়ে

অনুক্ষণ বাজ্‌ব—এইমাত্র ,আমার হৃদয়ের বড় সাধের কামনা! হায় মূঢ় আমি! আবার বল্‌ছি—আমার বাসনা—আমার কামনা? ক্ষমা কর দেব, তোমারি ইচ্ছাধিনী আমি, তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা সর্ব্বত্র পূর্ণ হউক!"

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাদেবীর সহচর রূপে নীলাকাশে শরতের নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইয়া, দেবীর ইন্দু বদন চুম্বন পূর্ব্বক, সমুদয় অবয়ব আলিঙ্গন করিয়া, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-বরণীর বরণে একীভূত হইয়া গেল! দেবী পুনরায় কহিলেন, "করুণাময় হরির কি আশ্চর্য্য লীলা! কাকেই কি ক'রে গড়েন! সেই তিনি—আর এই তিনি! ধন্য মহিমাময় প্রভু; তোমার জয় হউক। কি কঠিন্‌ মায়া-শৃঙ্খলেই মানুষ বাঁধা! কাল তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে, সেই করুণ গীত শুনে, আমি যথার্থ বড় অধীর হ'য়ে পড়েছিলেম। দয়াময় হরি আমাকে শক্তি দিয়ে রক্ষা ক'র্‌লেন! দুর্ব্বলের বল অন্তর্য্যামী দেবতা আমার! তুমিই আমার অভয় আশ্রয়। এইরূপে শক্তি দিয়ে এ অধম দুর্ব্বলাকে নিরন্তর রক্ষা কর প্রভু!"

দেবীর কর্ণে আবার সেই ব্যাকুলতা পূর্ণ করুণ-গীতধ্বনি প্রবেশ করিল, "দেবী গো ফিরে এসো!" অমনি দেবীর হৃদয়-তন্ত্রী আলোড়িত হইল! তিনিও উদ্বেলিত কণ্ঠে গাহিলেন,—

প্রিয় গো তুমি এসো,
আমার প্রিয় দরশন, মনোমোহন,
মনোমন্দিরে এসো।
আমার হৃদি-রঞ্জিত এসো, আমার চিত-সঞ্চিত এসো,
আমার সুখ-দুখ-মন্থনধন
নয়নে পুন প্রকাশ!

আমার কোমল কঠিন এসো, আমার নিঠুর করুণ এসো,
আমার সুধার সাগর গরল পাথার
জনমের তরে এসো!
আমার হাসি-অশ্রু ফিরে এসো, আমার স্বরগ ভুবন এসো,
আমার জীবন মরণ, সাধনের ধন,
চির দিন তরে এসো!

এই মধুময় গীত-ধ্বনি শুনিয়া নৌকারোহী গায়ক চুম্বক-চুম্বিতের ন্যায় বিস্মৃত ও মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানে ছুটিয়া আসিলেন। তৎপরে দেবীর সেই পুষ্পসজ্জিত দেহ দর্শন করিয়া বিমোহিত চিত্তে, উন্মত্তের ন্যায় দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক, দেবীর মনোহর তনু আলিঙ্গনেচ্ছায় ধাবিত হইলেন। দেবীও গায়ককে নিরীক্ষণ করিয়া, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গীত গাহিতে গাহিতে, নিকুঞ্জ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লতা আবরণে লুক্কায়িতা হইলেন। ক্ষমাদেবী অন্তরাল হইতে এই কৌতুকপূর্ণ মনোহর দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। গায়ককে দেবীর উদ্দেশে সম্মুখে আগত দেখিয়া শুভ্র পুষ্প চন্দন ও শ্বেত বস্ত্র লইয়া গায়কের নয়ন পথে প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়াইলেন। প্রাণ প্রিয়তমার উদ্দেশে গমন-নিরত গায়ক গমন পথে সহসা অন্য দেবীকে দর্শন করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে ব্যাকুল দৃষ্টিতে ক্ষমাদেবীর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কাতর বচনে কহিলেন, "দেবি, আপনাকে শত শত প্রণাম করি;—আপনি দয়া ক'রে আমার পথ ছেড়ে দিন।"

ক্ষমা। এ দেবীদিগের স্থানে তুমি কোথায় যেতে চাও?

গায়ক। আমার হৃদয়-পিঞ্জরের প্রাণপাখি এই দিকে উড়ে গিয়েছে, আপনি সদয় হ'য়ে পথ ব'লে দিন।

ক্ষমা। তোমার পাখির পরিচয় কি?

গায়ক। আমার সুবর্ণময় আশা-পাখি!

ক্ষমা। সে বনের পাখি উন্মুক্ত আকাশতলে, ফুলের মধু খেয়ে, আনন্দে নেচে গেয়ে বেড়াক্। সে বুনো পাখিকে মন-পিঞ্জরে বেঁধে কি ক'র্‌বে?

গায়ক। সে আমার বিলাস-বিভোর হৃদয়-পিঞ্জরের আশা পাখি! সে বিহনে এ বিলাস প্রাণহীন পিঞ্জর মাত্র। আর না, দয়া ক'রে আমায় প্রাণদান করুন দেবি!

ক্ষমা। আঁশা?—আশাদেবীকে চাও? সে যে অন্যের হয়েছে! তুমি কেমন করে তাকে পাবে? আজ তার শুভ পরিণয়! কাল তুমি বিয়ে দেখ্‌তে নিমন্ত্রিত হ'য়েছ। তবে এই পুষ্প চন্দনে সজ্জিত হ'য়ে, পবিত্র বসন পরিধান ক'রে পুণ্যকুঞ্জে, প্রবেশ কর।

দেবী গায়কের হস্তে বস্ত্রাদি অর্পণ করিলেন। গায়ক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মলিন বসনাদি পরিত্যাগ ও নূতন বসনাদি ধারণ পূর্ব্বক, দিব্য শ্রীলাভ করিলে, দয়া এবং ক্ষমাদেবী কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন! তাঁহাদিগকে উপস্থিত দেখিয়া যোগিনীগণ আনন্দে হুলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি করিলেন। তৎপরে কুঞ্জ-মধ্যস্থিত কামিনী পুষ্পের বৃক্ষমূলে, মঙ্গল-চিত্রাঙ্কিত স্থানে, বিলাসকুমারকে আনিলেন। স্নেহদেবী আশাদেবীকে সঙ্গে আনিয়া বিলাসদেবের বামভাগে রক্ষা করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে মধ্যস্থানে রাখিয়া, সকল দেবীরা মিলিতা হইয়া, বরণডালা মস্তকে করিয়া সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন। প্রেমদেবী মাঙ্গলিক দ্রব্য-পূর্ণ বরণডালা ভক্তিদেবীর হস্তে অর্পণ করিলেন। ভক্তিদেবী প্রীতি-ভরে বরকন্যাকে যথানিয়মে বরণ করিলেন। শান্তিদেবী প্রাণ ভরিয়া বিজয়-শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন! ক্ষমা ও দয়াদেবী নিয়ত হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রেমদেবী উভয়ের হস্ত পুষ্পহারে আবদ্ধ করিলেন! পুণ্যদেবী সুগন্ধ পুষ্পরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মুক্তিদেবী আশীর্ব্বাদ

পূর্ণ সিন্দুর-বিন্দু আশার সুবঙ্কিম সুন্দর ললাটদেশে স্থাপন করিলেন! তৎপরে সহসা দেবীগণ স্থির এবং নির্ব্বাক হইলেন। তখন ভক্তিদেবী প্রেমপূর্ণ সুগম্ভীর বচনে কহিলেন,—

"ওঁঙ্কার অনল গর্ভে সর্ব্ব বাসনার আহুতি হউক, নিষ্কাম কর্ম্ম কার্য্য হউক, শ্রীকৃষ্ণ চরণে আলয় হউক, হরিনাম কণ্ঠ-ভূষণ হউক, মা যশোদার গোপাল পুত্ররূপে লাভ হউক, লোকান্তরে অমর ধামে তোমাদের বাসস্থান হউক! আজ বড় সুখের দিন! আনন্দময় আধ্যাত্মিক শুভ পরিণয় সুখে সম্পন্ন হ'ল! সকলে সুমঙ্গল গীত গান কর।"

যোগিনীগণ মিলিয়া সহর্ষে গাহিলেন,

আজি ফুল তোরে বাঁধিল ফিরে,
অমিয় করে!
পূর্ণ গগন আনন্দে ছাইল ধীরে, গাইছে কোকিল তমাল ডালে,
হাসি শশী নীলাম্বরে ভাসি মধুরে।
প্রীতিময় হ্রদে সুরভিপুরে, প্রেমময় কমল হরিপদ তরে,
ছুটী ফুটি উঠিল একই মৃণালে।

দেবীদিগের আনন্দ-উচ্ছ্বসিত অমৃতময় সঙ্গীত-ধারা চতুর্দ্দিক মধুময় করিয়া, চন্দ্রকিরণে কুঞ্জের লতায় পাতায় লাগিয়া গেল! আজ সকলি মধুময়! মধুর সাগরের তরঙ্গ মধ্যে দেবীগণ আজ মধুময়ী রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন! এইরূপে এই অপূর্ব্ব মধুময় আধ্যাত্মিক পরিণয় সম্পন্ন হইল।—ইহাই শুভ পরিণয়!

পরিশিষ্ট।

মুরলার উৎপীড়নে বিলাসকুমার বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলেন। মুরলার ব্যবহার যেন তাঁহার নিজকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত রূপ ঘোর অনুতাপাগ্নির ঘৃত হইয়াছিল। দৈবযোগে কোন সংক্রামক পীড়ায় মুরলার মৃত্যু হইল! মুরলার দেহ শ্মশানভস্মে পরিণত হইলে, গুরুদেবের আদেশে বিলাসকুমার বিলাস সম্ভোগ, মান মর্য্যাদা, শ্মশানভস্মে নিক্ষেপ করিয়া তরণীযোগে যেরূপে প্রস্থান করেন, তাহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। পরে আশাদেবীর পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বহু দিন ধরিয়া অনেক তীর্থ পর্য্যটনের পর, অবশেষে শ্রীগুরুর ইচ্ছায় হরিদ্বারে যেরূপে সম্মিলন হয়, তাহাও উক্ত হইয়াছে।

আশাদেবী বিলাসকুমারের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রাকালে, শান্তি-দেবী তাঁহার গলদেশের সুবর্ণময় কবচ প্রতি লক্ষ করিয়া কহিলেন, "আশা, গলায় ও তোমার কিসের কবচ?" আশা কহিলেন, "বিবাহের পর পতিগৃহে গমনকালে, মা, আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে ব'লেছিলেন, 'আবশ্যক হ'লে খুলে দেখো।' দেখ্‌বার আবশ্যক না হওয়ায় খুলে দেখি নাই।" শান্তিদেবী কহিলেন, "এখন আবশ্যক হ'য়েছে, খুলে দেখ।" আশা কবচটী খুলিয়া শান্তিদেবীর হস্তে দিয়া কহিলেন, "আপনি দেখুন।" শান্তিদেবী খুলিয়া দেখিলেন, ভূর্জ্জ পত্রে লক্ষ দুর্গানাম। তন্মধ্যে আর এক খণ্ড পত্রে লেখা আছে,—শিবপুরস্থ তাঁহাদের পিতৃভবনে চোর-কুঠরীর মধ্যে, ভূগর্ভে প্রোথিত দশ লক্ষ মূল্যের সুবর্ণ মুদ্রা রক্ষিত আছে! এই সংবাদ তাঁহার পিতামহী মৃত্যু কালে তাঁহার মাতাকে জানাইয়া গিয়াছিলেন। মাতা আবার তাঁহার একমাত্র প্রাণপুত্রীর প্রয়োজনের

নিমিত্ত অতি সঙ্গোপনে রাখিয়াছিলেন! শান্তিদেবী এই অর্থ অধিকারের নিমিত্ত বিলাসকুমারকে অনুরোধ করিলেন। বিলাসকুমার সবিনয়ে তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। আশাদেবীকে গ্রহণ করিতে বলায় তিনিও তাহাতে অসম্মতা হইলেন। তখন এই ঘটনা বিবৃত করিয়া কৃপানাথ ও করুণাবালার নিকট এক পত্র প্রেরিত হইল। তাহাতে আরও লেখা হইল, "ঐ সমুদয় অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক তোমরা অবিলম্বে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হও!" আশাদেবী বিলাসকুমারের সহিত বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন।

* * * * *

দেবীগণ বৃন্দাবনে সম্মিলিত হইয়া, শ্রীরাসপূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র-কিরণ-বিধৌত অর্দ্ধ রজনী পর্য্যন্ত দেবদর্শন এবং নানা উৎসবময় কার্য্যে কাটাইয়া, দ্বিপ্রহর রজনীযোগে, যমুনা পুলিনে, এক নির্জ্জন স্থানে শ্যামল দুর্ব্বাসনে সমাসীনা হইলেন। করুণাবালা কৃপানাথের সহিত গুপ্তধন লইয়া যথা সময় দেবীদিগের সহিত সম্মিলিতা হইয়াছেন। গোষ্ঠদাসও জামাতা ও কন্যাকে তাহার যাহা কিছু ছিল সমুদয় অর্পণ করিয়া, হরিমতিকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছে।

সকলে স্থির হইলে, আশাদেবী সকলকে প্রণাম পূর্ব্বক শান্তিদেবীর সম্মুখে সেই অর্থরাশি স্থাপন করিয়া কহিলেন, "শান্তিময়ী জীবনদায়িনী দেবি! আপনারি এই সব। আপনি দয়া ক'রে এই অর্থের সুব্যবস্থা করুন।" তখন শান্তিদেবী যথোপযুক্ত স্থানে অতিথি আলয়, বিদ্যালয়, বিপন্নগণের সাহায্য, এবং অন্যান্য সদ্ব্যয়ের নিমিত্ত চারি লক্ষ মুদ্রা কৃপানাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দুই লক্ষ মুদ্রা শ্রীবৃন্দাবনে অতিথিশালা, শ্রীমন্দির এবং সুবর্ণময় শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ নির্ম্মাণের জন্য রাখিয়া দিলেন। বাকী চারি লক্ষ মুদ্রা দেবসেবা, প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সমাধার্থে নিয়োগ করিলেন। এই সকল কার্য্যভার

গুরুদেবের কয়েকজন উপযুক্ত শিষ্যের হস্তে ন্যস্ত হইল। এই সকল ব্যবস্থা করিয়া দম্পতিযুগলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দেবীগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

করুণাবালা আশাদেবীকে বাহুপাশে বন্ধন পূর্ব্বক, আনন্দাশ্রুপ্লাবিত বক্ষে ধারণ করিয়া, স্বদেশে যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আশাদেবী তাঁহার চরণ-ধূলি লইয়া সহাস্য বদনে তাহাতে অসম্মতি জানাইলেন। পরে করুণাবালা প্রতি বৎসর তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইয়া, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিদায় লইলেন। সকলে বিদায় হইলেন।—গোষ্ঠ ও হরিমতি ফিরিল না! বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বেশে হরিগুণ কীর্ত্তন পূর্ব্বক মাধুকরীর ব্যবস্থা করিয়া লইল।

এক বৎসর মধ্যে অতিথিশালা, ও দেবমন্দির নির্ম্মাণ, এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। যে নিয়মে দেবকার্য্য সমাধা হইবে তাহার বিধানও সুবিধিবদ্ধ হইয়া পালিত হইতে লাগিল। আশাদেবীর আগ্রহে এই আশ্রমের নাম হইল "শান্তি কুঞ্জ"!

সকলি হইল, কিন্তু আশার চিরপ্রিয় কুটির বাস ঘুচিল না! তিনি দীন-হীনা ভিখারিণীর বেশে পতি সহ যমুনা পুলিনে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং দ্বারে দ্বারে মাধুকরী মাগিয়া উভয়ের শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দিব্যচক্ষে এই জগৎ বৈকুণ্ঠ ধামের ন্যায় অতুলানন্দ-সাগরে নিমগ্ন বোধ হইতে লাগিল!

* * * * *

রজনী দ্বিতীয় প্রহর। নির্ম্মলাকাশে অস্ফুট সোনার তারাগুলি জাগ্রত শশাঙ্কের রজত কিরণপ্রভায় হীনপ্রভ হইয়া, জ্বলিতেছে। সমীরণ সুস্নিগ্ধ নীল যমুনা জলে স্নাত হইয়া পুষ্পাদির সৌরভ বহন পূর্ব্বক, শ্যামল বৃক্ষ-পত্র লতাগুল্ম কম্পিত করিয়া, ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। বৃন্দাবনে

যমুনা পুলিনে নির্জ্জন পথাবলম্বনে, প্রেমময়ী আশাদেবী পতিহস্তে আপন কোমল করপল্লব সংবদ্ধ করিয়া, ধীরপদে আপনাদের গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতেছেন। সেই সংসার-কোলাহল-শূন্য নীরব স্থানে, নির্ম্মল আনন্দে উদ্ভাসিত জটাজূটে সমাচ্ছন্ন তাঁহাদের মূর্ত্তিযুগল, শিবশঙ্করীর অপূর্ব্ব যুগল মূর্ত্তির ন্যায়, বোধ হইতেছিল। তাঁহারা অনেক পথ অতিক্রম করিলেন। সহসা আশা দাঁড়াইয়া কহিলেন; "দেখ, দেখ, কোন্ নিষ্ঠাবান্ সাধক এই নির্জ্জন স্থানে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে, এই গভীর রজনীতে, আপন ইষ্টদেবের ধ্যানে নিমগ্ন র'য়েছেন! আহা, যথার্থ সাধক বটে!" সেই পুষ্পলতাসমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র দেবমন্দির সম্মুখে, তাঁহারা দাঁড়াইলেন, এবং যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন! তাঁহারা দেখিলেন, দেবতার স্থানে তাঁহাদেরই যুগল প্রতিকৃতি সযত্নে প্রতিষ্ঠিত! আশা আরও দেখিলেন, জটাজূটধারী বিশীর্ণকায় সাধক আর কেহ নহেন—সেই প্রেমোন্মত্ত বিনোদবিহারী! বিনোদ-বিহারী শান্তিদেবীর স্নেহময় উপদেশে শান্ত হইয়া, তাঁহার আদেশে বৃন্দাবনে আসিয়া, নির্জ্জনতম স্থানে এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়া, এই সুন্দর যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দুর্জ্জয় বাসনা এই দেবদেবীর চরণে বলি প্রদান মানসে, এইরূপ কঠোর সাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।

জানি না কোন্ শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, ধ্যান-নিমগ্ন সাধক গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আনন্দপূর্ণ প্রাণে "আমার সাধের ইষ্টদেবদেবি! এত দিন পরে এই অভাগার উপর দয়া ক'রে দিব্যরূপে কি দেখা দিলে? এই নাও, এই অসার প্রাণ-বলি গ্রহণ ক'রে আমায় কৃতার্থ ক'র!"—এই বলিয়া হতচৈতন্যের ন্যায় তাঁহাদের চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন! বিলাসকুমার বাহু প্রসারণ করিয়া করুণাপ্লুত হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। আশার আকর্ণ নয়নদ্বয় পূর্ণ হইয়া মুক্তার ন্যায় প্রেমধারা ঝরিতে

লাগিল! তিনি বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে কহিলেন, "জয় বৈকুণ্ঠপতি!—কিন্তু বিনোদ দাদা, এই কঠোর তপস্যা যদি সেই সত্য বস্তুর জন্য ক'র্‌তে!"

বিনোদবিহারী উন্মত্ত প্রাণে কহিলেন, "আশা,—দেবি! সত্য আলোক তুমি! তোমারি আলোতে আমার ঘন তমোরাশি দূর হ'য়েছে! আমি বুঝেছি, তোমারি পবিত্র সুনির্ম্মল আলোতে আমি দয়াময় হরির দিব্য মূর্ত্তি দর্শনে মুক্ত হব! তোমরাই আমার দেব দেবী!"

আশা বিলাসকুমারকে কহিলেন, "স্বামিন, এসো যমুনার উজান জলে এই অসার মূর্ত্তি-যুগল বিসর্জ্জন দিয়ে, বিনোদ দাদার জন্য সত্যসুন্দর সার মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করি।"

রজনীর তখন শেষ সময়। শশী নিজ সহচরী তারাগুলিকে সঙ্গে লইয়া ঘুমঘোরে নীল শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। মলয়ানিল পুষ্প-সুবাস লইয়া শশাঙ্কের ক্লান্ত শরীরে ধীরে ব্যজন করিতেছে। তাঁহারা তখন সেই সুদৃশ্য যুগলাকৃতি বহন পূর্ব্বক, যমুনার পবিত্র গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন!—কৃত্রিম প্রতিমার বিসর্জ্জন হইল। পক্ষিগণ আনন্দে কলকণ্ঠে সুপ্রভাত ঘোষণা করিয়া উঠিল!



এমন কল্পনা বাহির করিতে পারিতেন না * * * এরূপ উপন্যাস কেতাদুরস্ত অনেক ধর্ম্মোপদেশ (sermon) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

আচার্য্য শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী—

"এরূপ নিত্যপ্রেমযুক্ত উপন্যাস এই নূতন দেখিলাম। বঙ্গভাষায় যদিও প্রেম শিক্ষার অনেক গ্রন্থ আছে, কিন্তু গল্পচ্ছলে এরূপ প্রেম শিখাইবার পুস্তক একখানিও আছে কি না সন্দেহ স্থল। আমার বিবেচনায় ইহার দ্বারাই সে অভাব মোচন হইয়াছে। আমি বলি, কলিযুগের অন্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, সেই হেতু ঈদৃশ 'প্রেমলতা' দেখা দিয়াছে ; এতাবতা এ আরব্ধ প্রেমযুগের সমুচিত আদর সমগ্রই ইহার প্রাপ্য।"

'শকুন্তলা তত্ত্ব' প্রণেতা চিন্তাশীল সমালোচক

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু—

"নারীই সংসার রক্ষা করেন ; নারীই সংসার নষ্ট করেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নারীদিগকে এই গুরুতর কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নারীদ্বারাই এই কথা কথিত হওয়া উচিত। কারণ সংসার রক্ষা নারীরই কাজ এবং নারীই নারীর উৎকৃষ্ট উপদেষ্টা। আমাদের নারীদের এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রেমলতা-রচয়িত্রী যে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎকাজ তাহাই সম্পন্ন করিয়াছেন।"

প্রসূনাঞ্জলি।

ভাবোচ্ছ্বাসময় সন্দর্ভাবলী। মূল্য—কাগজে বাঁধা ।/০ পাঁচ আনা, বিলাতী বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা ॥০ আট আনা।

"স্ত্রীলোকের—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ঘরের স্ত্রীলোকের পক্ষে এরূপ দুরূহ বিষয়ে এমন দক্ষতা ও কৃতকার্য্যতা দেখিয়া আমরা নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি।"

সময় ২০শে পৌষ ১৩০৭।

"এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে লেখিকা বিশেষ ভাবুকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ....লেখিকা সাহিত্য সংসারে যশস্বিনী, পুস্তিকাখানি তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে।"

বঙ্গভূমি ১৫ই আশ্বিন ১৩

"The composer of these papers is the well known authoress of "Snehalata" and "Premalata," a Bengali lady, who by her writings has given indubitable proofs of her deep religious culture and high literary attainments. We have no doubt but that not only her own sex, but also the other sex, will profit immensely by a study of the essays which she has composed with so much skill and feeling."

—*The Indian Mirror, 29th July, 1902.*

"The work as the performance of a Bengali lady, the authoress of "Premalata," strikes us as a remarkable one. It shows a clear religious insight, a healthy moral sense, and a refined imagination. It is prefaced by a pious dedication and is very pleasant reading as a piece of literature."—*The Indian Nation, Nov. 16, 1900.*

মাননীয় বিচারপতি শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,—

'প্রসূনাঞ্জলি' পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি, এরূপ সরল ও সুন্দর ভাষায় রচিত প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ গ্রন্থ অবশ্যই প্রীতিপ্রদ ও আদরণীয় হইবে।"
